চ ক্র

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

নাট্যকার ও পরিচালক

সলিল সেন

প্রীতিভাজনেষু

॥ চরিত্রলিপি ॥

মণীশ লাহিড়ী	ফ্যাক্টরির মালিক
ভাস্কর	সুজাতার ছেলে
সুধাকান্ত	মণীশের শ্যালক
ফাদার ফারলো	কুষ্ঠাশ্রমের ডাক্তার ও অধ্যক্ষ
হৃষিকেশ	ডাক্তার, মণীশের সহপাঠী
জয়ন্ত	ফ্যাক্টরির অ্যাসিস্টেণ্ট ম্যানেজার
মৃন্ময়	ফ্যাক্টরির কর্মী
রাধেশ	(ঐ)
প্রদীপ	(ঐ)
বারীন	(ঐ)
মহেশ	(ঐ)
ঝুনঝুনওয়ালা	ফ্যাক্টরির ডাইরেক্টার
মিঃ ত্রিপাঠী	(ঐ)
মিঃ কর্মকার	(ঐ)
বংশী	মণীশের গৃহভৃত্য
হারাধন	ভাস্করের „ „
রমাকান্ত	মণীশের গৃহ-সরকার
দয়াল	জনৈক ভদ্রলোক

দারোয়ান, বেয়ারা ইত্যাদি—

সুলতা	মণীশের স্ত্রী
সুজাতা	সুলতার বিধবা বোন
মলিনা	মৃন্ময়ের স্ত্রী
মঞ্জুলা	হৃষিকেশের মেয়ে
মাধবী	মণীশের মেয়ে
বাসন্তী	(ঐ) দূরসম্পর্কীয় বিধবা বোন

কীর্তনীয়া ইত্যাদি—

প্রথম অভিনয় রজনী : রঙমহল

৩০শে শ্রাবণ, ১৩৬৬

১৫ই আগস্ট (স্বাধীনতা দিবস), ১৯৫৯

॥ নেপথ্য-কর্মীবৃন্দ ও উদ্যোক্তাগণ ॥

প্রযোজনা :	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু ও বিঠলভাই মানসাটা
প্রধান উদ্যোক্তা :	„ হেমন্ত ও নলিন বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিচালনা :	„ সলিল সেন
সুরসৃষ্টি :	„ হেমন্তকুমার ও ভি. বালসারা
গীতিকার :	„ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
আলোকনিয়ন্ত্রণে :	„ অনিল সাহা
মঞ্চ-পরিকল্পনা :	„ অমলেন্দু সেন
স্মারক :	„ মণি চট্টোপাধ্যায় ও শুকদেব মুখোপাধ্যায়
নেপথ্য কণ্ঠদানে :	„ হেমন্তকুমার
শব্দপ্রেক্ষণে :	„ প্রভাত হাজরা
মঞ্চ-ব্যবস্থাপনায় :	„ নিখিল রায়
দ্রব্যনিয়ন্ত্রণে :	„ অমূল্য নন্দী
রূপসজ্জায় :	সেখ মেহবুব, ওঙ্কার মিশ্র, গদাধর দাস, সত্যেন সর্বাধিকারী ও শ্রীমতী ভক্তি মিত্র
আলোকসজ্জায় :	অভয় দাস, ক্ষুদিরাম দাস, লালমোহন ভট্টাচার্য, বিজয় চট্টোপাধ্যায়, দুর্গা বসাক, বিনয় ধর, গোপাল ভট্টাচার্য. সুনীল নন্দী
দৃশ্যসজ্জায় :	কালীপদ সোম, ধীরেন মিত্র, বাদল ঘোষ, আশুতোষ দাস, ভবতারণ দত্ত, পঞ্চানন কুণ্ডু, তারাপদ মণ্ডল, জানকী মিস্ত্রি।

॥ প্রথম অভিনয় রজনীর শিল্পীরা ॥

মণীশ লাহিড়ী	নীতিশ মুখোপাধ্যায়
ভাস্কর	শোভেন লাহিড়ী
সুধাকান্ত	জহর রায়
জয়ন্ত	রবীন মজুমদার
ফাদার ফারলো	ঠাকুরদাস মিত্র
হৃষিকেশ	সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
মৃণ্ময়	অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়
রাধেশ	সমর চট্টোপাধ্যায়
প্রদীপ	নির্মল চট্টোপাধ্যায়
বারীন	নব্যেন্দু „
মহেশ	মিণ্টু চক্রবর্তী
সতীশ	অনাদি দাস
মিঃ ঝুনঝুনওয়ালা	হরিধন মুখোপাধ্যায়
মিঃ ত্রিপাঠী	লক্ষ্মী জনার্দন
মিঃ কর্মকার	গোপাল মজুমদার
রমাকান্ত	মুকুন্দ চট্টোপাধ্যায়
দারোয়ান	কার্তিক সরকার
বেয়ারা	সন্তোষ ঘোষাল
পুলিস ইন্সপেক্টার	দিলীপ চৌধুরী
সুলতা	নাট্যসম্রাজ্ঞী সরযূবালা
সুজাতা	সর্বজনপ্রিয়া শিপ্রা মিত্র
বাসন্তী	মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মাধবী	দীপিকা দাস
মঞ্জুলা	কুন্তলা চট্টোপাধ্যায়

প্রথম অঙ্ক

॥ ১ ॥

[সময় রাত্রি, সাধারণ ভাবে সজ্জিত একখানি ঘর। মধ্যবর্তী দরজা-পথে ও-দিককার ঘরের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ঘরের দরজা ঈষৎ ভেজান। ঘরের মধ্যে এক কোণে ছোট একটি টেবিলের উপরে একটি সাধারণ টেবিল ল্যাম্প জ্বলচে। টেবিলের পাশে টেবিলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সুজাতা, ২০।২১এর বেশী বয়স না, রুক্ষ কেশ, চোখে মুখে একটা শীর্ণ ম্লান আভা। ঘরের মধ্যে একটা চেয়ার খালিই রয়েছে। মণীশ অস্থির অশান্ত ভাবে কথা বলতে বলতে পায়চারি করতে করতে সুজাতার সামনে এসে দাঁড়ায়। পরিধানে সুট ও টাই সমেত শার্ট।]

মণীশ। বুঝতে পারচি না সুজাতা, সত্যিই আমি বুঝতে পারচি না এই অত্যন্ত স্পষ্ট সহজ কথাটা আমার কেন তুমি বুঝতে পারচ না।

[সুজাতা মণীশের কথার কোন জবাব দেয় না, কেবল মুখের 'পরে তার একটা দৃঢ়তার ছাপ ফুটে ওঠে, আর মনে হয় সে যেন কারো আসবার প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হয়ে আছে। মণীশ আবার বলে—]

তোমার ছেলেকে চিরদিনের জন্য কিছু তোমার কাছ থেকে সরিয়ে দিচ্ছি না, just a matter of few days। কিছুদিনের জন্য কেবল অন্যত্র রাখবার ব্যবস্থা করছি আর কেন তা করতে হচ্ছে আমাকে তাও তোমাকে বুঝিয়ে বলেচি।

সুজাতা। [মৃদুকণ্ঠে কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে] না।

মণীশ। না, কিন্তু why? তুমি কি আমাকে বিশ্বাস কর না—

সুজাতা। বিশ্বাস! না না—তোমাকে আর আমি বিশ্বাস করি না মণীশ, আর আমি বিশ্বাস করি না।

মণীশ। [সুজাতার কাছে এসে] সুজাতা—

সুজাতা। বিশ্বাস। একদিন তো বিশ্বাস করেই এক অন্ধকার রাত্রে বাবার সিন্দুক থেকে যথাসর্বস্ব নিয়ে সেই নিশ্চিন্ত আশ্রয় আর একজনের ভালবাসা, স্নেহ আর অগাধ বিশ্বাসকে অপমানিত করে তোমার হাত ধরে চিরদিনের মত তোমারই পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলাম—

মণীশ। আমি, আমি কি তা কোনদিন অস্বীকার করেচি সুজাতা—

সুজাতা। কিন্তু রাখোনি তো আমার সেই বিশ্বাস আর ভালবাসার মর্যাদা, দিনের পর দিন শুধু মিথ্যা প্রলোভন আর আশ্বাস, স্ত্রীর মর্যাদা দেবে বলে—

মণীশ। আহা সেই জন্যই তো বলচি, তোমার ছেলের গায়ে যাতে কলঙ্ক না লাগে, কিছুদিনের জন্য কেবল তাকে অন্যত্র সরিয়ে দিতে চাই। তারপর আমাদের বিয়েটা হয়ে গেলেই—

সুজাতা। [ম্লান মৃদু হেসে] বিয়ে!

মণীশ। হাঁ, বিয়েটা হয়ে গেলেই আবার তুমি আর আমি মাথা উঁচু করে—

সুজাতা। কিন্তু তার আর প্রয়োজন নেই মণীশ—

মণীশ। সুজাতা।

সুজাতা। হ্যাঁ, তোমার অনেক মিথ্যাকেই সুজাতা একদিন পরম বিশ্বাসে সত্য বলে মনে নিয়েছে। কিন্তু আর নয়—

এবারে, এবারে তুমি আমাকে মুক্তি দাও মণীশ—নিষ্কৃতি দাও।

মণীশ। কি পাগলের মতো বলছ, ভুলো না আজ তোমার ছেলের একটা পরিচয়ের প্রয়োজন। জগতে তোমার ছেলেকে বাঁচতে হলে—

সুজাতা। জানি, জানি—কিন্তু সে পরিচয়ের জন্য আমার ছেলে বা আমি জেনো কেউই আর তোমার কাছে হাত পাতব না।

মণীশ। কি বললে ?

সুজাতা। হ্যাঁ, তার আগে, হ্যাঁ, সেই অপমানকে মেনে নেবার আগে যেন তার মৃত্যু হয়—

মণীশ। সুজাতা !

সুজাতা। হ্যাঁ, হ্যাঁ—তুমি যাও। তুমি যাও—

মণীশ। এই তাহলে তোমার শেষ কথা ?

সুজাতা। হ্যাঁ, হ্যাঁ—শেষ কথা।

মণীশ। বেশ। আমি চলেই যাচ্ছি। তবে যাবার আগে আবার শেষবারের মত বলচি, তোমার ছেলেকে সমাজে আর দশজনের পাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে এই মনীশ লাহিড়ীর স্বীকৃতিই তার প্রয়োজন হবে—সেদিন—

সুজাতা। [চিৎকার করে] যাও, যাও তুমি। যাও—

মণীশ। বেশ, তবে তাই হোক—[মণীশ চলে গেল।]

সুজাতা। মাগো—

[সুজাতা বুঝি আর নিজেকে সামলাতে পারে না, দু হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। তারপর এক সময় চোখের জল মুছে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দৃঢ় পদে এগিয়ে যায় টেবিলের সামনে।

কাগজ কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসে। ঐ সময় বন্ধ দরজার গায়ে মৃদু করাঘাত পড়ে। চিঠি লিখতে লিখতে—]

সুজাতা। কে !

[উঠে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। দরজায় আবার করাঘাত পড়ছে।]

সুজাতা। কে !

[নেপথ্যে সুলতার গলার স্বর শোনা যায়—]

সুলতা। [নেপথ্যে] দরজা খোল—

[সুজাতা দরজা খুলে দেয়। সুলতা—সাধারণ একটি শাড়ী পরা, হাতে একটি মাত্র বালা ও শাঁখা, মাথায় এয়োতির চিহ্ন—এসে ঘরে ঢুকতেই সুজাতা এগিয়ে যায়।]

সুজাতা। দিদি। [এগিয়ে যেতে যেতে] সত্যিই তুমি এসেচো দিদি—আমি জানতাম তুমি আসবে—[কিন্তু বাকী কথাটা বলতে পারে না সুজাতা। সুলতার কঠিন মুখের দিকে চেয়ে যেন হঠাৎ থেমে যায়।]

সুলতা। কেন ডেকেছো তুমি আমাকে। লজ্জাহীনতারও কি একটা সীমা নেই।

সুজাতা। বলো, বলো দিদি, আরো বলো, তবু তোমার কাছে ক্ষমা—

সুলতা। ক্ষমা। পৃথিবীতে ক্ষমা বস্তুটার কি কোন মূল্যই নেই তুমি মনে করেছিলে সুজাতা, তুমি কি ভেবেছিলে আজো তোমার সে অধিকার—

সুজাতা। না দিদি, সে অধিকার সে দাবীটুকুও যে আজ আর আমার নেই তা কি আমি জানি না। জানি না কি পৃথিবীতে সবার চাইতে বড় অপরাধ আমার তোমার কাছেই। [একটু থেমে] জানি জানি, আর তাই তো চিঠিটা তোমাকে

লিখতে গিয়ে বার বার হাতটা আমার কেঁপে উঠেছে। তবু তবু লিখেছি, তবু তোমাকে ডেকেছি, তোমার ক্ষমা আমাকে যে পেতেই হবে—

সুলতা। সুজাতা—

সুজাতা। হ্যাঁ, তুমি না ক্ষমা করলে আজ আর কে তাকে ক্ষমা করবে দিদি। ক্ষমা করো দিদি। ক্ষমা করো। [ভেঙ্গে পড়ে]

সুলতা। একটিবারও কি সেদিন ভেবেছিলি কত বড় আঘাত দিয়েছিলি তুই বাবাকে, কত বড় আঘাত তুই আমাকে—

সুজাতা। দিদি।

সুলতা। তবু ভেবেছি, না, না—সুজাতা কি এত বড় অন্যায় করতে পারে। একই সঙ্গে বড় হয়েছি, একই সঙ্গে খেলেছি, একই মায়ের—

সুজাতা। বিশ্বাস করো দিদি, বিশ্বাস করো এই দেড়টা বছর নিজের কপালেই আমি বার বার নিজে করাঘাত হেনেছি কি করে আমি পারলাম, কি করে বিধবা হয়েও লোভীর মতই এক রাত্রে তোমার স্বামীকে নিয়ে কুলত্যাগ করলাম, দেবতার মত বাবার বুকে শেল হেনে তাঁর মৃত্যুর কারণ হলাম।

সুলতা। থাক, থাক ওসব কথা থাক [সহসা ঐ সময় সুজাতার সিঁথির প্রতি দৃষ্টিপড়ায় বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বলে ওঠে সুলতা।] কিন্তু এ কি! তোর, তোর সিঁথিতে সিন্দুর নেই কেন! [আতংকিত কণ্ঠে] তবে, তবে কি—

সুজাতা। না, না—সে, সে ভালই আছে দিদি।

সুলতা। তবে?

সুজাতা। না, বিয়ে আমাদের হয় নি—

সুলতা। [বিস্ময়ে] সুজাতা!

সুজাতা। হ্যাঁ, রেজিস্ট্রী করে নয়, সামাজিক ভাবে নয় এমন কি গান্ধর্ব বা শৈব মতেও নয়।

সুলতা। [বিস্ময়ে] বিয়ে সে তোকে করে নি!

সুজাতা। না।

সুলতা। [কঠিন কণ্ঠে] কি ভেবেচে সে। একটার পর একটা মেয়ের জীবন নিয়ে সে এমনি করে ছিনিমিনি খেলবে, নিজের স্বার্থের জন্য জগতের যা কিছু সুন্দর এমনি করে তচনচ্ করে দেবে, নীতিকে অগ্রাহ্য করবে। না, না—কিছুতেই এ আর আমি সহ্য করবো না, ডাক তাকে, কোথায় সে—

[বলতে বলতে সুলতা দৃঢ় পদে দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই সুজাতা বলে—]

সুজাতা। সে নেই।

সুলতা। [ঘুরে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে] নেই?

সুজাতা। না। সমস্ত সম্পর্ক শেষ করে দিয়েছি তার সঙ্গে—

সুলতা। সুজাতা!

সুজাতা। হ্যাঁ দিদি। একটু আগেই চিরদিনের মত তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি---

[সহসা ঐ সময় ঘরের ভিতর থেকে নেপথ্যে একটি শিশুর কান্না ভেসে আসতেই সুলতা চমকে সুজাতার মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়।]

সুজাতা। [মৃদু কণ্ঠে] আমার ছেলে—

সুলতা। সুজাতা!

সুজাতা। হ্যাঁ, ওরই জন্য তোমাকে আমি চিঠি দিয়েছিলাম দিদি। নইলে, নইলে—

সুলতা। সুজাতা—

সুজাতা। হ্যাঁ—নইলে ও, ও—তাকে মেরে ফেলবে।

সুলতা। মেরে ফেলবে!

সুজাতা। হ্যাঁ, মেরে ফেলবে, সেই সংকল্পই তার চোখে আমি দেখে ভীত হয়ে উঠেছিলাম, তাই নিরুপায় হয়ে তোমাকে আমি চিঠি দিয়েছিলাম। কিন্তু তা আমি হতে দেবো না, কিছুতেই না।

সুলতা। সুজাতা!

সুজাতা। হ্যাঁ আমি বিধবা, কুলত্যাগিনী, আমার পাপের সীমা নেই, কিন্তু আমার ছেলে—তার তো কোন পাপ নেই। সে আমাকে বিয়ে না করলেও স্বামীজ্ঞানেই তো একদিন তার কাছে আমি নিজেকে সমর্পণ করেছিলাম।

[সুলতা চুপ করে থাকে। কোন কথাই বলতে পারে না।]

সুজাতা। বিশ্বাস করো দিদি, তার জন্মের মধ্যে কোন পাপ নেই। তবে কেন সে বাঁচবার অধিকার পাবে না। তুমি সেই অভাগা সন্তানকে আমার তোমার কোলে একটু স্থান দাও দিদি।

[সুলতা সহসা যেন আত্মসচেতন হয়ে ওঠে।]

সুলতা। হ্যাঁ আমি নেবো। নেবো তোর ছেলেকে—

সুজাতা। নেবে, সত্যি বলচ আমার ছেলেকে তুমি বুকে তুলে নেবে দিদি—

সুলতা। হ্যাঁ নেবো। সে তার স্বার্থের জন্য যা কিছু তার পথের সামনে দাঁড়াবে তাকেই ধ্বংস করবে তা আমি হতে দেবো না, কোথায় তোর ছেলে নিয়ে আয়। তাকে আমি মানুষ করবো যাতে করে সে একদিন কেবল তোর

আর আমারই নয়, জগতের সমস্ত বঞ্চিত মায়েদের, জগতের সমস্ত নির্যাতিত মানুষের হয়ে সমস্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সকলের জন্য কৈফিয়ৎ চাইতে পারে।

সুজাতা। দিদি—

সুলতা। হ্যাঁ—তার পরুষ কঠিন হাতে যেন সমস্ত দুর্নীতি সমস্ত অসাম্য সমস্ত অবিচারকে প্রতিরোধ করতে পারে—তোর ছেলেকে আমি ঠিক তেমনি করেই গড়ে তুলবো। এই প্রতিজ্ঞাই হলো আজ থেকে আমার একমাত্র প্রতিজ্ঞা। নিয়ে আয়, নিয়ে আয় তোর ছেলেকে—

সুজাতা। দাঁড়াও তুমি, এখানে দাঁড়াও—আমি নিয়ে আসছি।

[সুজাতা পাশের ঘরে চলে গেল এবং একটু পরে কাপড়ে জড়িয়ে তার ছেলেকে এনে সুলতার হাতে তুলে দিতে দিতে বলে—]

সুজাতা। এই নাও।

[দু'হাত বাড়িয়ে সুলতা সুজাতার সন্তানকে বুকে তুলে নেয়। তারপর সুজাতার দিকে তাকিয়ে বলে—]

সুলতা। চল—

সুজাতা। আমি কোথায় যাবো।

সুলতা। কেন, তুইও আমার কাছে থাকবি।

সুজাতা। ছিঃ তা হয় না দিদি।

সুলতা। সুজাতা—

সুজাতা। না দিদি। আর যাই করি, এ মুখ নিয়ে আর সে বাড়িতে আমি ফিরে যেতে পারি না। না দিদি—এ কাদা-পা নিয়ে কোন ঘরেই কি আর আমি পা ফেলতে পারি। খোকন তার মা পেল—আমার কাজ শেষ হয়েছে—এবারে তুমি যাও।

সুলতা। কিন্তু—

সুজাতা। না দিদি, আর দেরি করো না। সে যদি আবার এসে পড়ে তো সব নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি যাও। এখান থেকে যাও—

[সুলতাকে যেন একপ্রকার ঠেলেই সুজাতা ঘর থেকে বের করে দিয়ে দরজায় খিল তুলে দিল। তারপর ধীর পায়ে গিয়ে পাশের ঘরে ঢুকল। একটু পরেই বন্ধ দরজায় করাঘাত শোনা যায়। সেই করাঘাত শুনে একটু পরে টলতে টলতে পাশের ঘর থেকে বের হয়ে আসে সুজাতা। চোখে মুখে তার বিবর্ণ এক ছাপ।]

[দরজায় করাঘাত শোনা যায়]

মণীশ। [নেপথ্যে] সুজাতা, সুজাতা—দরজা খোল—

সুজাতা। [বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে] কে !

মণীশ। [নেপথ্যে] সুজাতা, সুজাতা—

[টলতে টলতে গিয়ে সুজাতা ঘরের দরজা খুলে দিতেই মণীশ এসে ঘরে ঢোকে।]

সুজাতা। [বিকৃতকণ্ঠে] কি চাও। আবার, আবার কেন তুমি এসেছো।

মণীশ। [দৃঢ়কণ্ঠে] ওকে আমি নিয়ে যাবো।

সুজাতা। নিয়ে যাবে ! না, না—সে তোমার কেউ নয়—কেউ নয়—

মণীশ। হ্যাঁ, ও কাঁটা আমি আমার জীবন থেকে উপড়ে ফেলবোই—

সুজাতা। কি বললে। কাঁটা উপড়ে ফেলবে তাই না ! [সহসা পাগলের মত হিঃ হিঃ করে হেসে ওঠে সুজাতা !]

মণীশ। সুজাতা !

সুজাতা। নেই, নেই—সে আজ দূরে, অনেক দূরে তোমার নাগালের বাইরে—

মণীশ। কিন্তু তুমি! তুমি—অমন করছো কেন সুজাতা।

[সুজাতা টলে পড়ে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে সুজাতাকে ধরে ফেলে মণীশ।]

মণীশ। সুজাতা, সুজাতা—কি হয়েছে সুজাতা—কি করেছো তুমি? বল, বল!

সুজাতা। বিষ।

মণীশ। [চম্‌কে] বিষ! না, না—সুজাতা, সুজাতা—

[মণীশ সুজাতাকে বুকের 'পরে নিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়।]

[অন্ধকার মঞ্চ—মিউজিকে রাত গভীর হতে গভীরতর হবে। এবং ক্রমে ক্রমে সেই মিউজিক ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে যাবে। আবার শুরু হবে মিউজিক—ক্রমশঃ অন্ধকার দূরীভূত হবে—একটু একটু করে আলো ফুটে উঠবে মঞ্চে, নতুন দিনের আলো, নতুন প্রভাতের আলো, একুশ বছর পরে এক প্রভাতের আলো]

॥ ২ ॥

[সময় সকাল। কলকাতা শহরে ভাস্করের বাসাবাড়ির দোতলার একটি ঘর। ঘরের খোলা জানালাপথে সকালের রোদ এসে পড়েছে ঘরে ও শায়িত ভাস্করের শয্যার উপরে। ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড মিউজিকে সেতারে ভৈরবীর আলাপ চলে। মাঝারী গোছের ঘর। ভাস্কর শয্যায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। মাথার কাছে টেবিল। টেবিলের 'পরে একরাশ কাগজ খাতা সব এলোমেলো। এক-কোণে আলনায় ভাস্করের জামা কাপড়, একদিকে ঘরের দরজায় পর্দা ঝুলছে। টেবিলের 'পরে একটা এলার্ম-দেওয়া ঘড়ি ছিল, হঠাৎ সেটা বাজতে শুরু করে। বোঝা যায় ঘুম ভাঙ্গা সত্ত্বেও ভাস্কর উঠছে না। এলার্ম বেজেই চলে। কিন্তু এলার্ম থামছে না দেখে চোখ বুজেই ডাকে ভাস্কর।]

ভাস্কর। [শুয়ে শুয়েই এবং চোখ বুজেই চেঁচিযে] হারু, হারাধন, হারানচন্দ্র—হরেন্দ্রনাথ—

[ভৃত্য হারাধনের কোন সাড়া নেই তবু। বিরক্ত হয়েই এবারে উঠে বসে এলার্ম বন্ধ করতে করতে—]

ধ্যাৎ তেরি—[ঘড়িটা রেখে শুয়ে পড়ল।]

[চায়ের কাপ হাতে হারাধন এসে ঘরে ঢুকল।]

হারাধন। এই যে চা—

ভাস্কর। [উঠে বসে] হতভাগা—উনপাঁজুটে এতক্ষণ আনতে কি হয়েছিল [চা নিতে নিতে] কতদিন না বলেছি তোকে —এলার্ম বাজবার আগে এসে চা-টা দিয়ে আমার ঘুম ভাঙ্গাবি—

হারাধন। ঐ দেখ, আজ তো রবিবার ছিল—

ভাস্কর। রবিবার ছিল তাই তুমি আরামসে নাক ডাকাচ্ছিলে হতভাগা না? [বলতে বলতে চা'য়ে চুমুক দিয়েই—] এই শোন—শুনে যা—এদিক আয়—

হারাধন। [চলে যেতে যেতে ফিরে] ঐ দেখো—কি হলো আবার।

ভাস্কর। কি হলো? হতভাগা, চায়ে চিনি দিয়েছিস?

হারাধন। [জিভ্ কেটে] ঐ দেখো—তবে বোধ হয় চিনির কৌটো-টা তাক থেকে নামাতেই ভুলে গিয়েছি—

ভাস্কর। ভুলে গিয়েছো—তোকে আজ আমি খুন করবো হতভাগা —হত্যা করবো—

হারাধন। এই দেখো—সামান্য চিনি দিতে না হয় একটু ভুলেই গিয়েছি—তার জন্য হাতাহাতি খুনোখুনি কেন আবার—দেন না চা-টা চিনি দিয়ে আনি—

[ঠিক ঐ সময় 'ভাস্কর' বলে ডাকতে ডাকতে ভাস্করের ফ্যাকট্রির চারজন সহকর্মী, মৃণ্ময়, প্রদীপ, রাধিকা ও যতীন এসে ঘরে ঢুকলো।]

মৃণ্ময়। এই হারাধন চা—

ভাস্কর। যা—চা নিয়ে আয়—

[হারাধন চলে যাচ্ছিল। ভাস্কর ডাকে—]

ভাস্কর। এই—এটা নিয়ে গেলি না।

[হারাধন বিরস মুখে কাপটা নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায়, ওরা ঘরের চারিদিকে কেউ চেয়ারে, কেউ মোড়ায়—কেউ শয্যাতেই বসে পড়ে।]

রাধিকা। [একটা বিড়ি ধরাতে ধরাতে] কাল লাহিড়ী সাহেবের সঙ্গে দেখা হলো ভাস্কর?

ভাস্কর। না—আগামী কাল দেখা হবে বলেছে—

প্রদীপ। কেন, কাল দেখা হলো না কেন ?

ভাস্কর। [মৃদু হেসে] ভুলে যাচ্ছিস কেন প্রদীপ। ম্যানেজিং ডাইরেক্টারের সঙ্গে without previous appointment দেখা হয় নাকি।

যতীন। Previous appointment !

মৃণ্ময়। নিশ্চয়ই তারা হচ্ছে মালিক আর আমরা তাদেরই মাইনে-করা কর্মী। তারা দেয়—আমরা হাত পেতে নিই—

রাধিকা। দেখা করছে ভাস্কর করুক কিন্তু কিছুই হবে না দেখো।

প্রদীপ। হবে না মানে। আলবৎ হবে। হতেই হবে—

ভাস্কর। হ্যাঁ হতে হবে বৈকি। নিশ্চয়ই হবে।

রাধিকা। হলেই ভাল। কিন্তু বাবা আমি বলছি দেখে নিও তোমরা, দেশ যতই স্বাধীন হোক—Capitalist আজো Capitalist, তাদেরও মন যেমন আজও বদলায় নি আর আমরা যেমন শ্রমিক—তেমনি শ্রমিক। আমরাও আমাদের মনকে বদলাবার সুযোগ পেলাম না।

প্রদীপ। কিন্তু এ্যাসিস্‌টেণ্ট্ ম্যানেজার জয়ন্ত সিনহা বলেছে—

রাধিকা। সব মীমাংসা হয়ে যাবে এই তো। দেখ প্রদীপ, ও হচ্ছে মণীশ লাহিড়ীরই গোত্র-ভাই—

প্রদীপ। গোত্র-ভাই !

রাধিকা। তার হবু জামাই তারই গোত্র-ভাই হবে না তো কার হবে, তোর !

[রাধিকার কথার সকলে হেসে ওঠে।]

রাধিকা। আরে বাবা, আমে দুধে ঠিক মিশে যাবে—আঁটি যাবে আঁস্তাকুঁড়ে—এই হচ্ছে এ দুনিয়ার দস্তুর—

ভাস্কর। আগে লাহিড়ী সাহেব কি বলেন শোনাই যাক না। অবস্থা বুঝে তখন ব্যবস্থা করলেই হবে।

রাধিকা। শেষ পর্যন্ত সেই ব্যবস্থাই করতে হবে। তাই বলছিলাম পরশুর মীটিংয়ে স্ট্রাইকের ডিসিসনটা নিয়ে নিলেই হতো।

ভাস্কর। হতো না।

রাধিকা। হতো না মানে?

ভাস্কর। না—ওপথে solution, মীমাংসা হতো না—

[রাধিকা আর ভাস্করের মধ্যে যখন কথা হয় তখন যতীন, প্রদীপ ও মৃণ্ময় পরস্পরের মধ্যে কথা বলতে থাকে।]

মৃণ্ময়। রাধিকা is right! ও ঠিকই বলেছে। মীমাংসা ঠিকই হতো। এক হপ্তা—বেশীদিন নয়, ঠিক এক হপ্তা production বন্ধ থাকলেই আঁতে ঘা পড়তো যখন—

ভাস্কর। কিন্তু একা তো ওদেরই আঁতে ঘা পড়তো না মৃণ্ময়। সেই সঙ্গে আমাদেরও তো আঁতে ঘা পড়তো—

মৃণ্ময়। Of course পড়বে ঠিকই। শোন ভাস্কর, এই ভাবে দিনের পর দিন দেরি করতে করতে আমরা দুর্বলই হয়ে পড়ব।

ভাস্কর। মোটেই না, তুমি আমার policyটাই বুঝতে পারছো না।

মৃণ্ময়। তুমিই বুঝতে পারছো না—বা বুঝতে চাইছো না। যা করবার আমাদের quick decision নিতে হবে। ওদের আজকের মিটিংএর পরেই জানিয়ে দাও, ছাঁটাই কর্মাদের অবিলম্বে বহাল করতে হবে, আর সেই সঙ্গে increment-এর retrospective effect চাই। তাহলেই কিছু নগদ টাকা সেই সঙ্গে আমাদের Unionয়ের হাতে আসবে—

প্রদীপ। যদি তারা আমাদের প্রস্তাব না মেনে নেয় মৃণ্ময় ?

মৃণ্ময়। মেনে যে নেবে না প্রদীপ, সে কি আমি জানি না। সে জন্য প্রস্তুতও থাকবো আমরা। সঙ্গে সঙ্গে strike করবো।

ভাস্কর। কিন্তু মৃণ্ময়—

মৃণ্ময়। No, no. করতে যদি হয়তো এখুনি, this is the right time, strike the iron when it is hot। হ্যাঁ, do it or don't do it। ভুলো না টাকা আমাদের চাই আর ঐটাই একমাত্র পথ।

ভাস্কর। কিন্তু ভুলে যাচ্ছো মৃণ্ময় তুমি, Union বলতে তুমি আর আমিই নয় সবাই, এবং Unionএর একটা principle আছে—

মৃণ্ময়। নিশ্চয়ই ভুলিনি। আর তাদের বেশীর ভাগ কর্মীর কথাই আমি বলছি। They are in favour of strike.

ভাস্কর। তবু বলবো তারা একটা কথা ভুলে যাচ্ছে—

মৃণ্ময়। কি ?

ভাস্কর। তাদের প্রত্যেকের family আছে, সংসার আছে—পোষ্য আছে এবং তার প্রাত্যহিক নিষ্ঠুর প্রয়োজন রয়েছে। না মৃণ্ময়, খানিকটা হুজুগ আর খানিকটা গলাবাজী—ওতে দুর্বল হয়েই পড়বো আমরা। এমন ভাবে দাবী নিয়ে আমাদের শক্ত মাটিতে দাঁড়াতে হবে—যেখান থেকে ওরা যেন আমাদের কিছুতেই নড়াতে না পারে। আরো একটা কথা আমাদের তো ভুললে চলবে না আজ ?

মৃণ্ময়। কি ?

ভাস্কর। যে কারখানায় আজ আমরা কাজ করছি সে আমাদেরই

দেশের কারখানা। মালিকদের কথা ছেড়ে দিলেও দেশের প্রতি আমাদেরও একটা কর্তব্য আছে—

[নিঃশব্দে ঐসময় পূজা অন্তে পট্টবস্ত্র-পরিহিতা সুলতা এসে ঘরে ঢোকে, কিন্তু ওদের কারোরই সেদিকে নজর পড়ে না। সুলতা ওদের কথা নিঃশব্দে শুনতে থাকে।]

মৃণ্ময়। তাহলে তুমি কি বলতে চাও ভাস্কর ঐ অন্ধ দেশপ্রীতির দোহাই দিয়ে তাদের ঐ অন্যায় জবরদস্তি আর জুলুমকে আমরা সহ্য করে নেবো!

সুলতা। নিশ্চয়ই নেবে না। কেন নেবে?

[সঙ্গে সঙ্গে সুলতার দিকে সব ঘুরে তাকায়।]

প্রদীপ। মা।

রাধিকা। শুনেচো মা সব নিশ্চয়ই ভাস্করের কাছে?

সুলতা। শুনেচি। বিপ্রপদদের সাতজনকে ছাঁটাই করা হয়েছে— আর তোমরা সবাই strike করতে চাও তাও শুনেছি।

রাধিকা। তুমিই বল মা; তাছাড়া আর উপায় কি এক্ষেত্রে!

সুলতা। দ্বিতীয় কোন উপায় সত্যিই যদি না থাকে তো—ধর্মঘট করতে হবে বৈকি। তবে সেই ধর্মঘট করবার আগে তোমরা সত্যি প্রস্তুত কিনা তাও তো জানা দরকার রাধিকা।

রাধিকা। আমরা প্রস্তুত বইকি।

[হারাধন চায়ের ট্রে-তে চা নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল। সকলে চা তুলে নেয়। হারাধন চলে যায়।]

রাধিকা। ওরা ভেবেছে কি। যা খুশি তাই করবে?

সুলতা। নিশ্চয়ই তা করতে দেবে না তোমরা। অন্যায় জুলুম করে করে আজ যে ধারণাটা তাদের মজ্জাগত হয়ে গিয়েছে

আফিমের নেশার মত, সেটা তোমাদের ভেঙ্গে দিতে হবে বৈকি।

রাধিকা। সেই কথাই তো বলতে চাই আমরা ভাস্করকে—

সুলতা। তবে আঘাত হানবার আগে যে মাটির উপরে পা রেখে দাঁড়িয়ে আছো সে মাটিটা সত্যিই শক্ত কিনা সে বিষয়েও স্থিরনিশ্চিত না হলে—বন্যা যখন আসবে তখন সে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে বাবা।

ভাস্কর। আমিও সেই কথাই বলছিলাম মা। পা ফেলবার আগে ভাল করে ভেবে তবে পা ফেলতে হবে—

সুলতা। নিশ্চয়ই। কারণ এর আগেও দু'দুবার তোমরা ধর্মঘট করেছো কিন্তু কি পেয়েছো পরিবর্তে—

রাধিকা। কেন? মাইনে বাড়িয়ে দিতে তারা বাধ্য হয়েছে—

সুলতা। তা হয়েছে। কিন্তু সে একবারই। তাছাড়া তোমাদের দাবী তো ঐটুকুই নয় রাধিকা।

মৃণ্ময়। কিন্তু মা—

সুলতা। না মৃণ্ময়, যে দুঃখ, যে অভাব—যে উৎপীড়নের ব্যথা আমাদের মধ্যবিত্ত ঘরের আজ প্রত্যেকের মনে সে তো শুধু ঐটুকুতেই মীমাংসিত হবে না। লজ্জার আমাদের বস্ত্র নেই, পেট ভরে খেতে পাই না—উপযুক্ত শিক্ষা দেবার মত ছেলেমেয়েদের আমাদের সামর্থ্য নেই—মাথা গোঁজবার মত ঠাঁই নেই—সব কিছু আমাদের আজ পেতে হবে। তাই এক পা এগুতে হলেও আমাদের ভেবেই এগুতে হবে আজ। সব আমাদের চাই—সব আমাদের চাই।

ভাস্কর। পাবো মা, পাবো—

সুলতা। পেতেই যে হবে তোমাদের ভাস্কর। অনেক লাঞ্ছনা—

অনেক অপমান—অনেক রক্ত—অনেক অশ্রু ঢেলে যে স্বাধীনতা আজ আমরা পেয়েছি ভাস্কর—নচেৎ সেই স্বাধীনতাই যে আমাদের মিথ্যে হয়ে যাবে।

[নেপথ্যে ঐ সময় মঞ্জুলার কণ্ঠস্বর শোনা যায়।]

মঞ্জুলা। [নেপথ্যে] মা।

সুলতা। কে রে। মঞ্জু, আয় মা, ভেতরে আয়।

[আঠার উনিশ বছরের একটু তরুণী ঘরে এসে প্রবেশ করল। একটি সাধারণ মিলের শাড়ী ড্রেস করে পরা। এক গাছি করে চুড়ি মাত্র দুহাতে।]

রাধিকা। তাহলে আমরা উঠি। তুমি সন্ধ্যেয় আজ কমিটির অফিসে আসছো তো?

ভাস্কর। হ্যাঁ—যাচ্ছি।

[ছেলের দল হৈ হৈ করতে করতে বের হয়ে গেল। ভাস্করও সেই সঙ্গে তোয়ালেটা কাঁধে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। মঞ্জুলা আঁচল থেকে পাঁচটা টাকা বের করে সুলতার দিকে এগিয়ে দেয়।]

সুলতা। কি রে?

মঞ্জু। সেই টাকা কটা মা।

সুলতা। [মৃদু হেসে] না ফিরিয়ে দিতে পারা পর্যন্ত বুঝি ঘুম হচ্ছিল না মেয়ের—

মঞ্জু। না, না—তা কেন? কাল মাইনে পেলাম তাই—

সুলতা। [নোটটা আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে] তোর বাবা আজ কেমন আছে মঞ্জু?

মঞ্জু। দুদিন থেকে জরটা নেই—

সুলতা। তুই বোস মা, আসচি—খোকার আবার ফ্যাক্টরি আছে—

মঞ্জু। আজ তো রবিবার।

সুলতা। কি সব দরকার আছে যাবে—

[সুলতা ঘর থেকে বের হয়ে গেল। মঞ্জু ভাস্করের অগোছাল টেবিলটা গুছিয়ে রাখতে থাকে। একটু পরেই জামাটা গায়ে দিয়ে গুন গুন করে একটা গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে ঘরে ঢুকে মঞ্জুকে দেখে থম্‌কে দাঁড়ায় সে।]

মঞ্জু। রবিবারেও আপনাদের ফ্যাক্টরি খোলা থাকে নাকি!

ভাস্কর। হুঁ এতদিনে জানলেম—

মঞ্জু। [ভাস্করের কণ্ঠস্বর কানে যেতেই চম্‌কে ঘুরে দাঁড়িয়ে] জানলেন!

ভাস্কর। [হাসতে হাসতে] যে কাঁদন কাঁদলেম সে কাহার জন্য, ধন্য হে ধন্য। [একটু থেমে] তাইতো বলি আমার হাতের নোংরামিতে নিয়মিত যেটা অগোছাল হয়—কার হাতের ছোঁয়ায় আবার সব গোছাল হয়—

মঞ্জু। [হাসতে হাসতে] মানে।

ভাস্কর। মানে আর কি—আমার এই ঘর, আমার ঐ শয্যা—আমার ঐ টেবিল, [চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে] সত্যিই মঞ্জু তুমি একটি বিস্ময়, পরিপূর্ণ বিস্ময়—

মঞ্জু। [পূর্ববৎ সব গোছাতে গোছাতে] বিস্ময়!

ভাস্কর। নয়। রাত্রে কখনো টোরি, কখনো শোহিনী, কখনো বাগেশ্রী—কাল রাতে কি বাজাচ্ছিলে বল তো সেতারে তোমার। বাগেশ্রী—তাই না?

মঞ্জু। হ্যাঁ। কিন্তু সে তো অনেক রাত্রে—আপনি জানলেন কি করে?

ভাস্কর। কেন তোমারই বাতায়নের নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—

মঞ্জু। ছিঃ ছিঃ, ডাকলেন না কেন আমাকে ?

ভাস্কর। [কপট বিস্ময়ে] বল কি ঐ গভীর রাতে !

মঞ্জু। তাতে কি !

ভাস্কর। তা যা বলেছো—তারপর পাড়ার তোমার অসংখ্য গুণমুগ্ধের দল হঠাৎ শিভালরাস্ হয়ে লাঠি-সোঁটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ুক আর কি।

মঞ্জু। [হেসে] লাঠির ভয় বুঝি খুব ?

ভাস্কর। বল কি—কথায় বলে লাঠি—ভয় হবে না। কিন্তু মঞ্জু—

[হারাধন এসে ঐ সময় ঘরে ঢুকলো। এবং ভাস্কর হারাধনের আবির্ভাবে থম্‌কে গেল।]

হারাধন। দাদাবাবু, ভাত দেওযা হযেছে মা ডাকছেন—

ভাস্কর। [কটমট করে হারাধনের দিকে চেয়ে] হরেন্দ্রনাথ—

হারাধন। বলেন—

ভাস্কর। তুমি সেই হারাধনের শেষ ছেলেটির মত ভেউ ভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে বনে চলে যেতে পারো না ?

হারাধন। ঐ দেখো, বনে যাবো কি গো ?

ভাস্কর। তবে অন্তত বাঘের পেটে যাও, নচেৎ ভাত খেতে গিয়ে পেট ফেটে মরো—কিম্বা সাপে কাটুক কিম্বা—

হারাধন। ঐ দেখো, ঐ দেখো—সাপে কাটবে কি গো ? কি সব অলক্ষুণে কথা গো—ক্ষেন্তী যে কেঁদে রসাতল করবে—

মঞ্জু। [হাসতে হাসতে] ক্ষেন্তী—ক্ষেন্তী আবার কে হারাধন—

হারাধন। ঐ দেখো, দিদিমণি যে কি বলেন—সে যে আমার ইয়ে—

মঞ্জু। ইয়ে ?

হারাধন। হ্যাঁ, মানে—ঐ যে ইয়ে গো—

ভাস্কর। তবে আপাততঃ সেই তোমার ইয়ের কাছেই যাও—

[বলতে বলতে ভাস্কর হারাধনকে দু হাতে দরজার দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে বলে—]

ভাস্কর। ইয়েস্—গো—

হারাধন। গো—

ভাস্কর। হ্যাঁ—Go—Went—Gone—

[বলে হারাধনকে ঠেলতে ঠেলতে ভাস্কর সোজা ঘর থেকে বের হযে যায়, মঞ্জু হাসতে থাকে। মঞ্চ ঘুরে যাবে।]

॥ ৩ ॥

[ফ্যাক্টরির মধ্যে ম্যানেজিং ডাইরেক্টার মণীশ লাহিড়ীর প্রাইভেট্ কামরা। দামী টেবিল চেয়ার, র‍্যাক, সেল্‌ফ্, ফোন ইত্যাদিতে সুসজ্জিত, চেয়ারের পিছন দিয়ে কাচের জানালা পথে অর্কিড লতিয়ে উঠেছে। দূরে ফ্যাক্টরির চিমনি দেখা যায়, ধোঁয়া উঠছে। একটা ঝর ঝর শব্দ শোনা যায়। ঘরে হ্যাট্ র‍্যাকে ঝুলছে একটা কোট, রিভলভিং চেয়ারটার উপর বসে মণীশ লাহিড়ীর একমাত্র কন্যা মাধবী ঘুরছে আর মধ্যে মধ্যে একটা কাগজে কবিতা লিখছে। দামী শাড়ী পরিধানে, বিনুনি দুপাশে বুকের উপরে। বেলা দেড়টা হবে। নেপথ্যে ভাস্করের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।]

ভাস্কর। [নেপথ্যে] ভিতরে আসতে পারি ?

[মাধবী কবিতা লিখছিল টেবিলের উপরে ঝুঁকে পড়ে। লিখতে লিখতে বলে—]

মাধবী। Yes ! come in !

[লংস ও হাফ্‌শার্ট পরিহিত ভাস্কর এসে ঘরে ঢুকল। এবং ঢুকেই—]

ভাস্কর। Good afternoon, sir!

[কিন্তু কথাটা বলেই মাধবীর দিকে নজর পড়ায় থম্‌কে দাঁড়িয়ে যায়। মাধবী কিন্তু মুখ তোলে না। না তুলেই কবিতা লিখতে লিখতে আপন মনে বলে যায়—]

হঁযা বড় সিং তার গোঁফও আছে ভারী,
মাথা নেড়ে কথা কয় দোলে নাকো দাড়ি,

[তার পরই মাথা তুলে বলতে বলতে থেমে যায়।]

মাধবী। Good afternoon! হ্যাঁ ও মানে আ—

ভাস্কর। মিঃ লাহিড়ী কোথায়?

মাধবী। বাবা, বাবাকে চান! তা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন বসুন না। বাবা এখুনি আসবেন! চার নম্বর মেশিন ঘরে গেছেন।

[মাধবী ততক্ষণে কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়েছে।]

মাধবী। বসুন না—

ভাস্কর। না। থাক আমি পরে আসবোখন।

মাধবী। বাঃ তা কি হয়। বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেচেন, দেখা না করে চলে যাবেন কেন? এখুনি হয়তো বাবা এসে পড়বেন।

[ঠিক সেই সময় মণীশ লাহিড়ী মিঃ জয়ন্ত সিনহার সঙ্গে উত্তেজিত ভাবে কথা বলতে বলতে প্রবেশ করেন।]

মণীশ। দশ জনকে ছাঁটাই করেচ, আরও দশ বিশ, দরকার হলে পঞ্চাশজনকে করতে হবে, and if yon can't do it, resign—resign দাও।

[হঠাৎ ঐ সময় ভাস্করের দিকে নজর পড়তেই থেমে গেলেন মণীশ লাহিড়ী। এবং ভাস্করের প্রতি নজর পড়তেই হঠাৎ যেন তার প্রতি চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে থাকে কিছুক্ষণের জন্য। ভাস্করও যেন কেমন একটু ইতস্তত বোধ করে কিছুক্ষণের জন্যে। তারপর সিনহার দিকে তাকিয়ে বলেন মণীশ লাহিড়ী—]

মণীশ। আচ্ছা তুমি এখন যেতে পারো জয়ন্ত, পরে তোমার সঙ্গে কথা বলবো।

[সিনহা ঘর থেকে বের হয়ে গেল, মাধবী কিন্তু মণীশ লাহিড়ী ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই একবার বাপের দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছিল। তারপর আবার নিজের কাছে মন দিয়েছিল, এবারে মণীশ লাহিড়ী মাধবীর দিকে একবার তাকিয়ে ভাস্করের দিকে তাকালেন।]

মণীশ। মাধু—

মাধবী। [মুখ তুলে তাকিয়ে] বল।

মণীশ। তুমি ওখানে কি করচো?

মাধবী। [হঠাৎ নিজের হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে] It is forty past one—তোমার লাঞ্চ এখনো হয় নি বাবা—

মণীশ। তুমি গাড়িতে গিয়ে নীচে বসো, আমি আসছি—

মাধবী। না, তুমিও চলো—

মণীশ। তুমি যাও না, আমি আসচি—

মাধবী। [উঠে দাঁড়িয়ে] কতক্ষণের মধ্যে?

মণীশ। এই পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে—

মাধবী। [শাসনের ভঙ্গিতে] কিন্তু তার বেশী নয়, মনে থাকে যেন।

মণীশ। হ্যাঁরে হ্যাঁ—

[মাধবী চলে গেল। মণীশ লাহিড়ী কিন্তু বসলেন না। হাতের পাইপটায় অগ্নিসংযোগ করে ভাস্করের দিকে তাকালেন।]

মণীশ। দাঁড়িয়ে কেন মিঃ চৌধুরী, বসুন—

[ভাস্কর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। মণীশ ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে বললেন—]

মণীশ। You wanted to see me! আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন কেন?

ভাস্কর। বিপ্রপদদের ছাঁটাইয়ের ব্যাপারে—

[মণীশ লাহিড়ী কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই যেন পায়চারি থামিয়ে ভাস্করের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন।]

মণীশ। বলুন, কি বলছিলেন?

ভাস্কর। ওদের কি পাকাপাকি ভাবেই—

মণীশ। হ্যাঁ—বোর্ড অফ ডাইরেকটার্স তাই decision নিয়েচে।

[তার পরই দুবার পায়চারি করে একেবারে সোজাসুজি ভাস্করের দিকে তাকিয়ে মণীশ বল্লেন—]

মণীশ। ভাস্করবাবু, আপনার পরিচয় আমার কাছে এখানকার শ্রমিক সঙ্গের সেক্রেটারী ছাড়াও আপনি আমাদের ফ্যাক্টরির অ্যাসিস্টেণ্ট মেকানিক্যাল ইনজিনীয়ার, সেই দিক দিয়ে এই ফ্যাক্টরির আপনি বিশেষ একজন আর সেই পরিচয়েই আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন আছে আমার।

ভাস্কর। বলুন।

মণীশ। ব্যক্তিগত interestএর চাইতে সমষ্টিগত interestএর মূল্য যে অনেক বেশী আপনি নিশ্চয়ই কথাটা স্বীকার করবেন।

ভাস্কর। করবো।

মণীশ। দেহের কোন একটা অঙ্গে যদি পচন ধরে সেই অঙ্গকে মমতায় আঁকড়ে থাকা যে সেই পচনের বিষ সমস্ত দেহে ছড়িয়ে দেওয়া মানেন!

ভাস্কর। মানি।

মণীশ। এবারে বলুন কি বলতে এসেচেন।

ভাস্কর। ওদের সঙ্গে এবারকার মত কি একটা মিটমাট করা যেতে পারে না?

মণীশ। সম্ভব হলে করা হতো বৈকি।

ভাস্কর। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই অস্বীকার করবেন না যে এর অন্য একটা দিকও আছে?

মণীশ। What do you mean? কি বলতে চান আপনি?

ভাস্কর। যা বলতে চাই আপনি কি বুঝতে পারচেন না মিঃ লাহিড়ী?

মণীশ। It is a threat।

ভাস্কর। না, ভয় দেখাবো কেন। আমি শুধু অন্য দিকটার কথাই বলেচি—

মণীশ। [মুহূর্ত কাল ভাস্করের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে] ভাস্করবাবু—আপনি বোধ হয় জানেন না আজকের এই সৌভাগ্য আমি জন্মস্বত্বে পাই নি—I was never born with a silver spoon in my mouth—

[ভাস্কর চেয়ে থাকে মণীশের মুখের দিকে]

মণীশ। যা কিছু পেয়েছি এই দুটো হাত দিয়েই আমি করেছি—আর যা অর্জন করেছি তা মুঠো করে রাখবার ক্ষমতাও এই হাতেই আমি রাখি—

ভাস্কর। আপনার কথাটারই তাহলে পুনরাবৃত্তি করি আমি—

মণীশ। করুন।

ভাস্কর। Is it a threat ?

মণীশ। As you take it—হ্যাঁ আপনাদের ইউনিয়নকে জানিয়ে দেবেন কথাটা, কারণ তাতে করে ভবিষ্যতের অনেক জটিলতার মীমাংসা আমরা উভয় পক্ষেই সহজে করে নিতে পারবো।

ভাস্কর। তাহলে বিপ্রপদের সম্পর্কে এই আপনার শেষ কথা মিঃ লাহিড়ী ?

[এমন সময় টেবিলের উপরে ফোন বেজে উঠলো। মণীশ লাহিড়ী ফোনটা তুলে নিলেন।]

মণীশ। মিঃ লাহিড়ী speaking। নতুন মেশিন এসে গিয়েছে—yes! yes—coming—আসচি। এখুনি আসচি—

[মণীশ লাহিড়ী কতকটা যেন দ্রুত পদেই ভাস্করের দিকে আর না তাকিয়েই ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। ভাস্করও ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে পাশের দরজা দিয়ে মাধবী এসে ঘরে ঢুকে ডাকল।]

মাধবী। শুনুন।

[ভাস্কর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ায়। এবং মাধবীর দিকে তাকিয়ে বলে—]

ভাস্কর। আপনি!

মাধবী। আমার নাম মাধবী। হ্যাঁ—পাশের ঘর থেকে আপনাদের সব কথা শুনেচি—আপনিই তাহলে ভাস্কর চৌধুরী ?

ভাস্কর। হ্যাঁ, কিন্তু আপনি—

মাধবী। [মৃদু হেসে] আপনার নামটা জানলাম কি করে এই তো। কিছুদিন ধরে ঐ নামটা অনেকবার শুনেচি কিনা। বাবা যা বলে গেল তা কিন্তু পুরোপুরি বিশ্বাস করবেন না।

ভাস্কর। বিশ্বাস করবো না ?

মাধবী। না। He is one of your staunch admirer ! আর তাতেই বুঝতে পারচেন, আপনি তাঁর পাশে থাকুন মনে মনে এই তিনি চান। কারণ—

ভাস্কর। কারণ !

মাধবী। তাতে করে আপনার দ্রুত উন্নতিই হবে ! কেন নিজের উন্নতির পথটা বন্ধ করচেন বলুন তো ?

ভাস্কর। আপনার অযাচিত শুভেচ্ছার জন্য ধন্যবাদ মিস লাহিড়ী। তবে কি জানেন—

মাধবী। কি ?

ভাস্কর। আপনার বাবার মত আমিও আমার এই দুটো হাতের উপরে বিশ্বাস রাখি আর আপনাদের ভাষায় যেটা আনুগত্য আমাদের ভাষায় সেটা কুকুরবৃত্তি এবং কুকুর যত অনুগতই হোক সে পায়ের নীচেই স্থান পায়, মাথায় ওঠবার আগেই তার পিঠে চাবুক পড়ে।

মাধবী। [সোল্লাসে] ব্রেভো। [হাত বাড়িয়ে] হাত মেলান।
[ভাস্কর ইতস্তত করে। মাধবী তাড়া দেয়—]

মাধবী। কই হাত দিন।

ভাস্কর। হাত—

মাধবী। হ্যাঁ—হ্যাঁ—হাত, আজ থেকে আমরা পরস্পরের বন্ধু !

[দুজনে হাতে হাত মেলায়। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়।]

॥ ৪ ॥

[মণীশ লাহিড়ীর গৃহের আধুনিক কেতায় সুসজ্জিত পারলার। সন্ধ্যা আসন্ন। সুধাকান্তকে দেখা গেল বিচিত্র বেশভূষায়,—গায়ে একটা ঝলঝলে কোট, পরিধানে অনুরূপ একটি লংস—একটা সোফার উপরে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে, জোড়াসন হয়ে জুতো সমেত বসে। ভৃত্য বংশী এক কাপ চা নিয়ে এসে ঘরে ঢুকে পায়ে পায়ে ধ্যানস্থ সুধাকান্তর সামনে দাঁড়িয়ে মৃদু কণ্ঠে ডাকল।]

বংশী। মামাবাবু চা।

[সুধাকান্তর সাড়া নেই। বংশী একটু ইতস্তত করে আবার ডাকে।]

বংশী। এই দেখেন তো, আবার ঘুমায়ে পড়লেন। মামাবাবু! মামাবাবু গো, ও মামাবাবু—

[ঐ সময় ভ্যানিটি ব্যাগ দোলাতে দোলাতে মাধবী এসে পারলারে ঢুকলো এবং ঘরের আলো জ্বেলে দিযে মামার দিকে তাকিয়ে চোখ ইশারায় বংশীকে কি শুধাল। বংশী চায়ের কাপটা দেখাল। মৃদু হেসে এবারে মাধবী পায়ে পায়ে ধ্যানস্থ সুধাকান্তর পাশটিতে এসে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে ডাকল—]

মাধবী। মামা—

সুধা। [চোখ মেলে] অ্যাঁ, ও মাধু?

মাধবী। Again sleeping!

সুধা। ঘুমোচ্ছিলাম! তা—তাই বোধ হয় হবে।

[চায়ের কাপটা এবারে মাধবী বংশীর হাত থেকে নিয়ে সুধাকান্তর দিকে এগিয়ে ধরে বলে—]

মাধবী। হ্যাঁ, ঘুমোচ্ছিলে। Here is your tea—চা—

সুধা। অ্যাঁ—চা—দে—

[সুধাকান্ত হাত বাড়াতেই চায়ের কাপ সমেত হাতটা সরিয়ে নিয়ে মাধবী বংশীর দিকে তাকিয়ে বলে—]

মাধবী। বংশী।

বংশী। [যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়িয়ে] দিদিমণি!

মাধবী। ক চামচ চিনি মামার কাপে দিয়েছিলি?

বংশী। যেমনটি দেওয়া হয়—দু'চামচ—

মাধবী। দু'চামচ! মামা। তাহলে ক্যালকুলেশান তোমার কত হলো?

সুধা। ক্যাল্‌কুলেশান?

মাধবী। হ্যাঁ। দুপুরে আর চা খাও নি তো?

সুধা। দুপুরে—কই না—

বংশী। বাঃ ইটা কেমন কথা হলো মামাবাবু! দু বার তো আমিই দিয়েছি গো বটে—

মাধবী। দু বার!

বংশী। হ। পুছ করেন না কেনে!

মাধবী। তাহলে মামা সকালে ছিল নাইন হানড্রেড্ নাইনটি সিকস্ প্লাস তিন কাপ, নাইন হানড্রেড্ নাইনটিনাইন কাপস অফ টি। তাহলে প্রতি পেয়ালায় যদি দু' চামচ চিনি হয়—

[মাধবীর পিসি—মণীশের দূরসম্পর্কীয় বিধবা বোন বাসন্তী দেবী এসে ঐ সময় ঘরে প্রবেশ করেন।]

বাসন্তী। এই মাধু, কি হচ্ছে কি?

মাধবী। এই যে পিসিমা, তুমিই বল প্রতি পেয়ালায় যদি দু চামচ চিনি হয় এবং মামার থিয়োরী অনুযায়ী আমাদের

গড়পরতা দৈনিক আয় যদি হয় দুপয়সা, তাহলে নয়শ নিরানব্বুই কাপ চায়ে ইন টু দুই চামচ চিনির দাম—

সুধা। যথার্থ। মাধু ঠিকই বলেছে বাসন্তীদি—সত্যিই—১৯৫২ সালে তাহলে আর আমার চায়ে চিনি খাওয়াই চলে না—

বাসন্তী। থাম তো সুধা। দে—ওর চা দে মাধু—এই বংশী, তুই আবার দাঁড়িয়ে কেন? যা। ভিতরে যা।

বংশী। যেচি গো যেচি— [প্রস্থান]

মাধবী। মামা—

সুধা। না, না—ক্যালকুলেশান না করে বেহিসাবী হয়ে চলার জন্যই তো এদেশের এত দুঃখ—

[বৃদ্ধ সরকার রমাকান্তবাবু এসে একটা নতুন ছাতা হাতে ঐ সময় ঘরে ঢুকে বলে—]

রমাকান্ত। পিসিমা এই নিন ছাতা—

মাধবী। [তাড়াতাড়ি] ছাতা—ধর তো, ধর তো মামা চা-টা—[সুধাকান্ত হাত পেতে চা নেয়] ছাতা, কার ছাতা পিসিমা? নিশ্চয়ই মামার!

বাসন্তী। হ্যাঁ কাল দুপুরবেলা রোদে গলদঘর্ম হয়ে এলো—জিজ্ঞাসা করলাম ছাতা কই, বললে ছাতাটা—

মাধবী। হারিয়েছে—আর সঙ্গে সঙ্গে তুমি একটা নতুন ছাতা নিয়ে এলে! মামা, আমি বলে রাখছি মামা, এই পিসিমাই তোমাকে ডোবাবে—

বাসন্তী। আঃ মাধু—

মাধবী। খবর রাখ—১৯০৮ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত মামা কতগুলো ছাতা হারিয়েছে। আটান্নটা—তাই না মামা!

সুধা। তা সত্যি বাসন্তীদি—

মাধবী। So মামার ক্যালকুলেশন অনুযায়ী ১৯৫৯য়ের আগে মামার নো ছাতা—যান, যান সরকার মশাই ছাতাটা দোকানে ফিরত দিয়ে আসুন—দেশের দুঃখ-কষ্ট আর বাড়াবেন না।

বাসন্তী। [হাসতে হাসতে] আচ্ছা পাগল মেয়ে—

সুধা। [বিষণ্ণকণ্ঠে] না, না—দিদি—মাধু ঠিকই বলেছে—ছাতাটা বরং সরকারমশাই ফিরিয়েই দিয়ে আসুন—

[ঐ সময় সুবেশ অ্যাসিস্‌টেন্ট ম্যানেজার মিঃ জয়ন্ত সিন্‌হা এসে ঘরে ঢুকল।]

জয়ন্ত। কি আবার ফেরত দেবেন সরকারমশাই?

সুধা। ছাতা।

জয়ন্ত। ছাতা!

রমাকান্ত। তাহলে পিসিমা ছাতাটা কি?

বাসন্তী। আপনি যান তো সরকারমশাই—

[সরকার রমাকান্ত চলে গেল। ইতিমধ্যে এক চুমুকে সুধাকান্ত চায়ের কাপটা নিঃশেষ করে দিয়ে ঘুমোতে শুরু করেছিল।]

বাসন্তী। এসো জয়ন্ত, বসো। অনেকদিন আস নি—

জয়ন্ত। ফ্যাক্টরির কাজ এত বেড়েছে পিসিমা—কিন্তু কই মাধবী, এখনো তৈরী হও নি?

মাধবী। তৈরী! কেন বলুন তো?

জয়ন্ত। বাঃ, মনে নেই আজ সন্ধ্যার শোতে আমাদের Cinemaয় যাবার কথা—

মাধবী। কথা ছিল নাকি—

বাসন্তী। ভুলে বসে আছে নিশ্চয়ই। যা—তৈরী হয়ে নে তাড়াতাড়ি—তুমি বসো জয়ন্ত, আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি—

[কথাটা বলে পিসিমা বাসন্তী ঘর থেকে চলে গেলেন।]

মাধবী। কিন্তু সন্ধ্যার শো'তো কখন শুরু হয়ে গিয়েছে—

জয়ন্ত। বেশ তো—cinema ছাড়া কি যাবার আর জায়গা নেই। যাও প্রস্তুত হয়ে এসো।

মাধবী। যেতেই হবে?

জয়ন্ত। মানে।

মাধবী। না তাই বলছিলাম।

জয়ন্ত। কিছু বলতে হবে না। যাও তো—get yourself ready!

[মাধবী যেন কতকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেই ঘর থেকে বের হয়ে গেল। একটা সিগ্রেট ধরাতে ধরাতে জয়ন্ত ঘুমন্ত সুধাকান্তর সামনে এসে দাঁড়াল—]

জয়ন্ত। তার পর মিঃ চৌধুরী—How is the life! ও মিঃ চৌধুরী, ঘুমোলেন নাকি?

সুধা। অ্যাঁ—না—না—জেগেই আছি। এই ভাবছিলাম—

জয়ন্ত। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আবার কি ভাবছিলেন মিঃ চৌধুরী?

সুধা। ভাবছিলাম—বিচার, বিচার তো একদিন সবারই হবে।

জয়ন্ত। বিচার! কিসের বিচার—

সুধা। সব কিছুর যা আপনি আমি করি—[একটু থেমে] এই ধরুন—খুন।

জয়ন্ত। খুন! কি বলছেন?

সুধা। হ্যাঁ—খুন—একি, চমকে উঠলেন বুঝি—চিনি, চিনি—সবাইকে আমি চিনি—মুখোশটা তো রং-করা—ওটা—ওটা তো—মুখোশ false—Come! Come out—Confess. Confess.—এই যে হাত দুটো—লোভীর মত সব সময়ই এই হাত দুটো বাড়াতে চায—মিঃ সিনহা—[হঠাৎ হেসে ওঠে] কিন্তু আমি তা দেবো না, না—না—

জয়ন্ত। কি আবোল-তাবোল বকছেন ?

সুধা। আবোল-তাবোল, অ্যাঁ আবোল-তাবোল—সত্যি, সত্যিই কেমন যেন সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে মিঃ সিনহা—ঐ—মাধু—মাধুটাই সব জট পাকিয়ে দিচ্ছে, সব গোলমাল করে দিচ্ছে—

জয়ন্ত। একটা কিছু ব্যবস্থা হলো। না এখনো ক্যালকুলেশনই চলেছে ?

সুধা। [মনে মনে হিসাব কষতে কষতে] আসল যদি তিন লাখ হয় তো একুশ বছরে তার উপর সুদে ৫-৬% কত হয় জয়ন্তবাবু ?

জয়ন্ত। কিসের হিসেব ?

সুধা। ও আপনি বুঝবেন না মিঃ সিনহা। সব ঠিক করে নিতাম। ঐ মাধু, মাধুটাই কেমন যেন সব গোলমাল করে দেয়।

জয়ন্ত। মাধবী গোলমাল করে দিচ্ছে ?

সুধা। হ্যাঁ, হ্যাঁ—আপনি এই সহজ হিসাবটা বোঝেন না কেন। ও আমারই ভাগ্নী তো, সব জট পাকিয়ে যায় মিঃ সিনহা, বুঝলেন—সব জট পাকিয়ে যায়।

জয়ন্ত। বসে থাকলে এমন করে আরো জট পাকিয়ে যাবে মিঃ চৌধুরী, তার চাইতে এক কাজ করুন। যা হোক কিছু নিয়ে নেমে পড়ুন। Idle brain মনে রাখবেন devil's workshop।

সুধা। Idle brain devil's workshop, বেশ ভাল বলেছেন তো, কিন্তু কি করা যায় বলুন তো ?

জয়ন্ত। কেন, কত কি আছে করবার। Small business ধরুন, যেমন চানাচুর বিক্রী শুরু করুন না—

সুধা। চানাচুর !

জয়ন্ত। হ্যাঁ—কিম্বা কাঞ্চননগরের ছুরি—

সুধা। দদ্রু দাবানলও তো বিক্রী করতে পারি কি বলেন!

জয়ন্ত। দদ্রু দাবানল!

সুধা। না হয় হাতকাটা মলম, না হয় মেডিকেটেড অ্যানটিসেপটিক টুথ পাউডার। কিম্বা একেবারে আরসেনিক সেঁকো বিষ, বিষের কারবারই তো করতে পারি কি বলেন? সেঁকো বিষ! কি! ভয় পেলেন তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ—ভয় পেয়েছেন, ভয় পেয়েছেন—

[বলে এক বিচিত্র দৃষ্টিতে জয়ন্তর দিকে তাকাতে তাকাতে বিচিত্র হাসি হেসে ওঠে সুধাকান্ত, আর হতভম্ব বিস্ময়ে সুধাকান্তর দিকে চেয়ে থাকে জয়ন্ত। সিগ্রেট টানতেও সে ভুলে যায়।]

॥ মঞ্চ অন্ধকার হয়ে ঘুরে যাবে ॥

॥ ৫ ॥

[মঞ্জুলাদের বাড়ির একটি ঘর। সাধারণ ভাবে সাজানো। সময় রাত্রি। মধ্যবর্তী দরজা পথে একটা পর্দা ঝুলছে। এক পাশে খাটের পরে শয্যা বিছানো। মঞ্জুলা মেঝেতে বসে সেতার বাজাচ্ছিল। ডাঃ হৃষিকেশ মঞ্জুলার বাবা ঘরে এসে ঢুকতেই মঞ্জুলা সেতার থামিয়ে উঠে দাঁড়াল।]

হৃষি। বাজানো বন্ধ করলি কেন মা?

[বাপের কাছে এসে স্নেহভরা কণ্ঠে বলে মঞ্জুলা—]

মঞ্জু। আবার তুমি বাড়াবাড়ি শুরু করেছ বাবা। এই সেদিন এত বড় রোগ থেকে উঠ্‌লে!

[বাপের কোট খুলে নিয়ে ও স্টেথোস্কোপটা নিয়ে ঘরে টানিয়ে রাখে মঞ্জুলা। ক্লান্ত হৃষিকেশ একটা ইজিচেয়ারে বসেন।]

হৃষি। ডাক্তারের কি অসুস্থ হয়ে থাকা বেশী দিন চলে মা। আমরা শুয়ে থাকলে যারা শুয়ে আছে রোগে, তাদের কে ভরসা দেবে বল।

মঞ্জু। তা বলে ডাক্তার কি মানুষ নয়—ও সব শুনছি না বাবা, তুমি যদি এ ভাবে অত্যাচার কর—আমি কিন্তু বোর্ডিংয়ে চলে যাব। তাছাড়া এমন ডাক্তারিতে দরকারটাই বা কি! বিনি পয়সার যত সব রোগী!

হৃষি। বিনি পয়সা, কে বললে—না—না তারা ফিস দেয় বৈকি। এই দেখ না আজ অনেক পেয়েছি।

[বলতে বলতে পকেট থেকে গোটা পাঁচেক টাকা বের করে দেখাল মেয়েকে হৃষিকেশ।]

হৃষি। এই দেখ—

মঞ্জু। [টাকাটা গুণে] অনেক পেয়েছো তো। পাঁচ টাকা—

হৃষি। তাই বা কম কি! তাছাড়া তুই তো রোজগার করিস? কি জানিস মা, বড় গরীব রে, বড় গরীব—যদি একবার তুই দেখতিস মা কত দৈন্যের ভিতর দিয়ে এ দেশের বেশীর ভাগ লোকের দিন কাটে।

মঞ্জু। সে দায় তো তোমার নয় বাবা। সে দায় তাদের—সে দায় দেশের সরকারের।

হৃষি। তোর কথাটা হয়তো মিথ্যা নয় মা, কিন্তু যখনই ঐ অসহায় পর্যদুস্ত বোবা মানুষগুলোর সামনে গিয়ে দাঁড়াই—আট,

ষোল বা বত্রিশ টাকার ফিসের কথা ভাবতেও লজ্জার যেন অবধি থাকে না আমার—

মঞ্জু। ওটা তো তোমার প্রফেশন। ওখানে লজ্জার কি আছে!

হৃষি। আছে রে আছে।

মঞ্জু। তা বেশ তো। যারা ন্যায্য ফিস দিতে পারে না—তাদের কাছেই বা যাবার তোমার কি দরকার—আর যারা দিতে পারে তাদেরই বা ফিরিয়ে দাও কেন?

হৃষি। ফিরিয়ে দিই কারণ তাদের জন্য এ শহরে চিকিৎসকের অভাব নেই। কিন্তু ওদের দিকে তো তারা কেউ তাকায় না মা।

মঞ্জু। তোমার সঙ্গে তর্ক করে কে পারবে বাবা। চল—খেতে চল।

হৃষি। না রে, এবেলা আর কিছু খাবো না।

মঞ্জু। কেন আবার শরীর খারাপ হয়েছে বোধ হয়। [কপালে হাত দিয়ে] দেখি—

হৃষি। না রে না—ঠিক আছে তুই যা। রাত হলো তুই এবারে শুয়ে পড় গে।

মঞ্জু। যাচ্ছি, তুমি কিন্তু রাত জেগো না।

হৃষি। না—না—রাত জাগব না।

[মঞ্জু সেতারটা তুলে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। হৃষিকেশ ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে চেয়ারে এসে আবার বসলেন। জানালা-পথে একটুখানি চাঁদের আলো এসে ঘরে ঢোকে। মঞ্জু সেতারে যে আলাপটা কিছুক্ষণ পূর্বে করছিল মিউজিকে সেই সুরটাই শোনা যায়। ঘুমিয়ে পড়েন বোধ হয় হৃষিকেশ। দরজায় মৃদু করাঘাত শোনা যায়।]

হৃষি। [ঘুম ভেঙ্গে] কে ?

[আবার করাঘাত শোনা যায়। হৃষিকেশ উঠে দরজা খুলে দিতেই সর্বাঙ্গে চাদরে আবৃত গুণ্ঠনবতী সুজাতা এসে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল।]

হৃষি। কে ?

সুজাতা। আমি !

হৃষি। কে ? কে ? [আলো জ্বালতে যান হৃষিকেশ। বাধা দেয় সুজাতা।]

সুজাতা। [মিনতি ব্যাকুল কণ্ঠে] না, না—আলো থাক—আলো জ্বালবেন না দাদা, আলো জ্বালবেন না।

হৃষি। কে ! সুজাতা ?

সুজাতা। হ্যাঁ।

হৃষি। এসো, এসো—বসো—এত রাত্রে কোথা থেকে এলে ? কোথায় ছিলে তুমি এতদিন ?

সুজাতা। হরিপালের কুষ্ঠাশ্রমে।

হৃষি। তা হলে এতদিন তুমি সেখানেই ছিলে ?

সুজাতা। হ্যাঁ।

হৃষি। কিসে এলে ?

সুজাতা। পায়ে হেঁটে।

হৃষি। পায়ে হেঁটে ! বল কি ? সে যে দীর্ঘ পথ। কেন ট্রেনে—

সুজাতা। আশ্রমের বাইরে কোন মানুষের সামনেই যে আজ আর আমার বেরুবারও কোন উপায় নেই দাদা।

হৃষি। [আর্তকণ্ঠে] সুজাতা !

সুজাতা। হ্যাঁ—দেহে আজ আমার, আমার কুষ্ঠ—

হৃষি। [আর্তকণ্ঠে] কি বললে, কুষ্ঠ হয়েছে তোমার !

সুজাতা। হঁ্যা কুষ্ঠ—তাও বছর তিনেক হয়ে গেল।

[দুজনে কিছুক্ষণ অতঃপর চুপ করে থাকে। শুধু একটা মিউজিক চলবে বেহালায়।]

হৃষি। সেই যে একুশ বছর আগে, যমে মানুষে টানাটানি করে, তোমাকে ভাল করে তোলবার মাত্র সাতদিন পরেই—আমাদের কাউকে কিছু না জানিয়ে এক রাত্রে তুমি কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে—তার পর এতকাল একটা খবর পর্যন্ত দাও নি—

সুজাতা। ঐ ভাবে চলে যাওয়া ছাড়া যে আর কোন উপায়ই আমার ছিল না দাদা। আর না চলে গেলে এতবড় পাপের আমার প্রায়শ্চিত্তই বা হত কি করে!

হৃষি। প্রায়শ্চিত্ত, এই প্রায়শ্চিত্ত!

সুজাতা। হঁা—ফাদার ফারলোর কুষ্ঠাশ্রমে আজ তাঁরই দয়ায় আশ্রয় পেয়েছিলাম বলেই না এই প্রায়শ্চিত্ত করতে পারছি। আমার নিজের মহাপাপের,—আমার গর্ভে জন্মেছে বলে—আমার সন্তানের, আমার খোকনের প্রায়শ্চিত্ত।

হৃষি। কোন পাপ তুমি কর নি সুজাতা, কোন পাপ কর নি—

সুজাতা। করেছি বৈকি, করেছি, কত পাপ করেছি, কত পাপ। মায়ের মত যে বোন—তারই স্বামীকে নিয়ে বিধবা হয়েও কুলত্যাগিনী হয়েছি—যে সন্তানকে গর্ভে ধরলাম তাকে না দিতে পারলাম পিতৃ-পরিচয় না মাতৃ-পরিচয়। এ দুঃখ তো কাউকে বোঝাবার নয়—কেউ বুঝবে না, কেউ না।

[দু হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সুজাতা। হৃষিকেশ এগিয়ে এসে সুজাতার মাথায় হাত রেখে ডাকেন—]

হৃষি। সুজাতা—

সুজাতা। [স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সরে গিয়ে] না, না—স্পর্শ করবেন না আমাকে, স্পর্শ করবেন না। সমস্ত দেহে আমার ভয়াবহ বিষ। বিষ!

হৃষি। ভুলে যাচ্ছ কেন, আমি ডাক্তার, ডাক্তারের কাছে কোন রোগই বিষ নয়।

সুজাতা। না, না—তবু—তবু স্পর্শ করবেন না। বড় জ্বালা—সমস্ত শরীরে আগুনের জ্বালা।

হৃষি। [স্নেহসিক্ত কণ্ঠে] সুজাতা।

সুজাতা। বড় জ্বালা, বড় জ্বালা—

হৃষি। তুমি আর যেও না সুজাতা, এখানেই তুমি থাকো, আমি তোমাকে চিকিৎসা করে ভাল করে তুলবো।

সুজাতা। না, না—তার কোন প্রয়োজন নেই, কোন প্রয়োজন নেই। শুধু আমি এসেছিলাম—আমার—আমার ছেলের কথা জানতে। আমার খোকনের কথা জানতে। আমার খোকন, খোকন কেমন আছে দাদা?

হৃষি। কোন দুঃখ নেই তোমার সেদিক দিয়ে সুজাতা—সে সত্যিই মানুষ হয়েছে—

সুজাতা। হয়েছে? মানুষ হয়েছে—

হৃষি। হ্যাঁ, চোখ জুড়ানো ছেলে তোমার। দেখবে তাকে?

সুজাতা। [সভয়ে চিৎকার করে ওঠে] না—না—না, আমার নজরে বিষ আছে, আমার নিঃশ্বাসে বিষ—সে ভাল থাকুক, সে সুখে থাকুক আমি তো তার কেউ নই, কেউ নই—না—না—আমি তাকে দেখতে চাই না, আমি তাকে দেখতে চাই না।

[ইতিমধ্যে কখন একসময় যে মঞ্জুলা এসে দুঘরের মধ্যবর্তী দরজা-পথে দাঁড়িয়েছে সুজাতা বা হৃষিকেশ কেউই টের পান নি। হঠাৎ মঞ্জুলা আলোটা জ্বালিয়ে দিয়ে বলে—]

মঞ্জু। কে? কে?

[আলো জ্বলার সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার করে সুজাতা মুখে কাপড় ঢাকা দিয়ে স্খলিত পদে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। হৃষিকেশ বিমূঢ়। মঞ্জুলা ছুটে আসে হৃষিকেশের কাছে এবং চেঁচিয়ে শুধায়—]

মঞ্জু। কে? কে বাবা—কে ঘর থেকে চলে গেল? কে—কে—

[হৃষিকেশ স্তব্ধ নির্বাক।]

মঞ্জু। কথা বলছ না কেন বাবা? কে, কে ও?

[তবু হৃষিকেশ সাড়া না দেওয়ায় মঞ্জু দরজার দিকে ছুটে যায়।]

মঞ্জু। কে—কে—

হৃষি। মঞ্জু, মঞ্জু—যাস না মা। যাস না। যেতে দে—ওকে যেতে দে।

মঞ্জু। [বাপের একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়ে] তবে বল, ও কে—কে?

হৃষি। ও—ও আমার বোন, বোন—

মঞ্জু। [বিস্ময়ে] বোন! তোমার বোন!

হৃষি। হ্যাঁ মা, হ্যাঁ—বোন, বোন—আমার বড় আদরের, বড় অভাগিনী—বড় দুঃখিনী বোন।

[মঞ্জু ফ্যাল ফ্যাল করে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে হৃষিকেশের মুখের দিকে। ধীরে ধীরে যবনিকা নেমে আসে।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

॥ ৯ ॥

[রাত। মঞ্জুলাদের বাড়িতে হৃষিকেশের শয়ন-ঘর। এক পাশে টেবিলের উপরে একটি নীলাভ টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। তারই আলোয় ঘরটি মৃদু আলোকিত। একটা আরাম-কেদারার উপর বসে হৃষিকেশ পার্শ্বে মোড়ার উপরে উপবিষ্টা মঞ্জুলাকে অতীত কাহিনী বলছিলেন, ঘরের দ্বার রুদ্ধ।]

হৃষি। সত্যিই বিস্ময়ের যেন অবধি থাকে না, যখনই ভাবি মা কতবড় একটা নীচ শয়তান out and out scoundrel ঐ মণীশ লাহিড়ী লোকটা।

মঞ্জুলা। ফ্যাক্টরি-মালিক ঐ মণীশ লাহিড়ী ?

হৃষি। হাঁ। অথচ যেমন চেহারা ছিল লম্বা চওড়া রূপও ছিল তেমনি। তাইতেই তো অভয়শঙ্কর আকৃষ্ট হয়ে তাঁর বড় মেয়ে সুলতার ওর সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। কিছুকাল পরে হলো সুজাতার—ওর ছোট বোনের বিয়ে। কিন্তু বিয়ের দু'মাসের মধ্যেই সুজাতা বিধবা হয়ে ফিরে এল।

মঞ্জুলা। বিধবা !

হৃষি। হাঁ। এবং সুজাতাকে নিয়েই একদিন মণীশ পালাল। এতবড় আঘাতটা অভয়শঙ্কর সইতে পারলেন না। সংবাদটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই চেয়ার থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হলো তাঁর।

মঞ্জু। তারপর ?

হৃষি। এদিকে মণীশের আসল চেহারাটা সুজাতার কাছে প্রকাশ পেতেও বেশী দেরি হলো না—সুজাতা বিষ খেল—

মঞ্জু। [চমকে] বিষ!

ঋষি। বিষ। আর সেই কথা জানতে পেরে ভয়ে ঐ শয়তানটা পালালো। আমাদেরই শ্যামবাজারের পাশের বাড়িতে মণীশ এসে সুজাতাকে নিয়ে উঠেছিল। তোমার মা দোতলার জানালা থেকে ব্যাপারটা দেখে ছুটে সেখানে গিয়ে হাজির হন। তবে সুজাতা একটা বুদ্ধিমতীর মত কাজ করেছিল। তার ছেলেটিকে আগেই তার দিদিকে ডেকে এনে তার হাতে তুলে দিয়েছিল—

মঞ্জু। ছেলে!

ঋষি। হাঁ, সুজাতার একটি ছেলে হয়েছিল—

মঞ্জু। তা হলে বাবা মণীশ লাহিড়ীর মেয়ে ঐ মাধবী?

ঋষি। সে তো আবার মণীশ বিবাহ করেছিল—সেও মাধবীর জন্মের কিছু দিন পরেই আত্মহত্যা করে স্বামীর অত্যাচারে—

মঞ্জু। আমার যেন কেমন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে বাবা। তবে ঐ ভাস্কর—

ঋষি। ঐ তো সেই সুজাতার ছেলে—

মঞ্জু। সেকি! তবে—

ঋষি। না। সুলতার সন্তান ভাস্কর নয়। যদিও ভাস্কর তা জানে না। সুজাতার সন্তানকে নিয়ে এসে সুলতা অন্যত্র বাসা বাঁধল সেই রাত্রেই। আর স্বামীর ঘরে সে কোন দিনই ফিরে যায় নি। সুজাতাকে যে কথা সে দিয়েছিল সে কথা সে রেখেছে, তার সর্বস্ব সে দিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হলো? ধর্ম আর অন্ধ কুসংস্কারের অচলায়তনে মাথা কোটাই সার হলো। চিরাচরিত সেই প্রশ্নটাই সমস্ত

পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

মঞ্জু। না বাবা, হবে—ঐ মাতৃত্বকে, ঐ সন্তানকে সমাজকে একদিন স্বীকার করে নিতেই হবে—মানুষের জন্মের চাইতে মানুষ যে বড় এ কথা একদিন সত্য বলে প্রমাণিত হবেই। নচেৎ মানুষের জন্মের ইতিহাসটাই যে মিথ্যা হয়ে যাবে।

হৃষি। সারাটা জীবন ধরে যে আমিও তো সেই স্বপ্নই দেখে এসেছিলাম মা।

মঞ্জু। আমি বলছি তুমি দেখে নিও বাবা, এ সত্যকে একদিন স্বীকৃতি দিতেই হবে। হয়তো সেদিন তুমি থাকবে না, আমিও থাকবো না—কিন্তু সেদিনকার মানুষ থাকবে। কিন্তু আর নয় বাবা, রাত হলো অনেক—এবারে শোবে চল—

হৃষি। তুই যা মা, শো গে—আমি আর একটু বসে থাকি।

[মঞ্জুলা উঠে দাঁড়িয়ে ইতিমধ্যে বাপের চুলে আঙ্গুল চালাচ্ছিল, আঙ্গুল চালাতে চালাতেই বলে—]

মঞ্জু। না বাবা, শোবে চল—কিছুদিন থেকে শরীরটা তোমার আবার ভাল যাচ্ছে না।

হৃষি। না রে না—আমি বেশ ভালই আছি। আর আজ তোর মুখ থেকে একটু আগে যে আশ্বাস পেলাম সে যে আমার কত বড় আশ্বাস—

মঞ্জু। বাবা।

হৃষি। হাঁ মা, ভাস্কর যে কত বড় একদিন তুই বুঝতে পারবি—

মঞ্জু। [মৃদু কণ্ঠে] আমি তা জানি বাবা।

[বাইরে ঐ সময় নেপথ্যে মৃণ্ময়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।]

মৃণ্ময়। [নেপথ্যে] ডাক্তারবাবু আছেন, ডাক্তারবাবু—

মঞ্জু। এত রাত্রে আবার কে এলো?

হৃষি। [উঠে দাঁড়িয়ে] কে?

মৃণ্ময়। [নেপথ্যে] ডাক্তারবাবু—আমি—মৃণ্ময়।

[হৃষিকেশই এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিতেই মৃণ্ময়কে দরজার গোড়ায় দেখা গেল—]

হৃষি। মৃণ্ময়। এসো, এসো—ভিতরে এসো।

[মৃণ্ময় ঘরে এসে ঢুকল।]

হৃষি। কি খবর মৃণ্ময়? এত রাত্রে—

মৃণ্ময়। আবার ক দিন থেকে মলিনার জ্বর হচ্ছে ডাক্তারবাবু—সেই খুসখুসে কাসিটাও—

হৃষি। কিন্তু তোমাকে যে আমি বলেছিলাম মৃণ্ময়—একটা X'Ray আর রক্তপরীক্ষাটা—

মৃণ্ময়। মনে আছে ডাক্তারবাবু কিন্তু টাকার যোগাড় করে উঠতে পারি নি। আপনার মত সবাই তো গরীবের প্রতি দয়া করেন না ডাক্তারবাবু।

হৃষি। না, না—ওকথা বলো না মৃণ্ময়। দয়া কি, এ যে আমাদের কর্তব্য। চল আমি যাচ্ছি—

[হৃষিকেশ তাড়াতাড়ি উঠে জামাটা গায়ে দিয়ে স্টেথোস্কোপ ও ব্যাগটা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বলেন—]

হৃষি। চল। [মঞ্জুলার দিকে চেয়ে] সদরটা বন্ধ করে দিস মা—চল।

[মৃণ্ময়কে নিয়ে হৃষিকেশ বের হয়ে গেলেন। মঞ্জু কিন্তু যেমন বসে-ছিল তেমনিই বসে রইল। সে যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল। একটু পরে ভাস্কর ফ্যাক্টরি ফেরতা ঘরে এসে ঢুকল। এবং ঘরে ঢুকে মঞ্জুলাকে ঐ ভাবে বসে থাকতে দেখে কেমন যেন একটু বিস্মিতই হয়।]

ভাস্কর। মঞ্জু—

মঞ্জু। [চম্‌কে] কে! ও আপনি।

ভাস্কর। কি ব্যাপার, সদর হা হা করছে খোলা—এভাবে এখানে বসে! কি হয়েছে মঞ্জু?

মঞ্জু। অ্যাঁ! কই—কিছু না তো।

[মঞ্জুলা উঠে দাঁড়িয়ে বলে—]

মঞ্জু। বসুন।

ভাস্কর। বসব না। ঘরের দরজা খোলা দেখে ঢুকেছিলাম—

মঞ্জু। ফ্যাক্টরি থেকেই ফিরছেন নাকি।

ভাস্কর। না, ঠিক ফ্যাক্টরি নয়। ইউনিয়নের একটা জরুরী মিটিং ছিল—

মঞ্জু। মিটিং?

ভাস্কর। হ্যাঁ, সেই ব্যাপার তো এখনো মেটে নি।

মঞ্জু। স্ট্রাইক হবে নাকি?

ভাস্কর। ইউনিয়নের ইচ্ছা অবিশ্যি তাই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত না দেখে আমি মত দেবো না।

মঞ্জু। সেদিন মার মুখে শুনে এলাম আরো কয়েকজনকে নাকি ছাঁটাই করছে।

ভাস্কর। হাঁ, কিন্তু তুমি অমন করে একটু আগে চুপ করে বসেছিলে কেন বললে না তো মঞ্জু!

মঞ্জু। রামায়ণ শুনে সেই কথাই ভাবছিলাম।

ভাস্কর। রামায়ণ শুনে ভাবছিলে? কেই বা রামায়ণ শোনাল।

মঞ্জু। বাবা।

ভাস্কর। এ যুগের মেয়েরা রামায়ণ শোনে নাকি?

মঞ্জু। শোনে না বুঝি?

ভাস্কর। না। ঠাকুরমার ঝোলা আর ঠাকুরমার ঝুলির মত আমাদের মন থেকে আজ রামায়ণ-মহাভারতও যে হারিয়ে গিয়েছে।

[হঠাৎ ঐ সময় মঞ্জুর ভাস্করের বাঁ হাতের জামার দিকে নজর পড়ে এবং জামার রক্ত দেখে বিস্ময়ে প্রশ্ন করে মঞ্জু—]

মঞ্জু। ওকি! তোমার জামার হাতায় ও কিসের দাগ ভাস্কর? [এগিয়ে এসে] দেখি, দেখি, একি, এ যে রক্ত বলে মনে হচ্ছে—

ভাস্কর। [মৃদু হেসে] বোধ হয় রক্তই।

মঞ্জু। বোধ হয় রক্ত মানে? দেখি।

[ভাস্কর জামার আস্তিনটা গোটাতেই একটা রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন ভাস্করের হাতে দেখা গেল। মঞ্জু বিস্ময়ে বলে—]

এ কি! এ যে বেশ অনেকটা কেটেছে মনে হচ্ছে?

ভাস্কর। হ্যাঁ—ওই কারণেই ভেবেছিলাম তোমার বাবাকে একবার দেখিয়ে যাব—কিন্তু তিনি যখন নেই—

[অগ্রসর হয়।]

মঞ্জু। না, দাঁড়াও, বাবা ফিরে আসুক, বাবাকে হাতটা না দেখিয়ে তুমি যেতে পারবে না।

ভাস্কর। পাগল নাকি! সামান্য কি একটু হয়েছে—

মঞ্জু। সামান্য! একে তুমি সামান্য বলছ?

ভাস্কর। সামান্য ছাড়া কি। প্রতি মুহূর্তে জীবনে যাদের ঝড় আর দুর্যোগ তাদের হাতের এই ক্ষতটুকু সামান্য বৈকি মঞ্জু।

মঞ্জু। দাঁড়াও একটু, আমি আসছি—

[ভাস্করকে কথা বলবার কোন অবকাশ মাত্র না দিয়ে মঞ্জু ঘরের মধ্যে চলে গেল এবং একটু পরে ঔষধের শিশি ও এক ফালি ন্যাকড়া নিয়ে ফিরে এসে বলে—]

মঞ্জু। দেখি—[ঔষধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে শুরু করে।]

ভাস্কর। মিথ্যে তুমি ব্যস্ত হচ্ছ মঞ্জু।

[মঞ্জু কোন জবাব দেয় না। ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে থাকে। ভাস্কর এক দৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।]

ভাস্কর। একটা কথা কি মনে হচ্ছে জান মঞ্জু?

মঞ্জু। [ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে] কি?

ভাস্কর। তোমার আজকের এই সেবাটুকু না নিলে জীবনে একটা কথা কিন্তু কোনদিন আমার জানাই হত না।

মঞ্জু। কি?

ভাস্কর। তোমার দুটি হাতের স্পর্শের মধ্যে যে মাধুর্য আর সুধা রয়েছে—

মঞ্জু। [মুখ তুলে] সে খবর জানবার মত সময় সত্যি তোমার আছে নাকি?

ভাস্কর। কে বললে নেই!

মঞ্জু। আছে?

ভাস্কর। আছে মঞ্জু আছে। কিন্তু—আজকের আকাশে তো রঙ নেই—

মঞ্জু। ভাস্কর!

ভাস্কর। রঙ নেই—আলো নেই—সুর নেই—

মঞ্জু। কিন্তু আমরা তো আজ স্বাধীন হয়েছি ভাস্কর। তবে কেন আজো—

ভাস্কর। [মঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে] স্বাধীন! হ্যাঁ, তা হয়েছি বৈকি।

মঞ্জু। তবে?

ভাস্কর। স্বাধীন হয়েছি বটে তবে নিজেদের গড়বার তো পুরোপুরি সময় পাই নি!

মঞ্জু। ভাস্কর—

ভাস্কর। হ্যাঁ, রাতারাতি যেন সব ঘটে গেল। তাই তো চলেছে আমাদেব আজকের এই কঠিন গড়ার পালা। ঘরের কোণে কোণে অনেক জঞ্জাল, অনেক আবর্জনা জমে আছে এখনো, সব কিছু তো আজ আমাদেরই নিজের হাতে পরিষ্কার করবার দায়িত্ব মঞ্জু। [একটু থেমে] তাই তো বিস্মিত হই নি, মনে আঘাতও পাই নি এতটুকু যখন পথ দিয়ে আসতে আসতে একটু আগে লাঠির আঘাতটা আমার উপরে এসে পড়ল।

মঞ্জু। কি বলছ!

ভাস্কর। তাই। অথচ সে জানতেও পারে নি যে ইচ্ছা করেই তার সেই আঘাতের প্রতিঘাত আমি দিই নি।

মঞ্জু। বল কি! তুমি জেনেও তাকে কিছু বললে না।

ভাস্কর। না বলি নি। মা কি বলেন জান? জোর করে চাইলেই বা ছিনিয়ে নিতে গেলেই যেমন হাতের মধ্যে সব কিছু এসে যায় না। তেমনি প্রীতি বল, স্নেহ বল, ভালবাসা বল কোন কিছুই জোর করে পাওয়া যায় না, তার জন্য চাই প্রস্তুতি, তার জন্য যে চাই প্রতীক্ষা।

[সহসা ঐ সময় মঞ্জু নীচু হয়ে ভাস্করের পায়ের ধুলো নিতেই তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গিয়ে ভাস্কর বিস্ময়ে বলে ওঠে—]

ভাস্কর। ওকি! ওকি—

মঞ্জু। কিছু না। বাবা বলেন তুমি বর্তমানের নও আগামী দিনের—

ভাস্কর। আগামী দিনের?

মঞ্জু। হ্যাঁ, যে দিনের স্বপ্ন আজ আমরা দেখছি। আর তাই আজ এর বেশী কিছু চেও না ভাস্কর—

[মঞ্জুর দুই কাঁধে দুই হাত রেখে গাঢ় স্বরে ডাকে ভাস্কর—]

ভাস্কর। মঞ্জু।

মঞ্জু। হ্যাঁ, আজ আর এর বেশী দেওয়ার তোমাকে আমার কিছু নেই।

ভাস্কর। কি বলছ?

মঞ্জু। মনের মধ্যে যখন পরিচিত প্রীতি আর অপরিচিত কুসংস্কারের দ্বন্দ্বটা চলেছে ঠিক তখনই কেন তুমি আজ এলে ভাস্কর!

ভাস্কর। মঞ্জু—

মঞ্জু। বল।

ভাস্কর। না থাক আজ চলি।

[ভাস্কর ঘর থেকে বের হয়ে গেল। ভাস্করের গমন-পথের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে জলে মঞ্জুর দু চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়। সে শুধু বলে —]

মঞ্জু। আশ্চর্য!

॥ অন্ধকার হয়ে মঞ্চ ঘুরবে ॥

॥ ২ ॥

[মণীশ লাহিড়ীর গৃহের নিভৃত একটি ছোট ঘর। সময় রাত। ঘরের মধ্যে একাধারে একটি টেবিল, খান দুই চেয়ার। টেবিলের উপরে রয়েছে ফোন। ওপাশে একটি জানালা। ও তারই পাশে ভেজানো একটা দরজা। পরিধানে লংস ও হাত রোল করা শার্ট। মুখে পাইপ, মণীশ লাহিড়ী অস্থির ভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে কথা বলছেন—পাশে দাঁড়িয়ে জয়ন্ত।]

মণীশ। দুর্বলের আর এক নাম জেনো জয়ন্ত—vanquished ! সুবিধাবাদী না হতে পারো তো you loose everything। তোমার পথে যারা দাঁড়াবে তাকে সরাতেই হবে তা সে যেমন করেই হোক।

জয়ন্ত। [ইতস্তত করে] কিন্তু—

মণীশ। কিছু না। দেখ না, এই যে ওদের সব ছাঁটাই করা হয়েছে—কি পেরেছে, কি পারল ওরা করতে ?

জয়ন্ত। কিন্তু আমি শুনেছি চরম আঘাত হানবার জন্য ওরা তলে তলে প্রস্তুত হচ্ছে—

মণীশ। বেশ তো আমরাও প্রস্তুত হব। শোন জয়ন্ত, আমার অবর্তমানে সব কিছু তোমার আর মাধবীরই হবে। কিন্তু হওয়াটাই বড় কথা নয়, তাকে তোমাকে শক্ত মুঠোতেই ধরে রাখতে হবে।

জয়ন্ত। তা জানি। কিন্তু আমি ভাবছি আর কিছু দিন পরেই election—ওরাই আপনার ভরসা—

মণীশ। ভরসা আমি কারো উপরেই করি না জয়ন্ত। নিজের উপরেই আমার নিজের ভরসা। অন্যের উপরে যারা ভরসা করে they are fools! যাক্, রাত অনেক হল—এবারে তুমি যাও—

[জয়ন্ত যেতে যেতে একটু যেন ইতস্তত করেই ঘুরে দাঁড়াতে মণীশ ওর দিকে চেয়ে বলেন—]

মণীশ। কিছু বলবে?

জয়ন্ত। বলছিলাম আমাদের বিয়েটা—

মণীশ। Have you proposed to মাধবী?

জয়ন্ত। করেছি তো কিন্তু—

মণীশ। কিন্তু—

জয়ন্ত। She takes so lightly তার কাছে প্রস্তাবটা যেন একটা কৌতুকের বিষয়।

মণীশ। কৌতুকের! কি সে বলে?

জয়ন্ত। যা বলে অত্যন্ত অস্পষ্ট!

মণীশ। তুমি স্পষ্ট হলেই পারো। দেখ, এসব ব্যাপারে তোমাদেরই মীমাংসায় পৌঁছতে হবে, তোমাকে আর মাধুকে—

জয়ন্ত। কিন্তু—

মণীশ। যাও যাও। ব্যস্ত হচ্ছ কেন। আমি যখন কথা দিয়েছি—

জয়ন্ত। আপনি বোধ হয় একটা কথা জানেন না।

মণীশ। কি বল তো?

জয়ন্ত। ইদানীং কিছুদিন ধরে একটা যেন ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছে মাধবীর সঙ্গে ভাস্করের।

মণীশ। What? ভাস্কর! কেমন করে তাদের পরিচয় হল? [একটু থেমে] I see! মনে পড়েছে বটে, একদিন যেন

ফ্যাক্টরির অফিসে মাধু ভাস্করকে দেখেছিল। কিন্তু পরিচয়—না, না– I know মাধু।

জয়ন্ত। কিন্তু মিঃ লাহিড়ী—

মণীশ। [একটু ভেবে] ঠিক আছে, যাও।

জয়ন্ত। Good night.

মণীশ। Good night.

[জয়ন্ত চলে গেল। মণীশ পায়চারি করতে করতে চিন্তান্বিত ভাবে আপন মনেই যেন বলতে থাকেন—]

মণীশ। [আত্মগত] ভাস্কর, ভাস্কর চৌধুরী! আশ্চর্য, কেন, কেন এ দুর্বলতা আমার! কেন মনে হয় he is known —known to me! চেনা—চেনা মুখ। না, না—এ আমি কি ভাবচি। Am I mad! আমি, আমি কি পাগল হলাম!

[হঠাৎ জানালার দিকে নজর পড়ায় চকিতের জন্য সুধাকান্তর মুখটা দেখতে পান মণীশ।]

মণীশ। [চেঁচিয়ে] কে? কে? কে ওখানে?

[ঘর থেকে বের হয়ে গিয়ে সুধাকান্তকে ধরে টেনে ঘরে এসে ঢুকলেন মণীশ।]

মণীশ। কি করছিলে? কি করছিলে ওখানে দাঁড়িয়ে—

সুধা। আ—আমি তো—

মণীশ। বল। Speak out!

সুধা। আ-আমি তো ঘুমোচ্ছিলাম।

মণীশ। ঘুমোচ্ছিলাম! ঐ জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছিলে?

সুধা। আপনি তো জানেন—

মণীশ। জানি! কি জানি?

সুধা। ঘুমের মধ্যে অনেক সময় আমি হেঁটে বেড়াই। শুধিয়ে দেখবেন—বাসন্তীদি জানেন—আর মাধু, মাধুও জানে। [বলতে বলতে একটা হাই তুলে পা বাড়ায়] আ-আমি যাই।

মণীশ। দাঁড়াও সুধাকান্ত।

[সুধাকান্ত দাঁড়ায় এবং দাঁড়িয়ে চোখ বুজে বিড় বিড় করে আপন মনেই বলতে থাকে—]

সুধা। একুশ বছর। তিন লাখ হলে—

মণীশ। [গর্জন করে] সুধাকান্ত!

সুধা। জানেন মণীশবাবু—5-6 %—ক্যালকুলেশনটা যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

মণীশ। সুধাকান্ত!

[ইতিমধ্যে সুধাকান্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুমিয়ে নাক ডাকাতে শুরু করেছিল। মণীশের ডাকে কোন সাড়া দেয় না।]

মণীশ। সুধাকান্ত!

সুধা। [ঘুম ভেঙ্গে] অ্যাঁ—কে! ও আপনি মণীশবাবু! আচ্ছা মণীশবাবু—বিজয়া—ঐ যে আমার বোন—মাধুর মা—আত্মহত্যা করে নি তাই না?

[ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকেন মণীশ সুধাকান্তর দিকে।]

সুধা। না, না—সে—আত্মহত্যা করবে কেন! ওরা—ওরা সব মিথ্যে বলে বেড়ায়। মিথ্যে। বিজয়া মারা গিয়েছে—মারা গেলে আর দেখতে পাওয়া যায় নাকি কাউকে! তাই—তাই আর তাকে খুঁজে পাই না। পাই না—বিজয়াও হারিয়ে গেল, আর সুধাকান্তও হারিয়ে গেল।

মণীশ। [তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সুধাকান্তর দিকে চেয়ে] সুধাকান্ত—

সুধা। কিন্তু আপনার ঐ হবু-জামাই জয়ন্ত—জয়ন্ত কি বলছিল জানেন—বলছিল idle brain devil's workshop—একটা কিছু করতে। বলছিল চানাচুর-টানাচুর বিক্রী করতেও তো পারি। [একটু থেমে] ও আমার পোষাবে না। তার চাইতে [মণীশের কাছে এগিয়ে এসে] আমি কি ভাবছি জানেন। আরসেনিক। সেঁকো বিষের একটা কারবার খুললে কেমন হয়? যাকে খুশি তাকে দেবো। [ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকেন মণীশ সুধাকান্তর মুখের দিকে] যাকে খুশি। Slowly slowly—ধীরে ধীরে সে হবে পঙ্গু, অপদার্থ—imbecile। হ্যাঁ, হ্যাঁ—তাই আমি করব। তাই—

[শেষের কথাগুলো যেন আপন মনেই বলতে বলতে ঘর থেকে বের হয়ে যাবার জন্য এগিয়ে যায় সুধাকান্ত।]

মণীশ। [চিৎকার করে] সুধাকান্ত—

সুধাকান্ত। ভয় পেয়েছেন? জানি, ভয় পেয়েছেন— [প্রস্থান]

মণীশ। [চিৎকার করে] সুধাকান্ত, সুধাকান্ত—না, না,—তা হতে পারে না। তা হতে পারে না। [তার পর সহসা পিছনের দরজার দিকে তাকিয়েই আবছা আলো-ছায়ায় মাধবীকে দেখে ভীত কণ্ঠে—] কে? কে—কারা—কারা তোমরা ওখানে? Who! Who are you, কে, কে—সুজাতা—সুলতা—বিজয়া—

[মাধবী দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। ঘরে এসে ঢোকে।]

মাধবী। বাবা—বাবা—আমি, আমি—

মণীশ। কে? সুজাতা—সুলতা—বিজয়া—

[জানালা-পথে আবার সুধাকান্তর মুখটা দেখা দিল। সে শুনতে থাকে যেন।]

মাধবী। আমি, আমি মাধবী।

মণীশ। কে—সুলতা, সুজাতা—বিজয়া—

মাধবী। কি হয়েছে বাবা? কি হয়েছে? কাঁপছ কেন? বাবা বাবা!

মণীশ। [প্রকৃতিস্থ হয়ে] মাধু!

মাধবী। বাবা! বাবা! কি হয়েছে বাবা? কি হয়েছে?

মণীশ। মাধু!

[সুধাকান্তর মুখটা জানালা থেকে সরে গেল।]

মাধবী। কি হয়েছে বাবা?

মণীশ। কই না, কিছু তো হয় নি মা। কিছু তো হয় নি—

[বলতে বলতে যেন স্খলিত পায়েই ঘর থেকে চলে যায় মণীশ—ফ্যাল ফ্যাল করে তার গমনপথের দিকে চেয়ে থাকে মাধবী। মঞ্চ ঘুরে যায়।]

॥ ৩ ॥

[রাত্রি। ছোট একতলা ভাড়াটে বাড়ির একটি ছোট ঘর। চারিদিকে দারিদ্র্যের চিহ্ন সুস্পষ্ট। দেওযালে কম পাওয়ারের একটা বাতি টিম্ টিম্ করে জ্বলছে। মধ্যবর্তী দরজা-পথে ঝুলছে একটি জীর্ণ পর্দা। অনুরূপ একটি জীর্ণ পর্দা ঝুলছে ঘরের একটি মাত্র জানালা-পথে। একপাশে খাটের উপরে বিস্তৃত মলিন শয্যা। দেওয়ালে টাঙানো দড়িতে কিছু জামা কাপড়। ঘরের দেওয়ালে একটি কালীর পট। এক পাশে একটি মোড়া। মেঝেতে মাদুর পেতে বসে ঘরের সেই টিম্‌টিমে আলোয় মলিনা কি একটা সেলাই করছিল। জানালার পাশেই বাইরের দরজা। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। দরজার গায়ে টুক্ টুক্ শব্দ শোনা যেতেই চমকে ওঠে মলিনা।]

মলিনা। কে ?

মৃণ্ময। [নেপথ্যে] দরজা খোল মলিনা।

[মলিনা এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিতেই পায়জামা ও পাঞ্জাবী পরিহিত মৃণ্ময় এসে ঘরে ঢুকল।]

আজ কেমন আছ মলিনা ?

মলিনা। আজ তো ভালই আছি। [একটু থেমে] আজও কিছুক্ষণ আগে সেই কাব্‌লীওযালাটা এসেছিল।

মৃণ্ময়। [মোড়ায় বসতে বসতে নিশ্চিন্ত কণ্ঠে] আর আসবে না।

মলিনা। [বিস্ময়ে] আসবে না ?

মৃণ্ময। না। To the pie সব শোধ করে দিয়ে এলাম।

মলিনা। [বিস্ময়ে] শোধ করে দিয়ে এলে ?

মৃণ্ময়। হাঁ। যাও তো এক কাপ চা করে নিয়ে এসো তো।

[কথাটা বলতে বলতে মৃণ্ময় পকেট থেকে এক তাড়া নোট বের করে গুণতে শুরু করে। মলিনা মৃণ্ময়কে টাকা গুণতে দেখে বিস্ময়ে শুধায়।]

মলিনা। অত টাকা কোথা থেকে পেলে ?

মৃণ্ময়। [হঠাৎ যেন একটু থতমত খেয়ে টাকাটা পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে] রোজগার করেছি।

মলিনা। রোজগার করেছ ?

মৃণ্ময়। হ্যাঁ। কিন্তু কই, চা নিয়ে এলে না, গলাটা শুকিয়ে গিয়েছে—

মলিনা। [একটু যেন ভীত। এগিয়ে এসে] সত্যি কথা বল, কোথা থেকে ঐ টাকা এনেছ ?

মৃণ্ময়। বললাম তো। রোজগার করে।

মলিনা। তুমি, তুমি তা হলে জয়ন্তবাবুর কাছ থেকে টাকা নিয়েছ !

মৃণ্ময়। [ভ্রূকুটি করে মলিনার মুখের দিকে তাকিয়ে] হ্যাঁ, নিয়েছি। কেন নেবো না।

মলিনা। তুমি—তুমি তা হলে তার কথা মত—

মৃণ্ময়। [উঠে দাঁড়িয়ে] নিশ্চয়ই। তবে মৃণ্ময় চক্রবর্তী এত বোকা নয়। কিষণলালকে দিয়েই কাজটা হাসিল করে এসেছি—

মলিনা। [ভীত ব্যগ্রকণ্ঠে] কি ! কি করেছ তুমি, বল—বল ?—

মৃণ্ময়। টাকা দিয়ে ঠিক যেটুকু কাজ সে চেয়েছিল তাই—। তারও কাজ হল আর আমার—হ্যাঁ আমাদেরও আপাততঃ অভাব রইল না। বোকার মতই প্রথমটায় রাজী

হইনি। কিন্তু তারপর দু দিন ভেবেছি। কেন রাজী হব না। কেন? এত সহজে যখন এতগুলো টাকা পাওয়া যাচ্ছে—

মলিনা। না, না—এ কিছুতেই হতে পারে না। ও টাকা তোমাকে ফিরিয়ে দিতে হবে—

মৃণ্ময়। ফিরিয়ে দেব!

মলিনা। হ্যাঁ, হ্যাঁ—এত বড় অধর্ম—

মৃণ্ময়। অধর্ম! মিথ্যা। অধর্ম বলে দুনিয়ায়—হ্যাঁ আজকের দুনিয়ায় কিছু নেই। দুর্বল অসহায় ক্লীব অপদার্থদের ওটা একটা আত্মবঞ্চনা মাত্র। এতকাল বোকার মতই তাদের দলে ছিলাম কিন্তু আর নয়—

[হঠাৎ এগিয়ে এসে মলিনা মৃণ্ময়ের হাত ধরে বলে—]

মলিনা। কিছুতেই না, ও টাকা তোমাকে আমি নিতে দেব না—আমি বেঁচে থাকতে—

মৃণ্ময়। [মলিনাকে একটা ঝাঁকি দিয়ে সরিয়ে দিয়ে] নিতে দেবে না। হুঁ—

মলিনা। ওগো তোমার দুটি পায়ে পড়ি। এ অন্যায়, এ পাপ ভগবান সইবেন না—

মৃণ্ময়। অন্যায়! পাপ! ভগবান সইবেন না! নেই, নেই—ভগবান বলে কোন পদার্থই নেই। ওটা একটা অভিধানের কথা মাত্র! বুঝেছ, একটা অভিধানের শব্দ। [একটু থেমে] ভগবান নেই। আর যদি থাকেও তো ওদেরই ঘরে আছে, আমাদের ঘরে নেই।

মলিনা। আছেন, আছেন—ভগবান আছেন। নিশ্চয়ই এ দুঃখ একদিন আমাদের থাকবে না—

মৃণ্ময়। থাকবে। চিরজীবন থাকবে। জন্মমুহূর্ত থেকে শুরু হয়েছে—

মৃত্যুমুহূর্ত পর্যন্ত থাকবে। জয়ন্ত চৌধুরীর মত আমিও তো বি. এ. পাশ করেছিলাম। তবে সেই বা কেন অ্যাসিস্‌টেণ্ট ম্যানেজার আর আমিই বা কেন—ফ্যাক্টরির ত্রিশ টাকা হপ্তার সাধারণ একজন শিফ্‌টারমাত্র। বলতে পারো এ তোমাদের ভগবানের কোন্‌ বিধান? [একটু থেমে] দেশ-বিভাগের ফলে ছোট ভাইটা টি-বিতে একটু একটু করে ক্ষয় হয়ে গেল। জুতোর সুকতলা ছিঁড়েও কোন হাসপাতালে একটা বেডের ব্যবস্থা করতে পারলাম না। ছোট বোনটা ঘর থেকে বের হয়ে গেল—বাধা দিতে গেলাম, মুখের উপরে বলে গেল, এ ঘরে থেকে সে মরতে পারবে না—এমনি ভাবে দিনের পর দিন--

মলিনা। চুপ কর চুপ কর—সে কলঙ্কিনীর কথা আর বলো না।

মৃণ্ময়। কেন বলব না। সে আমারই বোন জান! একই মায়ের বুকের দুধ খেয়েছি আমরা। ঠিক করেছে, সে ঠিক করেছে। কেন সে শুকিয়ে মরবে, আমি তো পারি নি তাকে জীবনের কোন আশা দিতে, বড় ভাই হয়েও তো বলতে পারি নি, মিতু যাস্‌ নে আমি আছি রে। সব পুড়ে গেছে—সততা, ন্যায়, ধর্ম, ভগবান, মানুষ। আমাদের আবার ধর্ম কি! আমাদের আবার ভগবান কি! [একটু থেমে] ভুলে যাও মলিনা, ভুলে যাও। আমরাও কারো নই। আমাদেরও কেউ নেই। আজকের দুনিয়ায় কিছু নেই, আছে শুধু টাকা।

মলিনা। [চিৎকার করে] না, না—

মৃণ্ময়। নিশ্চয়ই। টাকাই সব। আর আজকের ভগবান হচ্ছে ঐ মণীশ লাহিড়ী আর জয়ন্ত চৌধুরীরা। আমিও এবার থেকে তাই ঐ ভগবানেরই পূজা করব।

[নেপথ্যে ঐ সময় জয়ন্তর গলা শোনা গেল। মৃণ্ময় থেমে যায়—]

জয়ন্ত। [নেপথ্যে] মৃণ্ময়বাবু, মৃণ্ময়বাবু—

মৃণ্ময়। [ব্যস্ত হয়ে] যাও যাও ভিতরে যাও। জয়ন্তবাবু এসেছেন। আসুন, আসুন জয়ন্তবাবু, ভিতরে আসুন—

[জয়ন্ত এসে ঘরে ঢুকল। মলিনা কিন্তু যায় না। জয়ন্তও ঘরে ঢুকে সামনে মলিনাকে দেখে একটু যেন বিব্রত বোধ করে।]

জয়ন্ত। Excuse me মৃণ্ময়বাবু, আমি বোধ হয় অসময়ে—

মৃণ্ময়। না, না—কিছু না—পরিচয় করিয়ে দিই, আমার স্ত্রী মলিনা।

জয়ন্ত। [হাত তুলে] নমস্কার—

মৃণ্ময়। বসুন জয়ন্তবাবু। [মোড়াটা এগিয়ে দেয়। জয়ন্ত বসে না। পকেট থেকে কিছু নোট বের করতে করতে বলে—]

জয়ন্ত। আপনার বাকী balanceটা দিতে এসেছিলাম। এই যে—[নিম্ন কণ্ঠে] কাজ হাসিল তো—

মৃণ্ময়। [হাত বাড়িয়ে] নিশ্চয়ই—

[মৃণ্ময় নোটের তাড়াটা নেবার আগেই মলিনা হঠাৎ উভয়ের মাঝখানে যেন চিলের মতই পড়ে ছোঁ দিয়ে জয়ন্তর হাত থেকে নোটের তাড়াটা ছিনিয়ে নিয়ে ঘরের কোণে ফেলে দিয়ে বলে ওঠে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে—]

মলিনা। নিয়ে যান। নিয়ে যান আপনার টাকা।

মৃণ্ময়। মলিনা!

মলিনা। এখনো দাঁড়িয়ে আছেন! যান! যান বলছি। কি মনে করেছেন আপনি! লজ্জা করল না আপনার একজন অভাবগ্রস্ত ভদ্রসন্তানকে টাকার লোভ দেখিয়ে আপনাদের জঘন্য নোংরামির মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে? যান—যান এখান থেকে—

[জয়ন্তর আর দাঁড়াবার সাহস হয় না। তাড়াতাড়ি ঘরের কোণ থেকে নোটের তাড়াটা তুলে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। মৃণ্ময়ও যেন ঘটনার আকস্মিকতায় কিছুক্ষণের জন্য বোবা হয়ে গিয়েছিল। জয়ন্ত ঘর থেকে বের হয়ে যেতেই সে দরজার দিকে পা বাড়াতে যায়।]

মলিনা। কোথায় যাচ্ছ ?

মৃণ্ময়। টাকা আমি নেবো।

মলিনা। না, না—

মৃণ্ময়। হ্যাঁ, হ্যাঁ—আমি নেবো, নেবো। আমাকে নিতে হবে। আমার অনেক—অনেক টাকার দরকার—

মলিনা। [মরীয়া হয়ে বাধা দিয়ে পথ রোধ করে] না, না—ও টাকা তোমাকে আমি কিছুতেই নিতে দেবো না, কিছুতেই না—

মৃণ্ময়। নিতে আমাকে হবেই। নিতে আমাকে হবেই—অনেক হারিয়েছি আমি মলিনা, আর আমি হারাতে পারব না [বলতে বলতে পাগলের মতই পকেট থেকে কতকগুলো রির্পোট বের করে] এই—এই দেখ—ডাক্তার বলেছে—তোমার টি. বি.।

মলিনা। কি ! কি বললে ?

মৃণ্ময়। হ্যাঁ—টি. বি.। টি. বি.—

মলিনা। বেশ তো, কি হয়েছে তাতে—

মৃণ্ময়। [আর্তকণ্ঠে] মলিনা !

মলিনা। হ্যাঁ—যে তুমি একদিন দেশ-বিভাগের ফলে ভিটেমাটি হারিয়েও এতটুকু ভেঙ্গে পড় নি, একমাত্র ভাই—টি. বি-তে বিনা চিকিৎসায় মরল, তবু এক ফোঁটা চোখের জল

ফেল নি, একমাত্র বোন বাড়ি ছেড়ে চলে গেল—সেই আঘাতেও একটি দীর্ঘশ্বাস ফেল নি—সেই তুমি আজ—আজ আমার জন্য—

মৃণ্ময়। [চিৎকার করে ওঠে] মলিনা—মলিনা—

মলিনা। হ্যাঁ—কিছুতেই তোমাকে আমি ঐ কাদার মধ্যে নামতে দেবো না—কিছুতেই না। না—

॥ মঞ্চ ঘুরে যাবে ॥

॥ ৪ ॥

[সময় সন্ধ্যা। ফ্যাক্টরিতে ডাইরেক্টার্স রুমের মধ্যে ফ্যাক্টরি সংক্রান্ত ব্যাপারে জরুরী মিটিং বসেছে। একটা লম্বা টেবিল। টেবিলের দু'পাশের চেয়ারে তিনজন ডাইরেক্টার—মিঃ কর্মকার, মিঃ ত্রিপাঠী—মণীশ লাহিড়ী ও জয়ন্ত। টেবিলে ফোন ও ফাইলপত্র রাখা।]

মিঃ কর্মকার। স্ট্রাইক, স্ট্রাইক, স্ট্রাইক। We must stop it মিঃ লাহিড়ী।

মিঃ ত্রিপাঠী। তা বুঝলেন কিনা ওর নাম কি যেমন করেই হোক্—

[মিঃ ঝুনঝুনওয়ালার প্রবেশ।]

ঝুন। রাম, রাম—লহোরী সাহেব—মিটিং উটিং কি হোইয়ে গেলো নাকি ?

জয়ন্ত। না—এই শুরু হচ্ছে—

ঝুন। [বসতে বসতে] হ্যাঁ, হনুমানজীর মন্দিরসে আসতে

আসতে একটু দেরি হোয়ে গেল—তা স্ট্রাইক—ধোর্মঘট হোবে না তো—

জয়ন্ত। [একটা খাতা এগিয়ে দিয়ে সই করাতে করাতে] না, না—

ত্রিপাঠী। বুঝলেন কিনা মিঃ ঝুনঝুনওয়ালা—situation is very bad!

ঝুন। আরে মোশায়, হামি তো বলছি—রুপিয়া, রুপিয়া ছাড়ুন—সোব বিলকুল ঠিক হোয়ে যাবে। হাঁ—

মণীশ। Not so easy! এত সহজ নয় ব্যাপারটা মিঃ ঝুনঝুনওয়ালা।

ঝুন। কি যে বোলেন আপনি লহোড়ী সাহেব। ও রুপেয়া এইসা চীজ আছে—দিনকে রাত, রাতকে দিন কোরে। মুর্দা ভি বাত্ কোরে। এক হাজার না হোয়, দশ, বিশ, পঁচাশ—শ্রীমন্তবাবু—আপনি অহি রাস্তা লিন—

জয়ন্ত। আপনি আবার সেই ভুল করছেন মিঃ ঝুনঝুনওয়ালা। আমার নাম শ্রীমন্তবাবু নয়, জয়ন্তবাবু—

ঝুন। আরে মোশায ওহি হোলো। হামলোক বোলে যিসকো নাম হনুমানজী ওহি পোবননন্দন—হাঁ, আপনি ওহি রাস্তা লিন, আপনি কি বোলেন লহোড়ী সাহেব?

[সকলের মৃদু হাসি।]

মণীশ। You don't know him মিঃ ঝুনঝুনওয়ালা—আমি তাকে চিনি—

জয়ন্ত। ভাস্করবাবু যদি একান্তই আমাদের proposal না মেনে নেন তো—অন্য পথও আমি ভেবে রেখেছি মিঃ লাহিড়ী।

মণীশ। অন্য পথ?

জয়ন্ত। হ্যাঁ। এমন ভাবে টোপ আমি চারিদিকে ফেলেছি, একটা না একটা মাছ টোপ গিলবেই—আর একবার যদি টোপ গেলে তো—ব্যাস্—গলায় বঁড়শী বিঁধিয়ে সে মাছকে আমি ঠিক ডাঙ্গায় তুলে আনবো।

ঝুন। ও সব হামি কুছু বুঝে না জয়ন্তবাবু, লেকেন বাত্ হচ্ছে—strike বোন্ধ করতেই হবে—হ্যাঁ—

ত্রিপাঠী। হ্যাঁ—বুঝলেন কিনা—এসময় strike না বন্ধ করতে পারলে ওর নাম কি কম্পানির আট দশ লাখ টাকা লোকসান হয়ে যাবে।

ঝুন। ওরে বাবা। ও কথা বোলবেন না মিঃ চৌপাঠী। Production বোন্ধ হোলে সে হামি ঠিক হার্টফেল করবে, আপনি তো জানেন—ওলরেডি তিন-তিনবার সে হার্ট অ্যাটাক্ হামার হোয়ে গিয়েসে—

জয়ন্ত। কেন ঘাবড়াচ্ছেন আপনারা, দেখুন না আমি কি করি।

ঝুন। যা কোরবার জলদি জলদি কোরেন শ্রীমন্তবাবু! হাপনি তো জানেন হনুমান কা লেড়কা ছোবিটা ডুব্‌লো—শালা এতো নাচা গানা লাগালাম মায় রাম সীতাকো একঠো লাভ্ সিন ভি দিয়ে দিলাম—লেকেন কুছু মিলল না। এক দম দশ লাখ টাকা বরবাদ হোয়ে গেল। গরমেণ্ট সুগার কণ্ট্রোল করলো—সুগার ফ্যাকট্রি ভি বোন্ধ হয়ে গেল—এখোন সারা body মে সুগার ফ্যাকট্রি। এ কারবার ভি যদি বোন্ধ হয়ে যায়—হামি সো ঠিক কোরোনারী থমবোসিসে—finished হোয়ে যাবে।

কর্মকার। শুধু একা তোমারই নয় ঝুনঝুনওয়ালা, আমাদের সকলেরই thrombosis হবে!

জয়ন্ত। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। যেমন করে হোক strike আমি বন্ধ করব।

মণীশ। জয়ন্ত চেষ্টা করছে করুক। আমিও দেখছি কি করা যায়।

কর্মকার। Then when we are meeting again ?

মণীশ। ঠিক টাইমেই notice পাবেন।

[মিঃ ত্রিপাঠী ও কর্মকার ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। ঝুনঝুনওয়ালা যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে—]

ঝুন। মিঃ লাহিড়ী production বোন্ধ হোবে না তো ?

মণীশ। না, না—you may be rest assured—নিশ্চিন্ত থাকুন—

ঝুন। হাঁ, দেখবেন। তিন তিনটে হার্ট অ্যাটাক হোয়ে গিয়েসে— [প্রস্থান]

মণীশ। [জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে] জয়ন্ত আজ রাত্রে তুমি আমার সঙ্গে একবার দেখা করবে আমার বাড়িতে—

জয়ন্ত। কখন ?

মণীশ। After nine—any time.

জয়ন্ত। বেশ।

[মণীশ চলে গেলেন। জয়ন্ত পকেট থেকে সিগ্রেট কেস্ বের করে একটা সিগ্রেট ধরাতে থাকে। বেয়ারা এসে ঘরে ঢুকে সেলাম দিল।]

বেয়ারা। সাব্—

জয়ন্ত। কেয়া।

বেয়ারা। মৃণ্ময়বাবু—

জয়ন্ত। যাও। ভেজ দেও ইধার।

[বেয়ারা সেলাম দিয়ে চলে গেল। জয়ন্ত ধূমপান করতে করতে পায়চারি করতে থাকে। আর আপন মনেই বলে—]

জয়ন্ত। মৃণ্ময় আর মহেশ are in my hand। মোক্ষম দুটো অস্ত্র।

[মৃণ্ময় এসে ঘরে ঢুকল। মাথার চুল উস্কো-খুস্কো। চোখের কোলে কালি, উদ্‌ভ্রান্তের মত দৃষ্টি। পরিধানে একটা স্ল্যাক্ ও বুশ কোট। বুশ কোটের বোতাম খোলা। মৃণ্ময়ের দিকে দৃষ্টি পড়তেই যেন চমকে ওঠে জয়ন্ত।]

জয়ন্ত। [বিস্ময়ভরা কণ্ঠে] মৃণ্ময়বাবু, কি ব্যাপার!...Anything wrong?

[ফ্যাল্ ফ্যাল করে চেয়ে থাকে মৃণ্ময় কিছুক্ষণ। তার পর পকেট থেকে নোটের তাড়াটা বের করে জয়ন্তর দিকে এগিয়ে ধরতেই—]

জয়ন্ত। কি ব্যাপার? একি!

মৃণ্ময়। নিন—

জয়ন্ত। মৃণ্ময়বাবু!

মৃণ্ময়। নিন। আর দরকার নেই। আর আমার দরকার নেই এ টাকার—

জয়ন্ত। [বিস্ময়ে] কি বলছেন মৃণ্ময়বাবু!

মৃণ্ময়। বললাম তো, এ টাকায় আর আমার দরকার নেই। ঋণ—সব ঋণ আমার শোধ হয়ে গিয়েছে [কণ্ঠস্বর বুজে আসে]—

জয়ন্ত। মৃণ্ময়বাবু—

মৃণ্ময়। জয়—জয়—আপনাদেরই জয় হয়েছে জয়ন্তবাবু, আপনাদেরই জয় হয়েছে। মলিনা নেই—

জয়ন্ত। কি বললেন! মলিনা দেবী, মানে আপনার স্ত্রী—

মৃণ্ময়। হ্যাঁ, আপনাদের টাকা, আপনাদের ডাক্তার বাঁচাতে পারে নি মলিনাকে, কাল রাত্রে তিনবার, তিনবার blood vomit করল। তারপর, তারপর সে ঘুমিয়ে পড়ল। সে এখনো ঘুমোচ্ছে, আমাকে যেতে হবে। [নোটগুলো এগিয়ে ধরে] নিন্ নিন, take it! take it back! take your entire money back, সব টাকা। আমি, আমি এবারে ঋণমুক্ত। আর আমার কোন ঋণ রইল না, আর কোন ঋণ রইল না।

[বলতে বলতে নোটগুলো জয়ন্তর গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে বের হয়ে যায় মৃণ্ময়। ছত্রাকার নোটের মধ্যে ভূতগ্রস্তের মত দাঁড়িয়ে থাকে জয়ন্ত। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে ঘুরে যাবে।]

॥ ৫ ।

[অনেক রাত। ভাস্করের শোবার ঘর। ঘরের জানালা খোলা। সেই জানালা-পথে পথের ধারের গাছের একটি ডাল এসে একেবারে যেন জানালা ছুঁয়েছে, চাদের আলোয় চিক্ চিক্ করছে, দুলছে হাওয়ায়। ঘরে একধারে ভাস্করের শয্যা বিছানো খাট, তার পাশে টেবিল—টেবিলের উপরে বই ইত্যাদি ও একটি টেবিল ল্যাম্প্। জানালার ধারে চুপটি করে দাঁড়িয়ে সুলতা। দূরে কোথা থেকে ইমনকল্যাণে সানাইয়ের সুর ভেসে আসছে। ফ্যাক্টরি-ফিরত ভাস্কর এসে ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে টেবিল ল্যাম্প্‌টা জেলে দিতেই সুলতা ফিরে তাকাল।]

সুলতা। [চম্‌কে] কে! ও ভাস্কর।

ভাস্কর। অন্ধকারে অমন করে জানলার ধারে চুপটি করে দাঁড়িয়ে ছিলে কেন মা ?

সুলতা। তোর ফিরতে আজ এত রাত হল যে ভাস্কর ?

[গায়ের জামা খুলতে খুলতে ভাস্কর বলে—]

ভাস্কর। মালিকদের সঙ্গে মিটিং ছিল—

সুলতা। কি হল ?

ভাস্কর। হল না।

সুলতা। কোন রকম মীমাংসাই সম্ভব হল না তাহলে ?

ভাস্কর। না।

সুলতা। [স্থির কণ্ঠে] মীমাংসার পথে তা হলে তারা যাবে না ?

ভাস্কর। না। প্রয়োজন হলে নাকি ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দেবে, তবু না—কিন্তু আমি চেয়েছিলাম মা—আজকের দিনে তারা আমাদের দুঃখটা বুঝবে—

সুলতা। এমন জায়গায় ওরা বসে আছে ভাস্কর, যেখান থেকে শুনলেও শোনা যায় না—বুঝলেও বোঝবার উপায় নেই—

ভাস্কর। মা।

সুলতা। কি বাবা ?

ভাস্কর। কিন্তু কি হবে মা ?

সুলতা। কিসের কি হবে ?

ভাস্কর। আজকের মিটিংয়ে দেখলাম যে ভাবে শ্রমিকদের মনে বিশেষ ভাবে হরদয়াল, মৃণ্ময় প্রভৃতির ভিতরে বারুদ জমে উঠেছে, দপ্ করে যে কখন জ্বলে উঠবে—

সুলতা। [শান্তকণ্ঠে] জ্বলে উঠলে সব পুড়বে।

ভাস্কর। কিন্তু মা—

সুলতা। পোড়বার কথা ভাবছিস ভাস্কর ! কিন্তু আগুন নিয়ে খেলতে

গেলে পুড়বে না তা তো হতে পারে না। আর আজ সেই কথা ভেবে ভয় পেলেই বা চলবে কেন?

ভাস্কর। ভয়! না মা, ভয় পাই নি আমি। আমি ভাবছিলাম এদের পরিবারদের কথা—

সুলতা। আগুন যখন লাগে তখন আশপাশের অনেক কিছুই পোড়ে। তোমাদের বেলাতেও পুড়বে। আর আগুন যে ধরতে পারে তা কি তোমরা জানতে না?

ভাস্কর। জানতাম বৈকি। সে জন্য তো সর্বদাই আমরা প্রস্তুত—

সুলতা। ভাস্কর—

ভাস্কর। কি মা?

সুলতা। ন্যায় হোক অন্যায় হোক, আজ কিন্তু ওরা তোমারই মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে—

ভাস্কর। [বিস্ময়ে] মা—

সুলতা। তুমিই ওদের দলপতি।

ভাস্কর। না, মা, না—সে কথা একবারের জন্যও আমি ভুলি নি। সবার আগে এগিয়ে যাব আমিই—

সুলতা। কেবল এগিয়ে যাওয়াই নয়, সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি ও ভাবাবেগের উর্ধ্বে তোমাকে থাকতে হবে।

[ভাস্কর এগিয়ে এসে মার পায়ের ধুলো নিতে নিতে বলে—]

ভাস্কর। তোমার কাছে যে শিক্ষা পেয়েছে ভাস্কর—তার এতটুকু এদিক ওদিক হবে না জেনো।

সুলতা। [ভাস্করের মাথায় হাত রেখে] আমি জানি বাবা, তুমি আমার সত্যিই ভাস্কর। বোস্ বাবা—আমি খাবারটা তোর গরম করতে দিয়ে আসি—

[সুলতা চলে গেল এবং মঞ্জু এসে ঘরে ঢুকল।]

ভাস্কর। এ কি, মঞ্জু—এত রাত্রে—

মঞ্জু। কদিন থেকে এসেও তোমার দেখা পাচ্ছি না। আজ তুমি যখন আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে আসো, জানালায় দাঁড়িয়ে ছিলাম, তোমাকে ডাকলাম কিন্তু তুমি শুনতে পেলে না— [তার পর একটু চুপ করে থাকে।]

ভাস্কর। হ্যাঁ, ইউনিয়নের ব্যাপারে কদিন খুব ব্যস্ত আছি, কিন্তু কি ব্যাপার মঞ্জু?

মঞ্জু। আমি পরশু এখান থেকে চলে যাচ্ছি—

ভাস্কর। চলে যাচ্ছ? কোথায়?

মঞ্জু। দিল্লীতে।

ভাস্কর। হঠাৎ দিল্লীতে?

মঞ্জু। একটা ভাল চাকরি পেয়ে গেলাম—

ভাস্কর। কিন্তু তোমার বাবা?

মঞ্জু। তুমি তো জান আমার বাবাকে। জীবনের উন্নতির পথে কোন দিন কখন তিনি দাঁড়ান না। তাঁর স্নেহ সেখানে পথ রোধ করে না—যাক সে কথা। সেদিন যে কথাটা বলতে পারি নি, যাবার আগে আমার সেই কথাটাই কেবল—

ভাস্কর। [কাছে এসে] মঞ্জু!

মঞ্জু। আমি সব জানি এইটুকু শুধু মনে থাকে যেন তোমার—

ভাস্কর। কি বলছ!

মঞ্জু। আজ থাক সে সব কথা। শুধু ঐ কথাটা মনে রেখো—আর—

ভাস্কর। আর?

মঞ্জু। মনে রেখো, মঞ্জু যেখানে যত দূরেই থাক না কেন, তোমার

জন্যই সে অপেক্ষা করছে। আমি যাই—

[ঘর থেকে বের হয়ে গেল মঞ্জু। হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকে ভাস্কর। সুলতা এসে ঘরে ঢোকেন।]

সুলতা। কার সঙ্গে কথা বলছিলি, কে এসেছিল রে ভাস্কর ?

ভাস্কর। অ্যাঁ। ও মা—

সুলতা। কে এসেছিল ?

ভাস্কর। মঞ্জু।

সুলতা। মঞ্জু !

[বাইরে ঐ সময় মহেশের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।]

মহেশ। [নেপথ্যে] ভাস্কর। ভাস্কর—

ভাস্কর। একি ! এত রাত্রে মহেশের গলা মনে হচ্ছে যেন।

[ভাস্করের মুখের কথা শেষ হল না, মহেশ এসে ঘরে ঢুকল।]

ভাস্কর। কি ব্যাপার মহেশ, এত রাত্রে ?

মহেশ। খবর আছে—

ভাস্কর। [বিস্ময়ে] খবর !

মহেশ। শিবেনদের দল তোমার উপরে আস্থা হারিয়েছে, তাই তারা নিজেরাই ব্যবস্থা হাতে নিয়ে—

ভাস্কর। কি ! কি করেছে তারা ?

মহেশ। এতক্ষণে হয়তো মেকানিক রামশরণকে দিয়ে নতুন চার নম্বর মেশিনের ফিউজ নষ্ট করে দিয়েছে—

ভাস্কর। [চমকে] সে কি ! মেশিন চলার সঙ্গে সঙ্গে যে ভীষণ accident হবে। তুমি—তুমি জান মহেশ, আজ চার নম্বর মেশিনটায় night-shiftএ কাজ আছে কিনা ?

মহেশ। আছে, সুরজিৎদেরই তো night-shift আছে—শিগ্‌গীরি তুমি যদি সেখানে না যাও তো—

সুলতা। তুমি—তুমি ঠিক জান মহেশ ?

মহেশ। জানি বৈকি মা। আর এতক্ষণে হয়তো নষ্ট করেও দিল সব—

ভাস্কর। কি হবে মা, কি হবে—

সুলতা। রামশরণ এ কাজ করবে তুমি—তুমি ঠিক জান মহেশ ?

মহেশ। হ্যাঁ মা—ওদের আমি পরামর্শ করতে নিজের কানে—শুনেই তো ছুটে আসছি—

ভাস্কর। তুমি যাও মহেশ, আমি আসছি। আমি! আমি চললাম মা—

[মহেশ চলে গেল।]

সুলতা। ভাস্কর—

ভাস্কর। [যেতে উদ্যত হয়ে] আমাকে শেষ চেষ্টা একবার করতে হবেই মা। আর—আর শিবেনের সঙ্গেও আমাকে একটা বোঝাপড়া করতে হবে—

সুলতা। না, না—ভাস্কর—

ভাস্কর। হ্যাঁ মা, তাকে জবাবদিহি করতে হবে। কেন সে এভাবে আমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিল।

সুলতা। না আমাকে কথা দিয়ে যাও—শিবেনের ওখানে তুমি যাবে না।

ভাস্কর। মা—

সুলতা। হ্যাঁ, শিবেনরা চিরদিন জগতে আছে আর থাকবেও—তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ মানেই শক্তিক্ষয়—

ভাস্কর। কিন্তু মা, সে যা অন্যায় করেছে—

[ঠিক ঐ সময় বাইরে একটা গাড়ি এসে থামবার আওয়াজ শোনা যায়। ভাস্কর ছুটে গিয়ে জানালা পথে উঁকি দিয়ে—]

ভাস্কর। একি—মনে হচ্ছে যেন আমাদেরই বাড়িতে কেউ এল গাড়িতে চেপে—

সুলতা। আমাদের বাড়িতে!

[নেপথ্যে মাধবীর গলা শোনা গেল।]

মাধবী। [নেপথ্যে] ভাস্করবাবু, ভাস্করবাবু—

[মাধবী এসে ঘরে ঢোকে।]

মাধবী। ভাস্করবাবু—এই যে ভাস্করবাবু—বেরুচ্ছিলেন বোধ হয়?

ভাস্কর। হ্যাঁ—আমাকে এক্ষুনি একবার বেরুতে হবে।

মাধবী। কিন্তু যাবেন কোথায়?

ভাস্কর। ফ্যাক্টরিতে।

মাধবী। [হেসে] বুঝেছি—কিন্তু সেখানে গিয়ে আর এখন কি করবেন!

ভাস্কর। কেন, কেন—আপনি—তবে কি—তবে কি?

মাধবী। আপনাদের plan সব ভেস্তে গিয়েছে।

ভাস্কর। ভেস্তে গিয়েছে?

মাধবী। হ্যাঁ—somebody has betrayed you, বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে।

ভাস্কর। বিশ্বাসঘাতকতা!

মাধবী। হ্যাঁ—বাবা এইমাত্র খবর পেয়ে ফ্যাক্টরিতে ফোন করে দিয়েছেন এবং নিজেও গিয়েছেন।

ভাস্কর। সত্যি, সত্যি বলছেন?

মাধবী। মিথ্যে বলব কেন! আপনার সঙ্গে বুঝি আমার সেই সম্পর্ক! পরস্পর না আমরা বন্ধু ভাবে হাত মিলিয়েছি—

ভাস্কর। উঃ সত্যি, সত্যি—আপনি আমাকে বাঁচালেন মাধবী দেবী—

মাধবী। [আশ্চর্য হয়ে] বাঁচালাম !

ভাস্কর। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—

মাধবী। কিন্তু আপনার কথা তো কিছুই আমি বুঝতে পারছি না ভাস্করবাবু! আপনাদের প্ল্যানটা ভেস্তে গেল সেই খবরটাই তো আমি দিয়েছি—

ভাস্কর। [মৃদু হেসে] কিন্তু আপনি তো সেখানেই ভুল করেছেন মাধবী দেবী।

মাধবী। ভুল !

ভাস্কর। হ্যাঁ—কারণ মেশিন ধ্বংস করব that was never our plan ! আমাদের মধ্যে কেউ কেউ হযতো আক্রোশের মাথায়, উত্তেজনার মাথায় ঐ কাজ করতে গিয়েছিল। না মাধবী দেবী, we are not saboteirs—

মাধবী। কিন্তু—

ভাস্কর। না। Are we so fools—আমরা কি এতই বোকা ? মেশিন তো ওদের insured ! মেশিন গেলে ওরা পুরো টাকাই ফিরে পাবে। আর আমাদের ঐ মেশিনই হচ্ছে রুজি, রোজগার—আমাদের সব কিছুই তো ঐ মেশিনের সঙ্গেই জড়িত। মেশিন একদিন বন্ধ থাকলে তাই আমা-দেরই উপবাস। মেশিন গেলে তাই আমাদেরই গেল—আমাদের জেহাদ তো মেশিনের বিরুদ্ধে নয়—machine of oppressionএর বিরুদ্ধে, ওদের—ঐ মেশিনওলাদের capitalist মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে—

মাধবী। I see ! এতক্ষণে বুঝলাম। যাই হোক ভাল খবরই তাহলে একটা দিয়েছি কি বলুন ?

ভাস্কর। হ্যাঁ—তবে সংবাদটার মধ্যে যেটুকু দুঃসংবাদ সেটা হচ্ছে

somebody has betrayed us !

[সুলতা এতক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে মাধবীর দিকে চেয়েছিল। উত্তেজনার বশে মাধবীরও এতক্ষণ সুলতার প্রতি নজর পড়ে নি। এখন হঠাৎ নজর পড়তেই তাড়াতাড়ি এগিযে গিয়ে মাধবী সুলতার পায়ের ধুলো নিতে নিতে বলে—]

মাধবী। না বললেও বুঝতে পারছি, আপনিই বোধ হয় ভাস্কর-বাবুর মা।

সুলতা। [চিবুক স্পর্শ করে] হ্যাঁ মা, বেঁচে থাকো। তুমি—

মাধবী। [মৃদু হেসে] এখনো বুঝলেন না—আমি ওঁদের শত্রুপক্ষের মেয়ে—

সুলতা। [বিস্ময়ে] শত্রুপক্ষ !

মাধবী। হ্যাঁ—শত্রুপক্ষ। আমার বাবা মণীশ লাহিড়ী।

সুলতা। কি ? কি—কার—কার মেয়ে তুমি বললে !

ভাস্কর। মণীশ লাহিড়ী—

[সুলতা টলে পড়ে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি ভাস্কর দুহাত বাড়িয়ে মাকে ধরে ফেলে।]

ভাস্কর। কি হল মা, কি হল !

সুলতা। [সামলে নিয়ে] না বাবা, কিছু না—কিছু না—[তারপরই মাধবীর দিকে এগিয়ে গিয়ে মাধবীর দুগালে হাত দিয়ে] মাধু, তুমি—তুমি—

মাধবী। হ্যাঁ মা, আমি—

সুলতা। [দু হাতে মাধবীকে বুকের মধ্যে নিয়ে অশ্রুঝরা কণ্ঠে] বেঁচে থাকো মা, বেঁচে থাকো।

॥ মঞ্চ অন্ধকার হয়ে ঘুরে যায় ॥

॥ ৬ ॥

[সময় দ্বিপ্রহর। ফ্যাক্টরিতে মণীশ লাহিড়ীর নিজস্ব সেই পূর্বেকার অফিস ঘর। অফিস-টেবিলে দেখা গেল মণীশ লাহিড়ী ফোনে যেন কার সঙ্গে কথা বলছেন।]

মণীশ। [ফোনে] হ্যাঁ, হ্যাঁ—মিঃ বক্সী—ওদের বিরুদ্ধে কোন চার্জ আনা হবে না—না—সে পরে ভেবে দেখব। ঠিক আছে—

[জয়ন্ত এসে হন্তদন্ত হয়ে মণীশের অফিস-কামরায় ঢুকল।]

মণীশ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—

জয়ন্ত। মিঃ লাহিড়ী—

[হাত তুলে জয়ন্তকে নিবৃত্ত করে পূর্ববৎ ফোনে কথা বলে চলেন মণীশ।]

মণীশ। বললাম তো—অন্যান্য ডাইরেক্টাররাও সেই মত দিয়েছেন।

[ফোন রেখে দিতেই জয়ন্ত বলে—]

জয়ন্ত। একি সত্যি মিঃ লাহিড়ী, আপনি নাকি পরশুর রাত্রের ব্যাপারে ওদের বিরুদ্ধে কোন চার্জই আনছেন না ?

মণীশ। [পাইপে অগ্নিসংযোগ করতে করতে] না—

জয়ন্ত। কিন্তু এত বড় একটা serious ব্যাপার—

মণীশ। Serious বলেই তো আমাদের ঢের বেশী seriously think করতে হবে।

জয়ন্ত। কিন্তু আমার মনে হয় মিঃ লাহিড়ী—

মণীশ। কি মনে হয় ?

জয়ন্ত। সেদিনকার ব্যাপারে অনায়াসেই আমরা এবারে ভাস্করকে কোণঠাসা করতে পারতাম।

মণীশ। না, না। পারতাম না। To be frank, আমরা তা পারিও নি—কারণ সে রাত্রে ভাস্করকে কারখানার ধারে কাছেও কেউ দেখতে পাই নি—[কথাটা বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি করতে করতে] and that is mysterious to me! অত্যন্ত দুর্বোধ্য লেগেছে আমার কাছে, কে—কে তাকে সাবধান করে দিল। Who?

জয়ন্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা বোধ হয় তাকে—

মণীশ। হবে, ব্যস্ত হচ্ছ কেন। শুধু কোণঠাসা কেন, এমন ভাবে ওর গলায় ফাঁস দেব যে একেবারে শ্বাসরোধ হয়ে—

জয়ন্ত। কিন্তু আপনি জানেন না মিঃ লাহিড়ী—He is very shrewd—

মণীশ। মণীশ লাহিড়ীও জানে how to tackle them। Don't be impetient—হ্যাঁ—সেই লোকটা কোথায়? যে আমাদের news-টা দিয়েছিল?

জয়ন্ত। কে, মহেশ সরকারের কথা বলছেন!

মণীশ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাকে আসতে বলেছিলাম।

জয়ন্ত। পাশের ঘরেই তো wait করছে।

মণীশ। যাও—পাঠিয়ে দাও তাকে।

জয়ন্ত। লোকটা সত্যি অপূর্ব অভিনয় করেছে—

মণীশ। করবেই তো—জাত অভিনেতা। আমাদের সঙ্গেও অভিনয় করেছে—ওদের সঙ্গেও করেছে—so I want him! যাও পাঠিয়ে দাও—

[জয়ন্ত চলে গেল। মণীশ আবার ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকেন চিন্তান্বিতভাবে। এবং একটু পরেই এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে মহেশ এসে ঘরে ঢুকল।]

মহেশ। নমস্কার স্যার—

মণীশ। নমস্কার। [তার পর একটু পায়চারি করে হঠাৎ সামনে এসে থেমে] মহেশবাবু, কোম্পানির বহু টাকার loss বাঁচিয়ে সত্যিই তুমি উপকার করেছ। Company সত্যিই তোমার কাছে কৃতজ্ঞ—

মহেশ। [হাত কচলে] না, না—কি আর এমন করেছি। আপনার নুন খেয়েছি—

মণীশ। নুনের ঋণ তুমি শোধ করেছ এবং তার পুরস্কারও তোমার প্রাপ্য—

মহেশ। এবার কিন্তু better post দেবেন স্যার—

মণীশ। হ্যাঁ, পুরস্কার তুমি পাবে বৈকি! সবই আমি প্রস্তুত করে রেখেছি।

[কথাটা বলে মণীশ লাহিড়ী টেবিলের টানা খুলে একটা মুখবন্ধ খাম ও একটা টাইপ করা চিঠি বের করে মহেশের সামনে এগিয়ে এলেন—]

মণীশ। এই খামে হাজার টাকা আছে।

[মহেশ লোভীর মত খামটা মণীশ লাহিড়ীর হাত থেকে নিতে যাচ্ছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাতটা টেনে নিয়ে মণীশ বললেন—]

মণীশ। উঁহু—তার আগে এই কাগজটায় একটা সই করে দিতে হবে [বলতে বলতে টাইপ করা কাগজটা এগিয়ে দিলেন]।

মহেশ। কি, এটা—

মণীশ। তোমার resignation letter—

মহেশ। [হতভম্বের মত] রেজিগনেশন!

মণীশ। হ্যাঁ—যাদের বন্ধু হয়ে সেদিন আমাকে newsটা দিয়েছিলে, কাল তো তেমনি করে বন্ধু সেজে তাদেরও আবার আমার newsটা তুমি দিতে পারো মহেশবাবু। সেই কারণেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে এই চুক্তিপত্রটুকু nothing more!

মহেশ। একি বলছেন স্যার—আমাকে—আমাকে আপনি বরখাস্ত করছেন!

মণীশ। কথাটার আসল মানে করলে অবিশ্যি তাই দাঁড়ায়, কিন্তু লোকে জানবে তুমিই স্বেচ্ছায় চাকরি ছেড়ে গেলে—তোমারও মুখোশটা বজায় রইল—আমারও কার্যসিদ্ধি হল। নাও সই কর—

মহেশ। [কেঁদে পড়ল] দয়া করুন স্যার, মরে যাব—গরীবকে মারবেন না।

মণীশ। দেখ মহেশবাবু, দয়াই তোমাকে আমি করছি। কেঁদে কোন ফল হবে না—সই তোমাকে করতেই হবে। কর সই—Put your signature! আমার সময়ের দাম আছে—

[হঠাৎ মণীশ লাহিড়ীর পায়ের কাছে বসে পড়ে মহেশ এবারে এবং কাঁদতে কাঁদতে বলে—]

মহেশ। দয়া করুন স্যার—

মণীশ। মহেশবাবু, ভুল করছ তুমি—মাথা কুটে মরলেও আমার decisionএর নড়ন চড়ন হবে না। তোমার মত আমিও in one sense শয়তান—a devil out and out—কিন্তু devilএরও একটা আইন আছে—একটা নীতি আছে।

তারা নিজের গলায় নিজে ছুরি দেয় না। কিন্তু পুরস্কারের লোভে তুমি তাই করেছ—অতএব তোমাকে যেতেই হবে। কর, সই কর—

[শেষের দিকে এমন একটা কঠিন নির্দেশ মণীশ লাহিড়ীর কণ্ঠে ফুটে ওঠে যে মহেশ কেমন যেন থতমত খেয়ে যায়। কাগজটায় নাম সই করে দেয়।]

মণীশ। That is good! here is your reward, তোমার কৃতকার্যের পুরস্কার—take it.

[খামটা হাতে নিয়ে মহেশ টলতে টলতে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। মণীশ লাহিড়ী কাগজটা ভাঁজ করে ড্রয়ারে রেখে দিয়ে পাইপে তামাক ভরে অগ্নিসংযোগ করে। একটু পরে বেয়ারা এসে ঘরে ঢোকে।]

বেয়ারা। সাব্—ভাস্করবাবু।

মণীশ। আনে বোলো।

[বেয়ারা চলে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভাস্কর এসে ঘরে ঢুকল।]

ভাস্কর। আপনি আমাকে ডেকেছিলেন?

মণীশ। এসো ভাস্করবাবু—be seated please!

[ভাস্কর কিন্তু বসে না। দাঁড়িয়েই থাকে। চেয়ে থাকেন মণীশ ভাস্করের মুখের দিকে অন্যমনস্ক ভাবে।]

ভাস্কর। আপনি আমাকে ডাকছিলেন?

মণীশ। [চম্‌কে] অ্যাঁ—হ্যাঁ—তোমাকে একটা সুখবর দিতে চাই—

ভাস্কর। [বিস্ময়ে] সুখবর!

মণীশ। হ্যাঁ, বোর্ড অফ্ ডাইরেক্টার্স স্থির করেছেন—তোমার পে স্কেলটা বাড়িয়ে দেবেন—৪০০৲—৬০০৲।

ভাস্কর। হঠাৎ!

মণীশ। হঠাৎ কোথায়! তারা তোমার কাজে বিশেষ সন্তুষ্ট বেশ কিছুদিন থেকেই, তাই স্থির করেছেন সামনের মাস থেকে তোমার মাইনের স্কেলটা বাড়িয়ে দেবেন।

ভাস্কর। কিন্তু মিঃ লাহিড়ী, আমার তো কই মনে পড়ছে না যেটুকু আমার করণীয় তার চাইতে এতটুকু বেশী কিছুও করেছি।

মণীশ। না, না—ভাস্করবাবু, করেছ বই কি। কি জান, যারা করে তারা তো সব সময় বুঝতে পারে না।

ভাস্কর। [একটু ভেবে] বেশ, আপনাদের ঐ পে-স্কেল আমি accept করে নেবো—দুটি শর্তে।

মণীশ। শর্তে?

ভাস্কর। হ্যাঁ—প্রথমত যাদের ছাঁটাই করা হয়েছে তাদের সম্পর্কে আপনারা বিবেচনা করবেন—

মণীশ। আর?

ভাস্কর। এ বছর ওদের পুরো বোনাস দিতে হবে!

মণীশ। I see! আমি ভেবেছিলাম—

ভাস্কর। কি ভেবেছিলেন মিঃ লাহিড়ী?

মণীশ। তোমার বুদ্ধি আছে এবং সুযোগ পেলে তুমি—

ভাস্কর। মিঃ লাহিড়ী, আপনি বোধ হয় জানেন না, আপনাদেরই সমধর্মী প্রতিষ্ঠান সরকার মেটালস থেকে আরো ভাল offer পেয়েও আমি ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু কেন জানেন? যারা আমারই মুখের দিকে আজ তাকিয়ে আছে, তাদের কথাটা ভুলে গিয়ে ঐ সুযোগটাকেই বড় করে দেখব একান্ত সুবিধাবাদীর মত আর বিসর্জন দেব আমার মনুষ্যত্ব আর নীতিকে—

মণীশ। নীতি! [মৃদু হেসে] ভাস্করবাবু, তোমার অভিজ্ঞতা নেই বলেই জান না, আজ মানুষের কাছে বাঁচবার, মাথা তুলে দাঁড়াবার একটি মাত্র নীতিই আছে—that is money! Yes—অর্থ—

ভাস্কর। কিন্তু আমার শিক্ষা যাঁর কাছে, তাঁর কাছে শিখেছি, জীবনে ঐ নীতির চাইতে বড় সত্য আর কিছু নেই।

মণীশ। তাহলে আমি বলব ঐ নীতি যিনি তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন ভাস্করবাবু—he is a fool! এবং সে vanquishedএরই দলে—

ভাস্কর। [দৃঢ়কণ্ঠে] না। She must survive.

মণীশ। [বিস্ময়] She! মানে—তিনি—

ভাস্কর। আমার মা।

মণীশ। [পূর্ববৎ বিস্ময়ে] তোমার মা—

ভাস্কর। হ্যাঁ মিঃ লাহিড়ী, আমার মা। আমার বাবা কে, কেমন—জন্মাবধি তাকে দেখি নি, জানিও না। শুনেছি পরমার্থের জন্য নাকি তিনি সংসার ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন—কিন্তু আমার মা, কোন আত্মসুখের জন্য, কোন অর্থ বা পরমার্থের জন্যই নিজেকে বিকিয়ে দেন নি। সেই পিতৃপরিত্যক্ত সন্তানের প্রতি কর্তব্যই তাঁকে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর এক কঠিন প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় করে রেখেছে—

মণীশ। [বিস্ময়ে] তিনি—

ভাস্কর। তাঁর সেই আত্মত্যাগ—আর দুঃখের তপস্যাই আমাকে—ব্যক্তিগত প্রলোভনকে জয় করতে শিখিয়েছে। আমি কি পারি আমার সেই মাকে ভুলতে—সেই সত্যকে ছোট করতে—অপমান করতে—তুচ্ছ কটা টাকার লোভে

নিজেকে বিকিয়ে দিতে—না, no never !

[ঝড়ের মতই যেন ভাস্কর 'না' 'না' বলতে বলতে স্তম্ভিত মণীশের সামনে থেকে বের হয়ে গেল—আর সেই সঙ্গে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে ঘুরতে থাকবে।]

॥ ৭ ॥

[মঞ্চ ঘুরে এলে দেখা গেল হরিপালের কুষ্ঠাশ্রমে কুটীরের দাওয়ায় বসে সুজাতা—সময় অপরাহ্ণ। কুষ্ঠাশ্রমের একপ্রান্তে একটি ছোট খড়ে ছাওয়া কুটীরের দাওয়ায় খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে সুজাতা। পাশ দিয়ে পথ চলে গিয়েছে। দূরে একটা বড় গাছের আড়ালে কুষ্ঠাশ্রমের ঘরগুলো দেখা যায়। দূরের আকাশ রক্তিম সূর্যালোকে লাল। অন্ধকার হয়ে আসে ক্রমশঃ। পথ দিয়ে ঐ সময় দেখা যায় মিশনারী কুষ্ঠাশ্রমের প্রৌঢ় ডাক্তার ফাদার ফারলো ধীরপদে ঐ দিকেই আসছেন, হাতে তাঁর একটি নোট বুক। ফাদার কাছে এসে দাঁড়ান। সুজাতা অন্যমনস্ক।]

ফাদার। সুজাতা !

সুজাতা। [চম্‌কে উঠে] কে, ফাদার—

ফাদার। এই নাও সুজাতা [নোট বুকটা সুজাতাকে ফিরিয়ে দিতে দিতে], তোমার আত্মকাহিনী—আমি পড়লাম। কিন্তু সুজাতা, এ যে তোমার অবলুপ্তি—

সুজাতা। সুজাতা তো অনেক আগেই এ সংসার থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে—

ফাদার। তবু বলব সুজাতা, যে দুঃসাহস নিয়ে তুমি একদিন তোমার সন্তানকে তোমার দিদির হাতে তুলে দিয়েছিলে—

সুজাতা। অন্ধ স্নেহে—অন্ধ মা সেদিন বুঝতে পারে নি ফাদার, সেদিন বুঝতে পারে নি—প্রায়শ্চিত্ত দিয়েই সব পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না—

ফাদার। কে বললে তোমাকে, নিশ্চয়ই যায়। নইলে বলেছে কেন পাপের প্রায়শ্চিত্ত। আমি বলছি সুজাতা, তোমার মুক্তি স্নান হয়েছে। আজ তুমি জননীর গৌরবেই তোমার সেই সন্তানের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারো—

সুজাতা। কি—কি বলছেন আপনি ফাদার—

ফাদার। যা বলছি তার চাইতে সত্য আর কিছু হতে পারে না—আর সেই সময়ও তোমার এসেছে বলেই আমি তোমার ডাইরী থেকে ঠিকানা পেযে হৃষিকেশবাবুকে ফোন করে দিয়েছি—

সুজাতা। সে কি! সে কি—এ আপনি কি করেছেন ফাদার।

ফাদার। একটা কথা মনে রেখো সুজাতা—মিথ্যে ভয়ে সত্যকে এড়িয়ে যাবার মত পাপ বা অন্যায় আর নেই—

[ঐ সময় দূরে দেখা গেল—পথ দিয়ে এগিয়ে আসছেন হৃষিকেশ। কিন্তু ফাদার বা সুজাতা ওদের দেখতে পায় না।]

সুজাতা। এ আপনি কি করলেন ফাদার, আপনি কি করলেন?

ফাদার। হ্যাঁ, তোমার সত্য পরিচয়ের গৌরবে আজ তোমার সেই সন্তানের সামনে গিয়ে মায়ের মতই যে দাঁড়াবার সময় এসেছে সুজাতা—

সুজাতা। না, না—তা হয় না ফাদার, তা হয় না।

ফাদার। হয়। আর তা হবেও। আরো তোমার একটা কথা জানা দরকার। যে ব্যাধির আশংকায় সর্বক্ষণ তুমি আজ নিজেকে ঘৃণ্য করে, সবার স্পর্শ থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছ—সে ব্যাধিও তোমার দেহে নেই—

সুজাতা। আছে, আছে—আপনি জানেন না ফাদার আছে—[দু-হাত প্রসারিত করে] এই দেখুন, এই দেখুন আমার হাত, হাতের আঙুল টক্‌টকে লাল—অসহ্য যন্ত্রণা, অসহ্য জ্বালা—

[হৃষিকেশ ঐ সময় এসে সুজাতার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকলেন—]

হৃষি। সুজাতা!

[হৃষিকেশের ঐ ডাকে মুহূর্তে যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই সুজাতা উঠে দাঁড়িয়ে বলে—]

সুজাতা। না, না—কেন আপনি এলেন! [ঘুরে দাঁড়িয়ে] কেন এলেন, চলে যান—ফিরে যান—আপনি, ফিরে যান—দাদা—

[কথাটা বলেই সুজাতা ছুটে গিয়ে ঘরে ঢুকতে যাবে ফাদার বাধা দিলেন।]

ফাদার। যেও না, যেও না সুজাতা, দাঁড়াও—উনি যে তোমার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছেন—

সুজাতা। না, না—ফিরে যান আপনারা, ফিরে যান। সুজাতা মরে গিয়েছে, সুজাতা মরে গিযেছে—

[বলতে বলতে দুহাতে মুখ ঢেকে যেন কান্নায় একেবারে ভেঙ্গে পড়ে সুজাতা। হৃষিকেশ সামনে এগিয়ে আসেন—]

হৃষি। সুজাতা—আমার দিকে চেয়ে দেখো সুজাতা—

সুজাতা। না, না—সর্বাঙ্গে আমার ঘৃণ্য ব্যাধি। এ মুখ কাউকেই আর আমি দেখাতে পারি না, কাউকে না—

ঋষি। কোন ব্যাধিই তোমার দেহে নেই সুজাতা। যে সন্তানকে তুমি একদিন গর্ভে ধরেছিলে সেই সন্তানের পুণ্যেই যে আজ তোমার সমস্ত পাপ, সমস্ত ব্যাধি থেকে মুক্তি হয়েছে—। চল সুজাতা, আজ তোমাকে আমি যে সেই জন্যই সেই সন্তানের কাছে নিয়ে যেতে এসেছি—

সুজাতা। [কাঁদতে কাঁদতে] না, না—সে আমার কেউ নয়, আমি তার কেউ নই—কি পরিচয় তাকে দেবো আমি, সে যখন জিজ্ঞাসা করবে, পরিচয়হীন এমন জন্ম কেন তাকে আমি দিয়েছিলাম, কি জবাব দেবো আমি, কি জবাব দেবো ?

ফাদার। মায়ের সন্তান তো কোনদিনই জন্ম-পরিচয়হীন নয় সুজাতা—

ঋষি। হ্যাঁ। নাই বা রইল তার অন্য পরিচয়, তোমার সন্তান সে, মায়ের সন্তান সে, সেই পরিচয়ই দেবে—

সুজাতা। [সহসা কেঁদে একেবারে লুটিয়ে পড়ল] তা হয় না, তা হয় না—ফিরে যান, আপনি ফিরে যান—ফিরে যান—

[ধীরে ধীরে যবনিকা নেমে আসে]

তৃতীয় অঙ্ক

॥ ১ ॥

[মঞ্চ ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে গান ভেসে আসবে মাইকে। এবং প্রকাশ পাবে গানের সঙ্গে সঙ্গেই হরিপাল কুষ্ঠাশ্রমে সুজাতার ঘর। ঘরের পশ্চাৎদিকে খোলা বারান্দার ইঙ্গিত। বাইরে আকাশ দেখা যায়। আকাশে আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস, মেঘের খেলা। দূরে গাছ ওলটপালট করছে। ঘরের একধারে শয্যায় বালিশের উপরে আধ শোয়া আধা বসা অবস্থায় সুজাতা। অত্যন্ত অসুস্থ সে। এক ধারে দড়ির আলনায় কিছু কাপড় ইত্যাদি। এক পাশে একটা কুঁজো! অন্যদিকে একটি দ্বার দেখা যায়। দ্বারের পাশেই একটি টেবিল, টেবিলের উপরে একটি মোমবাতি-দান। তার পাশে দেশলাই। আবছা আলো-আঁধার মঞ্চে। গান শোনা যায় মাইকে। সুজাতা চোখ বুজে গান শুনছে।]

॥ নেপথ্যে গান ॥

কত গান ফুরিয়ে যাবে
ভাসবে বীণা আঘাত পেয়ে,
আলেয়াই মিলবে শুধু
দীপালিকার আলো চেয়ে!

[মেঘ ঘনায়, নিবিড় হয় আকাশ মেঘে মেঘে। বিদ্যুতের ইশারা। গান চলে—]

হারাবে কত আকাশ কালো মেঘে,
সহসা ঝড়ের হাওয়া উঠবে জেগে,
অকূলের আসবে ভাঙন
সাধের কূলের তরী বেয়ে।

[ফাদার ফারলো এসে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে সুজাতার শিয়রের সামনে দাঁড়ালেন। সুজাতা কিন্তু জানতে পারে না—মেঘের ডাক, বিদ্যুতের চমক। গান চলে—]

সুখেরই ভুবন থেকে সরিয়ে নিয়ে,
নিজেরে ভুলতে হবে দুঃখ দিয়ে,
কত ফুল নিয়ে ফাগুন
কাঁটার কানন দেবে ছেয়ে?

[ফাদার এগিয়ে এবারে সুজাতার মাথায় হাত রাখতেই সুজাতা চোখ মেলে তাকাল।]

সুজাতা। ফাদার!

ফাদার। কেমন আছ সুজাতা?

সুজাতা। ভাল। খুব ভাল। [একটু থেমে] ফাদার!

ফাদার। কি মা?

সুজাতা। বৃষ্টি হবে, না?

ফাদার। হ্যাঁ, খুব মেঘ করেছে। এখানে এই খোলা বারান্দার সামনের ঘরে না থেকে—ভিতরের ঘরে গেলে ভাল করতে মা।

সুজাতা। না, না—ফাদার। এখানে সামনে ঐ খোলা আকাশ সর্বক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। আর ঘরে নয় ফাদার—আর ঘরে নয়। বেশ আছি। এইখানেই আমি বেশ আছি। সামনেই ঐ ঘরে আপনার সেই গায়ক রোগী জীবানন্দ থাকে। সে

আপন মনে গান গায়। আমি এখানেই শুয়ে শুয়ে শুনি। একটু আগেও গাইছিল সে—

ফাদার। হ্যাঁ, ভারী মিষ্টি গলাটি জীবানন্দর।

সুজাতা। কখনো ঘর থেকে বের হয় না ও, না?

[ফাদার ইতিমধ্যে এগিয়ে গিয়ে টেবিলের উপরে মোমবাতি-দানে মোমবাতিটা জ্বেলে দিতে দিতে বলেন—]

ফাদার। না।

সুজাতা। আচ্ছা ফাদার?

ফাদার। বল [এগিয়ে আসেন ফাদার পুনরায় শয্যার কাছে]।

সুজাতা। এ কথা কি সত্যি, পাপ যত গর্হিতই হোক না কেন ভগবান আমাদের ক্ষমা করেন। তাঁর ক্ষমা থেকে কেউ বঞ্চিত হয় না।

ফাদার। নিশ্চয়ই। তিনি যে করুণাময়।

সুজাতা। আমি—আমিও তাহলে তাঁর ক্ষমা পাব?

ফাদার। পাবে বৈকি। আর তুমি তো তাঁর ক্ষমা পেয়েছও সুজাতা।

সুজাতা। পেয়েছি। হ্যাঁ, পেয়েছি বৈকি। নইলে আপনার আশ্রয় কেন পাবো। পেয়েছি পেয়েছি।

[কথাটা বলতে বলতে সুজাতা চোখ বোজে। মোমবাতির আলোয় দেখা যায় তার নিমীলিত দুচোখের কোল বেয়ে নেমেছে অশ্রুর ধারা। দূর থেকে ঐ সময় বিলম্বিত লয়ে গীর্জার উপাসনার ঘণ্টা-ধ্বনি বাজতে থাকে। ফাদার বুকের উপরে হাত রেখে আপন মনে আবৃত্তি করতে শুরু করেন মৃদু কণ্ঠে—]

ফাদার। O send out thy light and thy truth; let them lead me, let them

সুজাতা। [মৃদুকণ্ঠে অনুসরণ করে] let them lead me, let them,

উভয়ে। bring me unto thy holy hill, and to thy tabernacles.

ফাদার। Then will I go unto thy alter of God—

উভয়ে। God unto my exceeding joy ; thee, O God my God !

[তার পর কিছুক্ষণ আবার সব চুপচাপ। আকাশে মেঘ নিবিড় হয়, গীর্জার উপাসনার ঘণ্টাধ্বনি ক্রমশঃ মিলিয়ে যেতে থাকে। এবং সুজাতা চোখ খুলে বলে মৃদুকণ্ঠে—]

সুজাতা। ফাদার—

ফাদার। কেন, সুজাতা ?

সুজাতা। কই দিদি তো এল না ! তবে কি সে আসবে না আর ?

ফাদার। ফোন করে দিয়েছি—নিশ্চয়ই আসবে, আসবে বৈকি।

[ফাদার গভীর স্নেহে সুজাতার মাথায় হাত বুলতে থাকেন—]

সুজাতা। আসবে ! আপনি বলছেন আসবে !

ফাদার। নিশ্চয়ই—

সুজাতা। হ্যাঁ, আমার—আমার যে শেষ কথাটা এখনো তাকে বলা হয় নি। আমার ভাস্কর—

ফাদার। হৃষিকেশবাবুকে বলে দিয়েছি তোমার ছেলেকেও নিয়ে আসতে—

সুজাতা। [চমকে উঠে বসে] না—না—সেকি ! সেকি—এ আপনি কি করেছেন ফাদার। এ আপনি কি করেছেন ? তাকে কেন আপনি আনতে বললেন, তাকে কেন আনতে বললেন !

[কান্নায় কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়।] কেমন করে তাকে আমি এ মুখ দেখাব! কেমন করে—

[সুলতা ও হৃষিকেশ ঐ সময় এসে প্রবেশ করেন। ওরা দেখতে পায় না।]

সুলতা। তুই যে তার মা। মায়ের তো কোন লজ্জা নেই ছেলের সামনে দাঁড়াতে—

সুজাতা। কে, দিদি? না, না—দিদি না—তাকে এখানে এনো না—তাকে তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও দিদি, ফিরিয়ে নিয়ে যাও। [দু'হাতে মুখ ঢেকে] এ মুখ তাকে আমি দেখাতে পারি না, পারি না—

সুলতা। কেন পারবি না ভাই। পৃথিবীতে সন্তানের কাছে মায়ের একমাত্র পরিচয়ই যে হচ্ছে সে তার মা। সমস্ত কল্পনা, সমস্ত গৌরবের ঊর্ধ্বে, স্বর্গের চাইতেও বড় মা—

ফাদার। কোথায় সে ডাক্তারবাবু?

হৃষি। তাকে আনতে পারলাম না ফাদার—

[সঙ্গে সঙ্গে চম্‌কে সুজাতা মুখ থেকে হাত সরায়।]

সে কলকাতায় নেই—জরুরী কাজে দিল্লী গিয়েছে আজই সকালের প্লেনে—

সুলতা। সুজাতা—

সুজাতা। দিদি!

সুলতা। আনতে পারলাম না তোর ছেলেকে ভাই। কালও যদি খবরটা পেতাম—

সুজাতা। না, না দিদি, না—সে সুখে থাক—তোমার কোল জুড়েই থাক। আমি তার কে! কেউ তো নই—কেউ তো নই—

[শুয়ে পড়ে হাঁপাতে থাকে—]

সুলতা। সুজাতা—

সুজাতা। দিদি!

সুলতা। বড় কষ্ট হচ্ছে কি ভাই?

সুজাতা। না—না—কষ্ট—আর তো কোন কষ্ট আমার নেই—আর তো কোন কষ্ট নেই—শুধু যাবার আগে একটি কথা—
[হাঁপায়]

সুলতা। সুজাতা—

সুজাতা। হ্যাঁ, শুধু একটি, একটি কথা তোমার কাছে আমি চাই। বল, বল দিদি। আমাকে—আমাকে তুমি নিরাশ করবে না—

সুলতা। না রে, না। বল, বল তুই কি বলতে চাস?

সুজাতা। ভাস্কর—আমার ভাস্কর কোন দিন—কোন দিন যদি তার জন্মের প্রশ্ন ওঠে, পৃথিবীতে তার বৈধতার প্রশ্ন ওঠে—

সুলতা। সুজাতা!

সুজাতা। সেইদিন—সেইদিন যেন সে জানে—তার জন্মের মধ্যে কোন কলঙ্ক নেই—কোন পাপ নেই—[একটু থেমে] সে যেন তোমাকে—তোমাকেই তার মা বলে জানতে পারে—

সুলতা। তাই—তাই হবে ভাই।

সুজাতা। সত্যি, সত্যি বলছ?

সুলতা। প্রতিজ্ঞা করছি, আমারই সন্তান বলে সেদিন তার পরিচয় দেবো।

সুজাতা। আঃ আর—আর আমার কোন দুঃখ রইল না। আমি, আমি—নিশ্চিন্ত হলাম। নিশ্চিন্ত হলাম।

[সুজাতা ক্লান্ত হয়ে হাঁপাতে থাকে। সুলতা মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে ডাকে—]

সুলতা। সুজাতা, সুজাতা—

[সহসা ঐ সময় ঝড় শুরু হয়। মেঘের ডাক শোনা যায়। বাতির শিখা কেঁপে ওঠে।]

সুজাতা। [উঠে বসে] ঐ, ঐ যে—ভাস্কর—ভাস্কর—

ছবি। সুজাতা—

[বলতে বলতে সুজাতা টলে পড়ে। সুলতা চিৎকার করে ওঠে।]

সুলতা। সুজাতা—সুজাতা—

ফাদার। [বুকে হাত রেখে] আমেন—

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়। মাইকে গানের রেশ ভেসে আসে ঝড়ের তাণ্ডবের সঙ্গে সঙ্গে—]

[নেপথ্যে পুনরায় গান শোনা যাবে—

হারাবে কত আকাশ কালো মেঘে,
সহসা ঝড়ের হাওয়া উঠবে জেগে,
অকূলের আসবে ভাঙন
সাধের কূলের তরী বেয়ে।]

॥ ২ ॥

[মণীশ লাহিড়ীর বাড়ির পারলার। সময় বিকেল। বংশী হন্তদন্ত হয়ে ঘোরা-ফেরা করছে। এক কোণে দেখা গেল সুধাকান্ত—মাধবীর মামা দু হাতে দুটো ফুলদানি নিয়ে স্ট্যাচুর মত তার সেই বিচিত্র পোশাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুমোচ্ছে নাক ডাকিয়ে। আর বংশী তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে ঘরময়।]

বংশী। মামাবাবু, মামাবাবু গো—তাই তো মামাবাবু গেলেন

কোথায়, এই তো ছ্যালেন গো—এর মধ্যেই গেলেন কোথায়।

[মাধবী হন্তদন্ত হয়ে এসে ঘরে ঢুকল।]

মাধবী। সত্যি, মামাকে নিয়ে আর পারি না—ফুলদানি দুটো রাখতে বললাম, কোথায় যে রাখল। মামা—মামা—

বংশী। মামাবাবু—

[সুধাকান্ত কিন্তু পূর্ববৎ ফুলদানি হাতে করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছে, মাধবী ভৃত্যর সামনে এসে তাকে প্রশ্ন করে—]

মাধবী। এই বংশী, মামা কোথায় গেল রে?

বংশী। এজ্ঞে তাতো জানি না বটে। খুঁজে তো ত্যানাকে আমিও পাচ্ছি না—

মাধবী। তা পাবে কেন। কোন্ ব্যাপারটা তুমি পারো বলতে পারো?

বংশী। এজ্ঞে—

মাধবী। এজ্ঞে। যা, মামাকে খুঁজে নিয়ে আয়—

বংশী। কত্তা কি তবে হারায় গেলেন বটে!

মাধবী। হারিয়ে গেছে তোকে আমি বলেছি, হতভাগা? দেখ কোথায় হয়তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুমোচ্ছে—

বংশী। তবে যাই এজ্ঞে দেখি গে—

[বংশী চলে যাচ্ছিল। বাসন্তী এসে ঘরে ঢুকলেন।]

বংশী। পিসিমা, মামাবাবু হারায় গেছেন—

বাসন্তী। মামাবাবু হারিয়ে গিয়েছেন কিরে?

বংশী। এজ্ঞে দিদিমণি বললেন—। [আপন মনেই] আহা, বড় ভালমানুষ ছেলেন গো—একেবারে দেবতুল্যি—আমার হাতের চা খেতে কি ভালটাই বাসতেন—

[ঐ সময় সুধাকান্তর নাসিকাধ্বনি ঘরে ওঠে। এবং সঙ্গে সঙ্গে বংশীর সুধাকান্তর উপরে নজর পড়ে—]

বংশী। আরে এই তো মামাবাবু! দেঁইড়ে দেঁইড়ে—ঘুমোচ্ছেন গো!

[ব্যাপারটা এতক্ষণে মাধবীরও নজর পড়ে। মাধবী এগিয়ে আসে ঘুমন্ত সুধাকান্তর সামনে। বাসন্তী হাসতে হাসতে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।]

বাসন্তী। ওদিকে সব হযে গেছে রে মাধু—একবার দেখে যাস্।

[প্রস্থান]

মাধবী। মামা।

[সুধাকান্ত নাক ডাকাচ্ছে তখনও মৃদু মৃদু।]

মাধবী। [মৃদু কণ্ঠে] মামা—

সুধা। [ঘুম ভেঙ্গে] অ্যাঁ—হঁ, হেঁ—এই যে মাধু, কি যেন তুই আমাকে রাখতে দিযেছিলি মনেও করতে পারছি না—আর খুঁজেও পাচ্ছি না—

মাধবী। খুঁজে পাচ্ছ না? Always sleeping তা পাবে কি?

সুধা। হেঁ হেঁ, তা বোধ হয় একটু ঘুমিযেই আবার পড়েছিলাম মাধু—কিন্তু কি যেন—কি—[ভাববার চেষ্টা করে সুধাকান্ত।]

বংশী। এজ্ঞে—ফুলদানি বটে।

সুধা। অ্যাঁ ফুলদানি—সত্যিই তো। হেঁ হেঁ এই যে—[মাধবী হাত থেকে ফুলদানিটা নেয়] সত্যি মাধু, ক্যালকুলেশনটা সত্যিই আজকাল কেমন যেন আমার গুলিয়ে যাচ্ছে। বছরে যদি তিন লাখ হয় তো ২১ বছরে—তার উপর ৫-৬%

—কেমন কেমন যেন সব শূন্য হয়ে যাচ্ছে মাধু—জিরো। একেবারে জিরো—

মাধবী। তবে আর কি, ইনসলভেন্সি ডিক্লেয়ার কর এবারে, দাও ফুলদানিটা—

[মাধবী ফুলদানি দুটো নিয়ে ঘরের দু কোণে দুটো স্ট্যাণ্ডে সাজিয়ে রাখে। সুধাকান্ত চিন্তিত যেন একটা সোফার উপরে বসে পড়ে। বংশী এসে সুধাকান্তর সামনে দাঁড়ায়—]

বংশী। এজ্ঞে দেবো মামাবাবু?

সুধা। দিবি! কি দিবি?

বংশী। এজ্ঞে চা—

সুধা। [উদাস ভাবে] চা—তা দে, না চল ভিতরে চল। ভিতরে গিয়েই খাব। এখানে আবার ঐ মাধুটা আছে। ওটাই সব আমার গোলমাল করে দেয়।

[দুজনে ভিতরে চলে গেল। নেপথ্যে বাসন্তীর গলা শোনা গেল।]

বাসন্তী [নেপথ্যে]। মাধু, তোর ফোন—

মাধবী। যাই পিসিমা। [মাধবীর প্রস্থান]

[কথা বলতে বলতে মণীশ ও জয়ন্ত এসে ঘরে ঢুকল নিম্ন কণ্ঠে।]

মণীশ। এখনো ডেড্ বডি তাহলে গো ডাউন থেকে সরিয়ে ফেলতে পার নি?

জয়ন্ত। কেমন করে সরাবো। ওদের দলের লোকেরা যে শকুনের মত চোখ মেলে আছে—

মণীশ। ওসব আমি কিছু বুঝি না জয়ন্ত, যেমন করেই হোক, আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই, পুলিস এসে পৌঁছাবার আগে ডেড বডি সরিয়ে ফেলতে হবেই—

[ঐ সময় জানালা-পথে দেখা গেল—সুধাকান্তর মুখ উঁকি দিল, বারেকের জন্য উঁকি দিয়েই সরে গেল। ওদের দুজনের একজনও কিন্তু ব্যাপারটা জানতে পারল না।]

মণীশ। [অস্থির ভাবে পায়চারি করতে করতে] অপদার্থ! অপদার্থ! useless সব। সামান্য একটা ব্যাপার manage করতে পারো না। যাও, এখুনি আবার যাও, যত টাকা লাগে যেমন করে হোক পুলিস এসে পড়বার আগেই everything must be removed। সব—সরিয়ে ফেলতে হবে। এক ফোঁটা রক্তের দাগও যেন কোথায়ও না থাকে—

জয়ন্ত। ও দিকে আবার মৃণ্ময় আর মহেশের দল—কিন্তু আপনি একবার গেলে হত না?

মণীশ। Don't talk nonsense. ভুলে গেলে নাকি সবাই জানে আমি out of Calcutta—যাও—আর দেরি করো না। আমি একটু পরেই যাচ্ছি—

[জয়ন্ত চলে যাচ্ছিল, মণীশ তাকে আবার পিছন থেকে ডাকে—]

মণীশ। শোন, ভাস্কর ফিরেছে কিনা জান?

জয়ন্ত। না। এখনো তো ফেরে নি।

মণীশ। [মনে মনে] ভুল হয়ে গেল, ভুল হয়ে গেল। একটুর জন্যই বুঝি সব যাবে। না—না, তা হতে আমি দেবো না। Yes! ভাস্কর—ভাস্কর—

জয়ন্ত। কিছু বলছেন?

মণীশ। না, কিছু না—

[হন্তদন্ত হয়ে বারীন, ফ্যাক্টরির একজন কর্মচারী, এসে ঘরে ঢুকল ডাকতে ডাকতে,—মাধবী দেবী, মাধবী দেবী—]

বারীন। এই যে স্যার—আপনি—আপনি ফিরেছেন। ওদিকে স্যার ভীষণ গোলমাল—

জয়ন্ত। গোলমাল! কি ব্যাপার?

বারীন। একটু আগে সবাই এক সঙ্গে স্ট্রাইক করে ফ্যাক্টরি থেকে বের হয়ে গিয়েছে।

মণীশ। জয়ন্ত, কুইক! আর এক মুহূর্তও দেরি করো না। এখুনি চলে যাও ফ্যাক্টরিতে। পুলিসকে আমার inform করাই আছে—

বারীন। কিন্তু ফ্যাক্টরির মধ্যে ঢুকবেন কি করে স্যার! দুটো গেটই ওরা আগলে রয়েছে—বিশেষ করে আপনাকে বা জয়ন্তবাবুকে সামনে পেলে—

জয়ন্ত। আমি তা হলে না হয় সোজা থানাতেই চলে যাই—সেখান থেকে একটা পুলিস ফোর্স নিয়ে—

মণীশ। [দৃঢ়কণ্ঠে] না। সে জন্য তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি সোজা ফ্যাক্টরিতে চলে যেও।

জয়ন্ত। কিন্তু স্যার—আমি বলছিলাম—

মণীশ। [বিরক্তিতে] আঃ, What I say—quick! যা বলছি তাই কর। যাও—

জয়ন্ত। কিন্তু স্যার—বারীন কি বলল শুনলেন তো।

মণীশ। You coward! Come along—চল—

[মণীশ জয়ন্তর হাতটা ধরে টানতে টানতেই ঘর থেকে বের হয়ে গেল। বারীনও ওদের অনুসরণ করে। ধীরে ধীরে সুধাকান্ত এসে ঘরে ঢুকে। এবং তার একটু পরেই হন্তদন্ত হয়ে এসে ঢুকল উত্তেজিত মাধবী।]

সুধাকান্ত। [আপন মনে] ডেড্ বডি, দুটো ডেড্ বডি—গোডাউন—

মাধবী। এই যে মামা। শুনেছ—ফ্যাক্টরিতে নাকি ভীষণ গোলমাল। শ্রমিকরা সব ক্ষেপে গিয়েছে। কিন্তু বাবা—বাবার তো আজ দুপুরের মধ্যেই ফিরবার কথা। এখনো ফিরলো না।

সুধাকান্ত। [আপন মনে] ডেড্ বডি। গোডাউন—

মাধবী। মামা? কি হবে মামা?

[বাসন্তী এসে ঘরে ঢোকে ব্যস্ত হয়ে।]

বাসন্তী। কি হয়েছে মাধু—ফ্যাক্টরিতে নাকি ভীষণ গোলমাল—বংশী বলছিল ফোন এসেছে—

মাধবী। হ্যাঁ পিসিমা।

সুধাকান্ত। [ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে] ক্যালকুলেশন। একেবারে নির্ভুল correct ক্যালকুলেশন—ভুল কি হতে পারে। একেবারে correct! নির্ভুল—নির্ভুল— [বলতে বলতে দরজার দিকে এগোতে থাকে।]

মাধবী। মামা! কোথায় যাচ্ছ মামা?

সুধাকান্ত। [আপন মনে] এক দুই তিন, এক দুই তিন। ব্যাস্, তার পরই full stop. একেবারে দাঁড়ি, পূর্ণচ্ছেদ। ছিল কালো—সব একেবারে লাল—লাল।

[সুধাকান্ত কথা বলতে বলতে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। ঝড়ের মত দারোয়ান এসে ঘরে ঢুকল।]

দারোয়ান। সাহাব্—সাহাব্—সাহাব্—এই যে দিদিমণি—

মাধবী। কি হয়েছে দারোয়ান—ফ্যাক্টরির খবর কি?

দারোয়ান। ফ্যাক্টরিতে সব আগুন ধরিয়ে দিবে—হল্লা করছে সব—লেকেন—সাহাব্—সাহাব্—আভিতক আয়া নেহি দিদিমণি?

মাধবী। নেহি। আমি চললাম পিসিমা—চল দারোয়ান—

বাসন্তী। তুই, তুই—কোথায় যাবি মাধু—

মাধবী। আমি, আমি ওদের বাধা দেবো। [যেতে উদ্যত]

বাসন্তী। [মাধবীর পথ আগলে] ওরে দাঁড়া, শোন, শোন—তুই কি ক্ষেপে গেলি মাধু! সেই হল্লার মধ্যে মেয়েছেলে কোথায় তুই যাবি।

মাধবী। ভুলো না পিসিমা, আজ এই দুঃসময়ে বাবা কলকাতায় উপস্থিত নেই। কিন্তু বাবার যদি আজ একজন ছেলে থাকত সে কি এ সময় চুপ করে বসে থাকতে পারত, না, তোমরাই তাকে ধরে রাখতে পারতে—সর, পথ ছাড় —আমাকে যেতে দাও—

বাসন্তী। ওরে পাগলামি করিস নে, শোন্—

মাধবী। না, যেতে আমাকে হবেই—চল দারোয়ান—

[মাধবী ছুটে বের হয়ে গেল ঘর থেকে। দারোয়ানও চলে যায়। বাসন্তী ছুটে যান দরজার দিকে চেঁচাতে চেঁচাতে—]

বাসন্তী। মাধু, শোন—শোন—মাধু—মাধবী—

॥ মঞ্চ অন্ধকার হয়ে ঘুরে যাবে ॥

॥ ৩ ॥

[রাত্রি। ভাস্করের বাড়ির একটি ঘর। সদর দরজায় ঘন ঘন আঘাত পড়ছে। সুলতা এসে ঘরের দরজা খুলে দিতেই ব্যস্ত হয়ে মণীশ এসে ঘরে ঢুকল। মণীশকে দেখেই সুলতা ঘোমটা টেনে দেয়, মণীশ প্রশ্ন করে—]

মণীশ। [ব্যগ্র কণ্ঠে] এই যে, আপনিই বোধ হয় ভাস্করের মা। নমস্কার। আপনি হয়তো আমাকে চিনতে পারবেন না, আমি মণীশ লাহিড়ী—[সহসা যেন চমকে ওঠে নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সুলতা। মণীশ বলে—] ভাস্কর—ভাস্কর কি দিল্লী থেকে ফিরেছে ?

সুলতা। [মৃদু শান্ত কণ্ঠে] না। সে এখনো ফেরে নি—[বলতে বলতে গুণ্ঠন সরায় সুলতা।]

মণীশ। ফেরে নি। [তার পরই সুলতার দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে] কে ! কে ?…

সুলতা। তেইশ বছর। না চেনবারই কথা, কিন্তু তোমার, তোমার তোমার তো ভুল হবার কথা নয়—

মণীশ। আমি, আমি কি স্বপ্ন দেখছি ! না, না—তুমি, তুমি—

সুলতা। হ্যাঁ, আমি সুলতাই।

মণীশ। [বিস্ময়ে] সুলতা। তুমি,—তুমি তা হলে আজো বেঁচে আছো ?

সুলতা। হ্যাঁ, বেঁচেই আছি।

মণীশ। সুলতা, তুমি, সত্যিই তুমি ! [একটু থেমে] আমি, আমি তোমাকে কত খুঁজেছি—

সুলতা। খুঁজেছ, কেন বল তো! সুখের সংসারে আমার আগুন ধরিয়ে দিয়ে, ছোট বিধবা বোনটাকে মিথ্যে ভালবাসার স্বপ্ন দেখিয়ে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গিয়ে বিষ দিয়ে হত্যা করে—

মণীশ। না, না—সুলতা—আমি, আমি সুজাতাকে খুন করি নি—

সুলতা। হ্যাঁ, হ্যাঁ—তুমি, তুমিই তাকে খুন করেছ—

মণীশ। সুলতা—বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর সুলতা—

সুলতা। বিশ্বাস!—অনেক দিন আগেই গলা টিপে হত্যা করেছ সে বিশ্বাসকে তুমি।

মণীশ। বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর সুলতা, যে অন্যায় আমি করেছি তোমাদের উপরে, তার জন্য আমি আজ অনুতপ্ত, সত্যিই অনুতপ্ত।

সুলতা। অনুতপ্ত! সত্যিই চমৎকার, চমৎকার।

মণীশ। সুলতা—

সুলতা। কিন্তু তাতে আমার কি! আমার কি বলতে পারো, আমি তো ফিরে পাবো না আমার সেই ঘর। ফিরে তো পাবো না আর মৃত্যুর ওপার থেকে সুজাতাকে—

মণীশ। সুলতা, শোন, শোন—

সুলতা। শুনব! কি শুনব? কি শোনাতে চাও আজ আবার তুমি নতুন করে আমাকে?

মণীশ। নতুন করে, হ্যাঁ নতুন করেই আবার আমি সব গড়ে তুলব। নতুন করে আমাদের ঘর—

সুলতা। বাঃ বাঃ, ভগবান এসেছেন! আবার সব নতুন করে গড়ে তুলবেন—

মণীশ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুলব। সব, সব। শুধু—শুধু বল ভাস্কর কোথায়?

কে, কে ভাস্কর তোমার? বল, বল সুলতা কে, কে তোমার ভাস্কর?

সুলতা। [দৃঢ় কণ্ঠে] আমার ছেলে।

মণীশ। [বিস্ময়ে] তোমার ছেলে?

সুলতা। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমার ছেলে!

মণীশ। [সামনে এগিয়ে এসে] না, না। বিশ্বাস করি না, তুমি মিথ্যা বলছ, বল, বল কে ভাস্কর!

সুলতা। জানতে চাও? জানতে চাও সত্য পরিচয় ভাস্করের, কে ভাস্কর?

মণীশ। হ্যাঁ, বল—বল—

সুলতা। তবে শোন, ভাস্কর তোমারই ছেলে।

মণীশ। [বিস্ময়ে] কি, কি বললে?

সুলতা। হ্যাঁ, যে সন্তানকে তুমি একদিন খুন করে তোমার ঘৃণ্য পাপ থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলে—

মণীশ। না, না—absurd! how absurd!

সুলতা। [দৃঢ় কণ্ঠে] হ্যাঁ, যে সন্তানকে পিতৃত্ব দেবার ভয়ে তার মাকে হত্যা করে পশুর মত গোপনে গা ঢাকা দিয়েছিলে, সেই ছেলেই—ঐ ভাস্কর, সুজাতার ছেলে—

মণীশ। No, no! never—[বলতে বলতে হঠাৎ ক্রুদ্ধ আক্রোশে উন্মাদের মতই সুলতার গলাটা টিপে ধরে মণীশ] lie! a damn lie। মিথ্যে, মিথ্যে—

[বলতে বলতে সুলতার গলা ছেড়ে দিতেই সুলতা যেন ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মতই ঘুরে দাঁড়ায় মণীশের দিকে, ঘোমটা খসে পড়েছে, মাথার চুল খুলে গিয়েছে, দু চোখে আগুন।]

মণীশ। মিথ্যা, মিথ্যা—I deny—I deny it!

সুলতা। মিথ্যা!

মণীশ। হ্যাঁ, হ্যাঁ—মিথ্যা, মিথ্যা—

সুলতা। জানতাম, জানতাম আমি তুমি আজ সব কিছুই অস্বীকার করবে। সত্যিকে বিশ্বাস করতে পারবে না, সহ্য করতে পারবে না তুমি। কারণ অন্ধকারেই যে তোমার জীবন, অন্ধকারেরই জীব তুমি, অন্ধকারই যে তোমার একমাত্র পথ। আলোকে তুমি সহ্য করবে কি করে, পারবে না তো। কিন্তু আজ, আজ তোমার ঐ মুখোশ আমি খুলে দেবো—

মণীশ। [চিৎকার করে] সুলতা—

সুলতা। হ্যাঁ, হ্যাঁ—সেই জন্যই এতদিন আমি অপেক্ষা করেছি। এই দিনটির জন্যই ভাস্করের বুকে আমি তিল তিল করে আগুন জ্বালিয়ে তুলেছি। পুড়তে হবে। সেই আগুনে আজ তোমাকে পুড়তে হবে। আর আমি, আমি তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব—

মণীশ। কি বললে, পোড়াবে তুমি আমাকে, পুড়ব আমি। মণীশ লাহিড়ী পুড়বে! হাঃ হাঃ হাঃ [উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে। তার পরই হাসি থামিয়ে] নেই, নেই—সে আগুন কারো হাতে নেই সুলতা, কারো হাতে নেই। তোমার নেই, তোমার ঐ ভাস্করের হাতে নেই, এমন কি তোমাদের ঐ ভগবানের হাতেও নেই—

[বলতে বলতে ঝড়ের মতই মণীশ বের হয়ে যায়, আর সুলতা যেন পাথরের মতই দাঁড়িয়ে থাকে। সমস্ত মুখে তার কঠোর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যেন ফুটে ওঠে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ভাস্কর এসে ঘরে ঢোকে।]

ভাস্কর। দিল্লীর ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না মা, [পরক্ষণেই

মায়ের মুখের দিকে নজর পড়ায় বিস্ময়ে বলে—] একি মা! কি হয়েছে মা?

স্থলতা। [দৃঢ় কণ্ঠে] ভাস্কর—

ভাস্কর। মা!

স্থলতা। [আপন মনে] হ্যাঁ, প্রতিজ্ঞা করেছি, প্রতিজ্ঞা করেছি আমি সুজাতার কাছে—

ভাস্কর। মা! কি বলছ মা, কি বলছ?

স্থলতা। [দৃঢ় কণ্ঠে আপন মনে] না, নিষ্কৃতি তোমাকে আমি দেবো না, কিছুতেই না—কিছুতেই না—

ভাস্কর। মা। মাগো—

[ঠিক সেই মুহূর্তে যেন ঝড়ের মতই প্রদীপ এসে 'ভাস্কর' 'ভাস্কর' বলে ডাকতে ডাকতে ঘরে ঢুকল।]

প্রদীপ। [উচ্চ কণ্ঠে] ভাস্কর, ভাস্কর—

ভাস্কর। কে! একি প্রদীপ! কি খবর প্রদীপ, তুমি হাঁপাচ্ছ কেন?

প্রদীপ। [হাঁপাতে হাঁপাতে] দুদিন তুমি ছিলে না। এর মধ্যে সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে—

ভাস্কর। [বিস্ময়ে] সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে! কী, কী হয়েছে?

প্রদীপ। রাখাল আর সুশান্ত—

ভাস্কর। কী! কী—হয়েছে তাদের?

প্রদীপ। তুমি তো জান ভাস্কর তিন নম্বর মেশিনটা খারাপ ছিল—

ভাস্কর। নিশ্চয়ই জানি। আর তাই তো আমিই বলে গিয়েছিলাম সে মেশিন রিপেয়ার না হওয়া পর্যন্ত সেটার কাজ বন্ধ থাকবে।

প্রদীপ। কিন্তু মণীশ লাহিড়ী সে কথায় আমাদের কান দেন নি—

ভাস্কর। কান দেন নি!

প্রদীপ। না, গ্রাহ্যই করেন নি—

ভাস্কর। আমি বার বার করে বলে যাওয়া সত্ত্বেও—তবে কি—তবে কি—

প্রদীপ। কি ?

ভাস্কর। আমাকে spot থেকে সরিয়ে দেবার জন্যই কাজের ভার দিয়ে দিল্লী পাঠিয়েছিল—

প্রদীপ। আমাদেরও তাই ধারণা। কারণ তুমি চলে যাও যেদিন, তার পরদিনই special night shiftয়ে রাখাল আর সুশান্তকে সেই মেশিন চালাবার আদেশ দেন মিঃ লাহিড়ী।

ভাস্কর। What ! কি বললে ?

প্রদীপ। হ্যাঁ তাদের force করা হয় একপ্রকার মেশিন চালাবার জন্য। আর তার ফলে যা হবার—

ভাস্কর। প্রদীপ ! প্রদীপ—

প্রদীপ। হ্যাঁ—মেশিন আধ ঘণ্টা চলার পরই—হঠাৎ ভেঙ্গে হুড়মুড় করে ওদের ঘাড়ে পড়ে—

[সুলতা এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছিল। ঐ কথা শোনবার পর সে অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে—]

সুলতা। সে কি !

প্রদীপ। হ্যাঁ মা। আর সঙ্গে সঙ্গে রাখাল আর সুশান্ত মারা যায় spotয়েই—

ভাস্কর। Dead ! মারা গেছে ?

প্রদীপ। হ্যাঁ—সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হয়েছে তাদের।

[ভাস্কর স্তম্ভিত হয়ে যেন প্রদীপের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এবং একবার অস্ফুট কণ্ঠে কেবল বলে যেন আপন মনেই—]

ভাস্কর। মারা গেছে! রাখাল সুশান্ত—না—না—রাখাল, রাখাল যে মাত্র এক মাস হল বিয়ে করেছে—

প্রদীপ। অথচ কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটা চাপা দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু করলে কি হবে। চাপা থাকে নি। সংবাদটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই মৃণ্ময় ও তাদের দল ক্ষেপে উঠেছে। ফ্যাক্টরিতে তারা এতক্ষণে বোধহয় আগুন ধরিয়ে দিল।

ভাস্কর। ডেড্ বডি কোথায়?

প্রদীপ। খুব সম্ভব গো ডাউনে—

ভাস্কর। চল—

[প্রদীপের সঙ্গে ভাস্কর ঘর ছেড়ে যেতে উদ্যত হতেই সুলতা তাকে বাধা দেয়।]

সুলতা। দাঁড়াও ভাস্কর—

ভাস্কর। মা।

সুলতা। তুমি যাও প্রদীপ—ভাস্কর যাচ্ছে এখুনি—

প্রদীপ। তাহলে তুমি কিন্তু আর দেরি করো না ভাস্কর—আমি চললাম। [প্রদীপ চলে গেল]

সুলতা। ভাস্কর!

[একটু যেন বিস্মিত হয়েই ভাস্কর মার মুখের দিকে তাকাল।]

ভাস্কর। মা—

সুলতা। তোমাকে এর কৈফিয়ত তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিতেই হবে—

ভাস্কর। নেবো। নিশ্চয়ই নেবো মা—যে দুটি প্রাণ এ ভাবে গেল—যে দুটো সংসার ভেঙ্গে গেল তার জন্য আজ তাকে কৈফিয়ত নিশ্চয়ই দিতে হবে। আমি যাই—

[যেতে উদ্যত]

সুলতা। দাঁড়াও, আরো একটা কথা তুমি জেনে যাও—কারণ সে যখন জেনে গিয়েছে তোমারও জানা দরকার।

ভাস্কর। [ঘুরে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে] মা!

সুলতা। হ্যাঁ, এতদিন তোমাকে আমি বলি নি কিন্তু আজ—আজ আমাকে বলতে হবে।

ভাস্কর। মা—

সুলতা। যার কাছে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আজ তুমি কৈফিয়ত নিতে যাচ্ছ ভাস্কর, তার সত্যিকারের পরিচযটাও আজ তোমার জানবার দিন এসেছে। [একটু থেমে] তোমার সঙ্গে তার একটা অন্য পরিচয়ও আছে—

ভাস্কর। [বিস্ময়ে] অন্য পরিচয়?

সুলতা। হ্যাঁ—সে, সে তোমার [একটু থেমে] জন্মদাতা—বাপ—

ভাস্কর। [চম্‌কে] কি! কি বললে?

সুলতা। হ্যাঁ—তাঁরই সন্তান তুমি।

ভাস্কর। না, না—how absurd! অসম্ভব—

সুলতা। অসম্ভব হলেও সত্যিই তাই।

ভাস্কর। তবে—তবে যে আমি জেনেছি—আমার জন্মের পূর্বেই বাবা সন্ন্যাস নিয়েছেন, তাঁর—তাঁর নাম অনন্ত চৌধুরী—

সুলতা। হাঁ—তাঁরই রাশ নাম ওটা। পদবীর লাহিড়ীচৌধুরীর—চৌধুরী—

ভাস্কর। তবে, এতদিন—এতদিন এ কথাটা আমাকে জানতে দাও নি কেন মা? কেন, কেন—

সুলতা। কারণ তাঁর সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায় তাঁর ব্যবহার ও চরিত্র অসহ্য হওয়ায় একদিন তার ঘর ছেড়ে চলে এসে তোমাকে নিয়ে এইখানে উঠতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম,

আর তোমাকে—হ্যাঁ, তোমাকে সেই লজ্জা থেকে বাঁচানোর জন্যই এতদিন একথা—

ভাস্কর। Oh! what a pity! what a pity! আমি, আমি সেই মণীশ লাহিড়ীরই ছেলে। আমি, আমি না, না— the man I hated so long from the very core of my heart, সমস্ত অন্তর দিয়ে যাকে এতকাল শুধু ঘৃণাই করে এসেছি, he is my father! my father!

[দু হাতে মুখ ঢাকল।]

সুলতা। [গভীর স্নেহে] ভাস্কর!

ভাস্কর। [অশ্রু ছলো ছলো চোখে তাকাল] মা—

সুলতা। আমি, আমি—

ভাস্কর। না, না মা—ঠিক আছে—তোমার ভাস্কর ঠিক আছে। সমস্ত বিশ্বাস সমস্ত কল্পনার আলো যদি চোখের সামনে থেকে আজ আমার নিভে গিয়েই থাকে, তুমি তুমি তো আছ মা আমার সামনে আমি, আমি তোমার সন্তান। হ্যাঁ, আমি যাব, আমি যাব। কৈফিয়ত! হ্যাঁ কৈফিয়ত তাকে দিতেই হবে। He must, he must—

সুলতা। [কঠিন কণ্ঠে] হ্যাঁ, প্রতিটি অন্যায় প্রতিটি খুনের কৈফিয়ত যদি আজ তুমি তাঁর কাছ থেকে নিয়ে আসতে পারো তবেই জানব, তুমি আমাদের, তোমার মাকে তার লজ্জা থেকে মুক্তি দিলে। তোমার মায়ের পরিচয় সত্য হল।

ভাস্কর। আনব, আনব দুর্বল আমি হব না। Whoever he may be, সে যেই হোক, তাকে আজ জবাব দিতে হবে, কৈফিয়ত দিতে হবে, how he dared to kill our brothers! কোন্ অধিকারে সে অমূল্য দুটো

প্রাণকে নষ্ট করে দিলে। কেন, কেন?

[ঝড়ের মতই ভাস্কর যেন ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। আর সুলতা সহসা দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল।]

সুলতা। সুজাতা, সুজাতা। আমি তোর কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম ভাই তা আমি রক্ষা করেছি। ভাস্কর, আমাদের ভাস্কর। [হঠাৎ যেন পরমুহূর্তেই কি মনে হওয়ায়] কিন্তু ভাস্কর, ভাস্কর যদি [চম্‌কে] না, না, এ আমি কি করলাম, নিজের হাতে আগুন জেলে দিলাম। না, না এ হয় না, হতে পারে না। ভাস্কর, ভাস্কর—

[ছুটে যায় সুলতা দরজার দিকে। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়।]

* * *

[অন্ধকার মঞ্চ। সুলতার 'ভাস্কর' 'ভাস্কর' ডাকটা ক্রমশঃ অন্ধকারে মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাধবীর ডাক 'বাবা', 'বাবা', তার পরই সাইরেনের তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনা যাবে ও বহু কণ্ঠের গোলমাল।]

॥ ৪ ॥

[সময় রাত্রি। আলোকিত মঞ্চে দেখা গেল ফ্যাক্টরির মধ্যস্থিত গোডাউন সংলগ্ন নাতিপ্রশস্ত একটি ঘর। বহু কণ্ঠের গোলমালটা অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে এখনো। ঘরের পশ্চাৎদিকে বিস্তৃত কাচের জানালা-পথে ফ্যাক্টরির কিয়দংশ দেখা যায়—ফ্যাক্টরির কোন অংশে আগুন লেগেছে, তারই রক্তিমাভা জানলা পথে ছড়িয়ে আছে। ঘরের একদিকে একটি বদ্ধদ্বার। সহসা দেখা গেল পশ্চাতের জানালা-পথে লেলিহ একটা আগুনের শিখা। সাইরেনের আওয়াজ। দরজা-পথে কপাট খুলে প্রথমে মণীশ ও তার পশ্চাতে ভীত শংকিত জয়ন্ত এসে ঐ ঘরে ঢুকল, ঘরের একপাশে কতকগুলো প্যাকিং বাক্স দেখা যায়।]

মণীশ। The last traces of blood has been removed! নিশ্চিন্ত, নিশ্চিন্ত এবারে আমরা।

জয়ন্ত। কি হবে স্যার। আগুন যে ক্রমশঃই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

মণীশ। পড়ুক। এ ঘরটা fire-proof!

জয়ন্ত। ফায়ার প্রুফ্!

মণীশ। হ্যাঁ—We are safe! আমরা এখানে নিরাপদ। সমস্ত ফ্যাক্টরি পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও, we are safe here!

[পশ্চাতের জানালা পথে ক্রমশঃ আগুনের শিখা প্রচণ্ড হয়ে উঠছে দেখা যায়। কহু কণ্ঠের হল্লাও শোনা যায়। সেইদিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বলে—]

জয়ন্ত। কিন্তু আমার—আমার কেমন যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে স্যার—

মণীশ। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। এত তাড়াতাড়ি নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে?

জয়ন্ত। হ্যাঁ, যেন কেমন, বুকের মধ্যে যেন আমার কেমন করছে। আমি থাকতে পারব না এখানে, এখানে আমি থাকতে পারছি না—[ব্যাকুল দৃষ্টিতে জয়ন্ত এদিক ওদিক তাকায়। যেন পথ খোঁজে।]

মণীশ। Afraid—ভীত—are you really afraid জয়ন্ত?

জয়ন্ত। [ব্যাকুল অসহায় ভাবে] হ্যাঁ, হ্যাঁ—আমি, আমি—

মণীশ। কিন্তু তুমি—তুমিই না জয়ন্ত আমার মেয়েকে বিয়ে করে, তোমার ভবিষ্যৎ তোমার ক্যারিয়ারকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলে। মণীশ লাহিড়ীর মতই না তোমার উঠে দাঁড়াবার সংকল্প ছিল—

জয়ন্ত। না, না—আমি—

মণীশ। [দৃঢ় কণ্ঠে] হ্যাঁ, হ্যাঁ—তুমি এতদিন তাই চেয়েছ—আর এখন, ভীত—না, না—ভয় কি—

জয়ন্ত। না, না—চাই না, আমি কিছু চাই না—

মণীশ। কিন্তু তুমি তাই চেয়েছিলে—আর সেজন্য তুমি সব কিছু করতে পারতে—হ্যাঁ—আমার মতই যে তুমি সব করতে—তোমার ঐ চোখে, ঐ দুটো চোখই আমাকে তা বলেছে। হ্যাঁ, তুমি আমারই মত—একটার পর একটা খুন করতে পারতে—

জয়ন্ত। না, না—I—আমি পারতাম না, পারতাম না—

মণীশ। Yes! Yes—আমি নিজে জানি, তোমরা careeristরা

কোন্ স্তরে নামতে পার। তোমরা স্ত্রী ত্যাগ করতে পার, ঘরের মেয়েকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে পার, ছেলেকে খুন করতে পার—পিতৃত্ব দেবার দায় থেকে এড়িয়ে যাবার জন্য। অর্থের জন্য স্ত্রীর ভাইকে বিষ দিতে পার—হাঃ হাঃ, you can do everything—সব তোমরা পারো, সব, সব—

জয়ন্ত। [সভয়ে চেঁচিয়ে] না, না—আমাকে ছেড়ে দিন, যেতে দিন—

[সহসা মণীশ লাহিড়ী পিস্তল বের করে এগিয়ে যায়, জয়ন্ত পিছিয়ে যেতে থাকে।]

মণীশ। ছেড়ে দেব—

জয়ন্ত। না, না—

মণীশ। হ্যাঁ, হ্যাঁ—ছেড়েই দেব— [ঘরের একটা দরজা টেনে খুলতেই একটা আগুনের ঝলক এসে ঘরে ঢোকে।]

জয়ন্ত। [চিৎকার করে ওঠে] আগুন— [ভয়ে] না, না—না—

[মণীশ উন্মাদের দৃষ্টিতে জয়ন্তর দিকে এগুতে থাকে—জয়ন্ত পিছুতে থাকে।]

মণীশ। Yes! ঐ পথ। যাও—go!

জয়ন্ত। [উন্মাদের মত] না, না—আমি যাব না—যাব না মিঃ লাহিড়ী—

মণীশ। যাবে না? But you will have to go! যাও—[পিস্তল উঁচিয়ে] যাও—

জয়ন্ত। আগুন স্যার! আগুন—

মণীশ। But—এই পিস্তলে তিনটে গুলি আছে। Either you go ahead or I shoot you. Go—

জয়ন্ত। না—না, আমি মরতে পারব না—মরতে পারব না—

মণীশ। পারবে না ?

জয়ন্ত। না, না—

মণীশ। যাও—one—two—

[জয়ন্ত ঢুকে গেল। এক ঝলক আগুন ঘরে এসে ঢুকল। মণীশ লাথি দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল।]

[নেপথ্য থেকে জয়ন্তর মরণ আর্তনাদ শোনা গেল। মণীশ লাহিড়ী হাঃ হাঃ করে আবার হেসে ওঠে। তারপর পিস্তলটা প্যাকিং বাক্সের উপরে রেখে বলে ওঠে—]

মণীশ। Now I am alone! এবারে আমি একা। আমি বাঁচব। আবার আমি নতুন করে ফ্যাক্টরি গড়ে তুলব। নতুন করে ইমারৎ গড়ে তুলব। হ্যাঁ, হ্যাঁ—কিন্তু সুলতা, সুলতা কি বলল, ভাস্কর—না, না—আমি বিশ্বাস করি না—বিশ্বাস করি না—মিথ্যা—মিথ্যা—lie, it is a lie—

[প্যাকিং বাক্সর পিছন থেকে সুধাকান্তর হাতটা বের হয়ে এসে বাক্সর উপর থেকে পিস্তলটা তুলে নেয়। তার পরই দাঁড়িয়ে ওঠে সে, সর্বাঙ্গ পোড়া তার। চমকে ওঠে মণীশ। সেই বিচিত্র পোড়া অবস্থায় সুধাকান্তকে দেখে চেঁচিয়ে ওঠে মণীশ।]

মণীশ। [বিস্ময়ে] কে! একি! সুধাকান্ত—তুমি! তুমি এখানে কি করে এলে ?

[ভয়াবহ এক কঠোর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে তখন সুধাকান্ত মণীশের মুখের দিকে। মণীশ চম্‌কে ওঠে।]

মণীশ। তুমি! তুমি অমন করে তাকাচ্ছ কেন সুধাকান্ত—

সুধা। হিসাব। শেষ হিসাবটা যে তোমার এখনো আমারই সঙ্গে বাকী মণীশবাবু—

মণীশ। হিসাব!

সুধা। হ্যাঁ, হ্যাঁ হিসাব। তিন লাখ টাকা যদি 5°/. করেই হয় তাহলে—তাহলে একুশ বছরে কত হয় মণীশবাবু?

মণীশ। [ভীত কণ্ঠে] সুধাকান্ত!

সুধা। হ্যাঁ। সেই একুশ বছরের হিসাব। সেই তিন লক্ষ টাকা—যে টাকা তুমি আমার কাছ থেকে নিয়েছিলে। নতুন করে ইমারৎ গড়বার আগে সে টাকাটা তুমি বুঝিয়ে দেবে না?

মণীশ। সুধাকান্ত, শোন, শোন—

সুধা। শুনব! কিন্তু কেমন করে আজ আর শুনব মণীশবাবু, কেমন করে শুনব—আর্সেনিক দিয়ে দিয়ে কান দুটো যে অনেক আগেই তুমি আমার বধির করে দিয়েছ—I am deaf—stone deaf. [পিস্তলটা নাচাতে থাকে।]

মণীশ। সুধাকান্ত, ওটা—ওটা লোডেড—ওতে গুলি ভরা আছে।

সুধা। গুলি ভরা আছে—কিন্তু বেশী তো নেই, তুমিই তো বলেছিলে ঠিক তিনটি। একেবারে ঠিক ঠিক আমার হিসেব মত। [পিস্তল উঁচিয়ে] So—মণীশবাবু—

মণীশ। দয়া কর, দয়া কর সুধাকান্ত। Have mercy! mercy—

সুধা। দয়া। Mercy! বাঃ ঠিক, ঠিক মিলে যাচ্ছে তো—হিসেব মত সব ঠিক মিলে যাচ্ছে তো। দয়া—না—? কিন্তু দয়া কি করেছিলে একদিন এই সুধাকান্তরই একমাত্র বোন বিজয়াকে—এই সুধাকান্তকে—দয়া কি করেছিলে সুলতাকে, সুজাতাকে?

মণীশ। [চম্‌কে] সুধাকান্ত!

সুধা। জানি, জানি আমি, সব জানি। তুমি ভেবেছ আমি পাগল হয়ে গিয়েছি। আমি কেবলই ঘুমোই। ঘুমিয়েই থাকি,

কিন্তু তুমি জান না মণীশবাবু, এই একুশটা বছর আমি একটি মুহূর্তের জন্যও ঘুমোতে পারি নি—চোখ বুজলেই দেখেছি—বিজয়া—আমার সেই—সেই একমাত্র বোন বিজয়ার মৃতদেহটা ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে—

মণীশ। না, না—না—

সুধা। হ্যাঁ—তাই—তাই তুমি দিয়েছ আমাকে ঘুমের ঔষধ—ঘুমের ঔষধ আর্সেনিক। কিন্তু সে আর্সেনিক আমি খাই নি—আমি শুধু ঘুমোবার ভান করেছি মাত্র আর মাধুকে আগলে বেড়িয়েছি—আর আজ, আজো ভেবেছিলে ছুটো ডেড্ বডিকে সরিয়ে দিয়ে তোমার দুষ্কৃতির সব চিহ্ন মুছে দেবে—কিন্তু তা আমি হতে দেব না।

মণীশ। সুধাকান্ত!

সুধা। হ্যাঁ, হ্যাঁ—তাই। Look at me। আগুনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ছুটে এসেছি—এখানে—

মণীশ। প্রতিজ্ঞা করছি—প্রতিজ্ঞা করছি আমি সুধাকান্ত, সব—সব টাকা তোমায় আমি ফিরিয়ে দেব।

সুধা। হ্যাঁ, হ্যাঁ ফিরিয়ে দেবে—ফিরিয়ে দেবে বৈকি। প্রতিটি হিসাব মিটিয়ে দিতে হবে—আজ তোমাকে। So—

[গুলি করল। গুলিটা মণীশের পায়ে লাগে। আর্ত চিৎকার করে পড়ে যায় মণীশ।]

সুধা। এক বিজয়া। না, না, উঠে দাঁড়াও। Get up! I say get up—ওঠো—হ্যাঁ—

[কাঁপতে কাঁপতে কোন মতে উঠে দাঁড়ায় মণীশ একটা প্যাকিং বাক্সের উপরে ভর দিয়ে—]

সুধা। Yes! that's right! [পুনরায় পিস্তল উঁচিয়ে]

এবারে সেই তিন লাখ টাকা আর তার 5°/. interest।

[বলার সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার করল সুধাকান্ত, গুলি লাগল মণীশের তলপেটে, আর্তনাদ করে পেটে হাত দিয়ে টলে পড়ে মণীশ।]

Now the 3rd one! আর্সেনিক, আর্সেনিক দিযে slow poison করেছিলে না—পাগল, পাগল করে দেবে ভেবেছিলে সুধাকান্তকে, যাতে করে কোনদিন, কোনদিন সে আর তোমার সামনে এসে না দাঁড়াতে পারে—

মণীশ। [কোনমতে প্যাকিং বাক্সটার উপরে ভর দিযে যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে] সুধাকান্ত, সুধাকান্ত—

সুধা। [চম্‌কে] অ্যাঁ! [পিস্তল তুলে মারতে গিয়ে হঠাৎ যেন কি ভেবে] মারব! না, না—মারব না, মারব না। আর তোমাকে আমি মারব না—[যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে] হ্যাঁ, তা হলেই তো সব ফুরিয়ে গেল! না, না—তাতো হতে পারে না মণীশ লাহিড়ী, একুশ বছরের সব কিছু একটি মুহূর্তে ফুরিয়ে যাবে—না—না তা দেবো না আমি হতে। Yon live—you must live—তুমি বেঁচে থাকো—বেঁচে থাকো তুমি মণীশ লাহিড়ী, ঠিক সুধাকান্তর মতই বেঁচে থাকো। বেঁচে থাকো। বেঁচে থাকো। [হাঁপাতে একটা প্যাকিং বাক্সর উপরে কোনমতে বসে। বাইরে ঐ সময় মাধবীর আকুল কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সাইরেনের আওয়াজ আবার শোনা গেল। Fire brigadeয়ের ঘণ্টা-ধ্বনি শোনা যায়।]

মাধবী। [নেপথ্যে উচ্চকণ্ঠে] বাবা! বাবা—কোথায় তুমি বাবা!

[আহত রক্তাক্ত মণীশ লাহিড়ী কোন মতে উঠে দাঁড়ায়। চোখে তার উন্মাদের দৃষ্টি। অস্বাভাবিক সুধাকান্তও মাধবীর ডাকে চম্‌কে ওঠে হঠাৎ।]

সুধা। [সভয়ে] কে! মাধু—মাধুর গলা না—

মাধবী। [নেপথ্যে উচ্চকণ্ঠে] বাবা! বাবা! [বন্ধ দরজায় ধাক্কা পড়ে] বাবা! বাবা!

সুধা। হ্যাঁ, হ্যাঁ মাধু—but I can't—can't face her! না, না—মাধু, মাধু—

[নিজের বুকে পিস্তল লাগিয়ে সুধাকান্ত গুলি করে। প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে সঙ্গে সুধাকান্ত পড়ে যায় মাটিতে।]

মাধবী। [নেপথ্যে] বাবা!

সুধা। [যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে] ভুল, ভুল ক্যালকুলেশান ভুল হয়ে গেল। মাধু—মাধু—[মৃত্যু]

[অন্য দিককার দরজা ভেঙ্গে ঝড়ের মতই ভাস্কর এসে ঢুকল। রক্তাক্ত আহত মণীশ লাহিড়ী তখন উঠে দাঁড়িয়েছে কোনমতে। চোখে উন্মাদের দৃষ্টি।]

ভাস্কর। হ্যাঁ—হ্যাঁ—জবাবদিহি—জবাবদিহি আপনাকে দিতেই হবে—

মণীশ। [বিকৃত কণ্ঠে] কে!

[ঐ সময় হঠাৎ ভাস্করের মণীশের দিকে নজর পড়ায় যেন থমকে দাঁড়ায়। কোন কথা মুখ দিয়ে তার বের হয় না—]

মণীশ। কে? কে তুমি—Ah! A daniel—A daniel has come to the judgement. বিচার—বিচার করতে এসেছ?

[পাগলের মতই মণীশ ভাস্করের দিকে চেয়ে উন্মাদ কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলে—]

মণীশ। কর। কর বিচার। চুপ করে আছ কেন! Why are you silent ? Anounce. Anounce thy jndgement ! [হঠাৎ আবার ভাস্করের মুখের দিকে তাকিয়ে] তুমি— তুমি—ভাস্কর—সুজাতা—সুজাতার ছেলে—ভাস্কর!

[পশ্চাতে তখন দেখা যাচ্ছে দাউ দাউ করে সমস্ত ফ্যাক্টরি ভয়াবহ অগ্নিশিখায় জ্বলছে। অগ্নিদগ্ধ পাগলের মত মাধবী এসে ঝড়ের মত ঘরে ঢুকল এবং ছুটে এসে মণীশকে জড়িয়ে ধরে।]

মণীশ। কে ?

মাধবী। বাবা—বাবা—

মণীশ। না, না—আমি কারো বাবা নই—আমি মণীশ লাহিড়ী—

মাধবী বাবা।

মণীশ। ভাস্কর—ভাস্কর—

[ভাস্কর মণীশের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আর মণীশ দুই বাহু দিয়ে ভাস্করকে কাছে টেনে নিয়ে তার মুখে পরম স্নেহে হাত বুলতে বুলতে ক্লান্ত অবসন্ন ক্ষীণ কণ্ঠে বলে—]

মণীশ। Yes ! আমি, আমি স্বীকার করছি—আমি স্বীকার করছি— I admit, I admit. you are my son, my son—

[মাধবী মণীশের কথায় চম্‌কে ওঠে আর ঠিক সেই মুহূর্তে মণীশ ভাস্করের গায়ে ঢলে পড়ে। ভাস্কর আর মাধবী ওকে দু হাতে জড়িয়ে থাকে। পশ্চাতে ফ্যাক্টরি পুড়ছে। মণীশ শেষবারের মত বলে ওঠে—]

মণীশ। My son, my son !

মাধবী ও ভাস্কর। বাবা!

[মণীশের মৃত্যু হয়, আর ঠিক সেই সময় হৈ হৈ করে পোড়া ঝলসান অবস্থায় একদল মিলের কর্মী ও উচ্চ কণ্ঠে ডাকতে ডাকতে সুলতা পাগলের মত এসে সেই ঘরে ঢোকে।]

সুলতা। ভাস্কর, ভাস্কর, না, না দরকার নেই রে, দরকার নেই। বাপের কাছে ছেলে কৈফিয়ত চাইবে—এ হয় না রে এ হয় না।

[বলতে বলতে ঘরে ঢুকে ঘরের দৃশ্য দেখে সকলেই সুলতার মত যেন থমকে দাঁড়ায়।]

সুলতা। একি—একি—কি—কি হয়েছে মাধু, কি হয়েছে ?

[মাধবী আর ভাস্কর দুজনেই নির্বাক।]

সুলতা। ওরে—ওরে তোরা কথা বলছিস না কেন! কথা বলছিস না কেন!

ভাস্কর। [এগিয়ে এসে] মা!

সুলতা। না, না—এ হতে পারে না। এ হতে পারে না।

[মণীশের মৃতদেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কেঁদে ওঠে—]

আমি ভুল করেছি গো, আমি ভুল করেছি। ভুল—ভুল, ভুল—ক্ষমা করো, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। ক্ষমা করো।

॥ যবনিকা ॥